চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 30 August, 2020 ■ আগরতলা, ৩০ আগষ্ট, ২০২০ ইং ■ ১৩ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

করোনা ঃ রাজ্যে ৩০.৩ শতাংশ সংক্রমণের উৎসের খোঁজ মিলেনি

আরও চারজনের মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ৪৪৭

আগরতলা, ২৯ আগস্ট (হি.স.)।। করোনা-র সংক্রমণ সংস্পর্শে থাকা কিংবা ভ্রমণ ইতিহাস ছাড়াই মানুষের দেহে পাওয়া যাচ্ছে। মোট করোনা আক্রান্তের ৩০.৩২ শতাংশের সংক্রমণের উৎস খুঁজে পাওয়া যায়নি। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা তার জ্বলন্ত উদাহরণ রূপে চিহ্নিত হয়েছে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে, মনে হচ্ছে করোনা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। অন্তত কোভিড-১৯ সংক্রান্ত টেকনিক্যাল অ্যান্ড অ্যাডভাইজরি কমিটির সদস্যদের দেওয়া তথ্যে এমনটাই মনে হয়েছে।

আগরতলা পুর নিগম এলাকা সহ সমগ্র পশ্চিম জেলায় কোভিড-১৯ সংক্রমণের হার দ্রুত বেড়ে চলেছে। আজ শনিবার কোভিড-১৯ সংক্রান্ত টেকনিক্যাল অ্যান্ড অ্যাডভাইজরি কমিটির এক সভায় পশ্চিম জেলার সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনা সভায় দেখা গেছে, গত ১৬ আগস্ট থেকে এই সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে জনসাধারণকে আরও সচেতন হতে হবে। জনসাধারণকে কোভিড-১৯ সংক্রমণ মোকাবিলায় সমস্ত সরকারি নির্দেশিকা মেনে চলতে হবে। আজ আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের কাউন্সিল রুমে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন কোভিড-১৯ সংক্রান্ত টেকনিক্যাল অ্যান্ড অ্যাডভাইজরি কমিটির সদস্য অধ্যাপক ডা. সঞ্জীব কুমার দেববর্মা, অধ্যাপক ডা. অঞ্জন দাস ও অধ্যাপক ডা. দামোদর চ্যাটার্জি। সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয়েছে, এই মুহূর্তে রাজ্যে নভেল করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি পশ্চিম জেলায়।

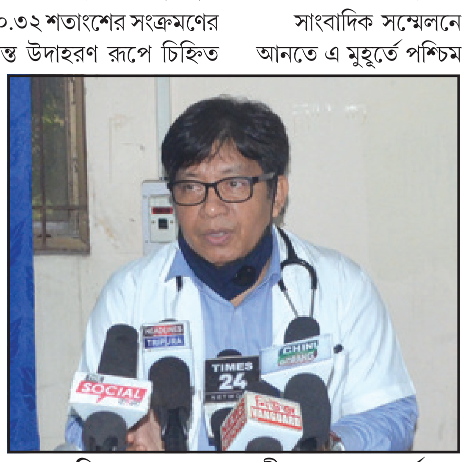

সাংবাদিক সম্মেলনে ডাঃ সঞ্জীব কুমার দেববর্মা।

সাংবাদিক সম্মেলনে অধ্যাপক ডা. সঞ্জীব কুমার দেববর্মা জানান, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এ মুহূর্তে পশ্চিম জেলায় সবাইকে আরও বেশি সচেতন হতে হবে। তিনি জানান, এখন প্রয়োজন বেশি মাত্রায় টেস্ট। মাইল্ড ও অ্যাসিম্পটোমেটিক রোগীর জন্য রাজ্যে হোম আইসোলেশন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে রোগীকে নিকটবর্তী স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অধীনে রাখা হবে এবং রোগীকে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তারের মোবাইল নম্বর দেওয়া হবে। সামান্য উপসর্গ থাকলে টেস্ট করানো উচিত। এতে ভয়ের কিছু নেই। তিনি বলেন, আমাদের রাজ্যে কোভিড-১৯ সংক্রমণে মৃত্যুহার জাতীয় হারের চেয়ে অনেক কম।

এক তথ্য তুলে ধরে ডা. সঞ্জীব দেববর্মা বলেন, গত তিনমাসে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা সারা ত্রিপুরাকে ছাপিয়ে গেছে। পশ্চিম ত্রিপুরায় সংক্রমণের হার ৩১.৮৬ শতাংশ, যা রাজ্যে সর্বোচ্চ। তিনি বলেন, এক সময় সিপাহিজলা জেলা করোনা আক্রান্তে শীর্ষে ছিল। কিন্তু এখন ওই জেলা দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় সবচেয়ে কম আক্রান্ত জেলা ঊনোকটি। ওই জেলায় সংক্রমণের হার ৪.৬ শতাংশ।

করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধির সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দিয়ে ডা. সঞ্জীব দেববর্মা বলেন, সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল, মোট আক্রান্তের ৩০.৩২ শতাংশের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আনলক ৪এর গাইডলাইন প্রকাশ, বন্ধ রাখার নির্দেশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

।।অভিজিৎ রায় চৌধুরী।।নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট।। ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আনলক ৪-এর গাইডলাইন প্রকাশ করল কেন্দ্রীয় সরকার। অতিমারীর মোকাবিলায় দেশব্যাপী আরোপ করা নিষেধাজ্ঞা শিথিলের চতুর্থ দফা 'আনলক ৪' ঘোষণায় বেশ কিছু ছাড়ের পাশাপাশি এখনও কিছু বিষয়ে কড়াকড়ি বহাল রাখল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। প্রত্যাশা মতো চতুর্থ পর্যায়ের আনলকে দেশজুড়ে মেট্রো পরিষেবা চালু করার অনুমতি দিল কেন্দ্র। অন্যদিকে স্কুল কলেজ, সুইমিং পুল, ইন্ডোর থিয়েটার সিনেমা হল এই পর্বেও খুলছে না বলে নির্দেশিকায় স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। তবে ২১ সেপ্টেম্বরের পর থেকে অনলাইন শিক্ষাদানের জন্য ৫০ শতাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকাকে স্কুল-কলেজে আসার অনুমতি দিতে পারে সংশ্লিষ্ট রাজ্য। এ ছাড়া শিক্ষকদের পরামর্শ নিতে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়ারা স্বেচ্ছায় স্কুলে যেতে পারবে। তবে তার জন্য অভিভাবকদের লিখিত অনুমতি থাকতে হবে। ওপেন এয়ার থিয়েটারে বা মুক্তাঙ্গনে নাটকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে ২১ সেপ্টেম্বরের পর থেকে। পাশাপাশি সামাজিক জমায়েতে লোকজনের সংখ্যা ৫০ থেকে বাড়িয়ে ১০০ করা হচ্ছে। যদিও তা পুরোপুরি করোনাভাইরাস বিধি মেনেই করতে হবে।

প্রকাশিত বিবৃতি অনুযায়ী, সিনেমা হল, সুইমিং পুল, বিনোদন পার্ক, নাট্যমঞ্চ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অনুমতি ছাড়া যে কোনও আন্তর্জাতিক বিমানযাত্রার উপরে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকছে।

৩১ আগস্ট শেষ হচ্ছে আনলক ৩। শনিবার সন্ধ্যায় আনলক ৪-এর গাইডলাইন প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। শনিবার সন্ধ্যায় আনলক ৪-এর নির্দেশিকা-সহ দেশের সব রাজ্যের মুখ্যসচিবকে চিঠি লিখেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব অভয় ভাল্লা। চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে আগামী ৭ সেপ্টেম্বর থেকে দেশে ধাপে ধাপে মেট্রো পরিষেবা সচলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রক এবং রেল মন্ত্রক। মেট্রোর পরিষেবা সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়ম নিয়ে একটি বিস্তারিত 'স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর' (এসওপি) জারি করবে আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রক।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক প্রকাশিত বিবৃতি অনুযায়ী, আনলক ৪ পর্বেও বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে স্কুল-কলেজ সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে। সেখানে পড়ুয়াদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। তবে পড়াশোনা চালু রাখতে পড়ুয়াদের সুবিধার্থে অনলাইন শিক্ষা প্রক্রিয়া সচল রাখার নির্দেশ দিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। এ ছাড়া কন্টেনমেন্ট জোনগুলিতে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কড়া লকডাউন বিধি আরোপ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে, আনলক ৪ পর্বেও দেশজুড়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপির প্রদেশ কোর কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত, আজ কার্যনির্বাহক সমিতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট।। কার্যনির্বাহক সমিতির বৈঠকে অংশ নেওয়ার জন্য এসেছেন ত্রিপুরার দায়িত্বপ্রাপ্ত তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আঞ্চলিক সম্পাদক অজয় জামুয়াল। তবে আজ বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রাম মাধব আসতে পারেননি। তিনি জরুরি সাংগঠনিক কাজে ভূপাল গিয়েছেন। তাই আগামীকাল কার্যনির্বাহক সমিতির বৈঠকে ভার্চুয়ালি অংশ নেবেন তিনি।

প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে অজয় জামুয়াল বলেন, দুদিনের সফরে ত্রিপুরায় এসেছেন। আজ স্টেট কোর কমিটি, স্টেট অফিস বিয়ারারদের সাথে বৈঠক করবেন। আগামীকাল কার্যনির্বাহক সমিতির বৈঠকে অংশ নেবেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় সাংগঠনিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। বিভিন্ন বিষয়ে চর্চা হবে। তিনি বলেন, করোনা-র প্রকোপে দেশ-দুনিয়া বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে সাংগঠনিক দিক দিয়ে ত্রিপুরায় বিজেপি কী অবস্থায় রয়েছে, মানুষের প্রত্যাশা পূরণে কতটা সাফল্য অর্জন করেছে, সে-সবের মূল্যায়ন হবে।

এদিকে, এই কার্যকারিনী বৈঠকে বেশ কয়েকটি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে আরও এক বিজেপি বিধায়ক করোনা আক্রান্ত

আগরতলা, ২৯ আগস্ট (হি. স.)।। ত্রিপুরায় আরও এক বিধায়ক করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। বিজেপি বিধায়ক আশীষ কুমার সাহা করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। বর্তমানে তিনি বাড়িতেই রয়েছেন। ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত চারজন বিধায়ক করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁরা সকলেই শাসক দলের বিধায়ক। তিন জন বিজেপি-র এবং একজন আইপিএফটি বিধায়ক রয়েছেন।

ত্রিপুরায় করোনা-র প্রকোপ মারাত্মকভাবে বেড়ে চলেছে। তাতে, রাজনৈতিক নেতারাও আক্রান্ত হচ্ছেন। বিশেষ করে এখন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলে সংক্রমনে সর্বোচ্চ শিখরে রয়েছেন। সংক্রমনের মাত্রা এতটাই বেড়েছে, ত্রিপুরা সরকার অফিস-এ রোষ্টার পদ্ধতি চালু করেছেউ মুখ্যমন্ত্রী খোদ জানিয়েছেন, পুর নিগম এলাকায় ৯টি ওয়ার্ডে অপ্রত্যাশিত সংক্রমণ হয়েছে। সারা ত্রিপুরায় যা সর্বোচ্চ বলে মনে করা হচ্ছে।

ইতিপূর্বে বিজেপি বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, আইপিএফটি বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা এবং বিজেপি বিধায়িকা মিমি মজুমদার করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। রামপদ জমাতিয়া এবং ধনঞ্জয় ত্রিপুরা ইতিমধ্যে সুস্থ হয়ে গেছেন। মিমি মজুমদার বর্তমানে জি বি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এরই মধ্যে আজ বিধায়ক আশীষ কুমার সাহা-র করোনা আক্রান্তের খবর মিলেছে। তিনি ৮ নম্বর টাউন বড়দোয়ালি কেন্দ্রের বিধায়ক। বর্তমানে তিনি শান্তিপারাস্থিত নিজ বাসভবনে রয়েছেন।

মেলাঘরে অগ্নিকান্ডে ৪টি দোকান ভষ্মিভূত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট।। সোনামুড়া মহকুমার মেলাঘরের কলমক্ষেত বাজারে অগ্নিকাণ্ডে চারটি দোকান সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। গতকাল মধ্যরাতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়। দোকানে আগুন লাগার পর পরই স্থানীয় লোকজনরা বেরিয়ে আসেন। খবর পাঠানো হয় দমকল বাহিনীকে।

দমকল বাহিনীর জওয়ানরাও দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। স্থানীয় জনগণ এবং দমকল বাহিনীর যৌথ প্রচেষ্টায় আগুন আয়ত্তে আসে। তবে এরই মধ্যে অগ্নিকাণ্ডে ৪ টি দোকান সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। দোকানের মালিক অভিযোগ করেছেন এটি একটি নাশকতামূলক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহিলাদের ওপর আক্রমণ বেড়েছে ঃ নারী সমিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট।। রাজ্যে নারীদের ওপর আক্রমণের ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে বলে গুরুতর অভিযোগ করেছে সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি। নারীর সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদিকা সাংসদ ঝরনা দাস বৈদ্য শনিবার আগরতলায় সিপিআইএম বিভাগীয় অফিসে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এ বিষয়ে গুরুতর অভিযোগ এনেছেন।

তিনি বলেন নারীদের ওপর বর্তমান বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে নির্যাতন ও অত্যাচারের মাত্রা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। নারী নির্যাতন রোধে সরকার ও প্রশাসন প্রয়োজনীয় কঠোর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না বলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রহস্যজনকভাবে শ্বশুরবাড়ি থেকে নিখোঁজ জামাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট।। শ্বশুরবাড়ি থেকে নিখোঁজ হল জামাই। নিখোঁজ জামাইয়ের নাম রাজীব লস্কর। বাড়ি রানির বাজার এলাকায়। তার শশুর বাড়ি দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার ভেলুয়ারচর এলাকায়। গত দোসরা আগস্টজিপি হাসপাতালে চিকিৎসারপর জামাতা রাজিব লস্কর তার শ্বশুরবাড়িতে যায় ।স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়ার জের ধরে স্ত্রী শ্বশুর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল ।তাতে মানসিকভাবে অনেকটাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে স্বামী রাজীব লস্কর। বেশ কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করে সে।

শেষ পর্যন্ত সে শ্বশুরবাড়িতেই স্ত্রীর কাছে চলে যায়। শ্বশুরবাড়িতে বেশ কয়েকদিন ছিল ।গত ১৯ আগস্ট তার আত্মীয় পরিজনদের কে ফোন করে শ্বশুরবাড়ি থেকে জানানো হয় সে নিখোঁজ হয়েছে। এ ব্যাপারে থানায় নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করা হয়। নিখোঁজ হওয়ার ১২ দিন পরও তার কোন সন্ধান মেলেনি।নিখোঁজ রাজিব সূত্রধর আত্মীয়-পরিজনদের অভিযোগ তাকে শ্বশুরবাড়ির লোকজনরা পরিকল্পিতভাবে খুন করেছে। এ ব্যাপারে পুলিশের কাছেও সুনির্দিষ্ট অভিযোগ করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করলো এখনো পর্যন্ত এ ব্যাপারে কাউকে গ্রেপ্তারের সংবাদ নেই। এখনো পর্যন্ত নিখোঁজ রাজিব লস্করের কোন হদিস মেলেনি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাজিব লস্করের সন্তান সন্তনি রয়েছে।

এরই মধ্যে তার স্ত্রী গীতা লস্কর অপর এক পুরুষের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হয়। এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ চরম আকার ধারণ করে। সালিশি সভার মাধ্যমে বিবাদের অবসান ঘটানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়নি। শেষ পর্যন্ত স্ত্রী গীতা লস্কর তার বাপের বাড়িতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১০ সেপ্টেম্বর থেকে সপ্তাহে তিনদিন আগরতলা-বেঙ্গালুরু সরাসরি বিমান

আগরতলা, ২৯ আগস্ট (হি. স.)।। আগরতলা থেকে বেঙ্গালুরু সরাসরি বিমান পরিষেবা পুনরায় শুরু হতে চলেছে। আগামী ১০ সেপ্টেম্বর থেকে সপ্তাহে তিনদিন ইন্ডিগো-র একটি বিমান ওই পরিষেবা দেবে।

করোনা-প্রকোপে লকডাউনের পরিপ্রেক্ষিতে বিমান পরিষেবায় ভয়ংকর প্রভাব ফেলেছে। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ হয়ে উঠেছে এয়ার এশিয়া আগরতলা থেকে পরিষেবা গুটিয়ে নিয়েছে। দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়ায় পর্যন্ত তারা আগরতলায় পরিষেবা চালু করবে না বলে সাফ জানিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এয়ার ইন্ডিয়া এবং ইন্ডিগো-ই ত্রিপুরাবাসীর একমাত্র ভরসা।

এয়ারপোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়া এক টুইট বার্তায় জানিয়েছে, আনলক প্রক্রিয়ার অন্তর্গত আগামী ১০ সেপ্টেম্বর থেকে ইন্ডিগো আগরতলা-বেঙ্গালুরু রুটে সরাসরি বিমান পরিষেবা শুরু করবে। সপ্তাহে তিনদিন মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনিবার ওই বিমান চলবে। তাতে কোনও ই-পাসের প্রয়োজন পড়বে না। সূচি অনুযায়ী বেঙ্গালুরু থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে বিমান ছাড়বে সকাল ৮টা ৫৫ মিনিটে এবং ওই বিমান আগরতলায় পৌঁছাবে ১১টা ৪৫ মিনিটে। ওই বিমান সাড়ে বারোটায় বেঙ্গালুরুর উদ্দেশ্যে উড়ে যাবে। আপাতত ২২ অক্টোবর পর্যন্ত ওই সূচি নির্ধারিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত, বর্তমানে আগরতলা থেকে ৬টি বিমান পরিষেবা দিচ্ছে। এয়ার ইন্ডিয়া-র একটি এবং ইন্ডিগো-র ছয়টি বিমান যাত্রী পরিষেবা দিচ্ছে। তাতে কলকাতার জন্য চারটি, গুয়াহাটির জন্য একটি এবং সরাসরি দিল্লির জন্য একটি বিমান রয়েছে। বেঙ্গালুরুর বিমান শুরু হলে আগরতলায় সাতটি বিমান উভয়দিকে পরিষেবা দেবে। বিমানবন্দর সুত্রের খবর, খুব শীঘ্রই চেন্নাইয়ের জন্য বিমান পরিষেবা শুরু হবে। তবে ওই বিমান কলকাতা কিংবা গুয়াহাটি হয়ে চেন্নাই যাবে।

৩৪ লক্ষ ছাড়াল করোনা সংক্রমণ ভারতে, মৃত্যু বেড়ে ৬২,৫৫০

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট (হি.স.)।। ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসের বাড়বাড়ন্ত অব্যাহত। বাড়তে বাড়তে ভারতে ৩৪ লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-সংক্রমণ। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩৪,৬৩,৯৭৩-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (শুক্রবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১,০২১ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৭৬,৪৭২ জন।

শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৬২,৫৫০ জন এবং মোট সংক্রমিত ৩৪,৬৩,৯৭৩ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২৬,৪৮,৯৯৯ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৭ লক্ষ ৫২ হাজার ৪২৪।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ৬২,৫৫০ জনের মধ্যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৪২ জনের মৃত্যু হয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশে ৩,৭১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে ৫ জন, অসমে ২৮৬ জন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জমি দাতার পরিবারে চাকুরী হয়নি ক্ষোভে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে তালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট।। খোয়াইয়ের বারবিল গ্রাম পঞ্চায়েতে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জমি প্রদানকারী পরিবারকে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চাকরিতে নিযুক্ত করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। ক্ষুব্দ জমি প্রদানকারী পরিবারের লোকজনরা তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় গত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে তৎকালীন এলাকার বিধায়ক সমীর দেব সরকার সহ অন্যান্য নেতারা বারবিল গ্রাম পঞ্চায়েতের সুধাংশু মোহন দত্তের কাছ থেকে জমি নিয়েছিলেন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র স্থাপন করার জন্য। তৎকালীন বিধায়ক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন জমিদাতা পরিবারকে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে চাকরির সংস্থান করে দেওয়া হবে ।বিধায়ক ও নেতাদের সঙ্গে মৌখিক চুক্তি বিনিময় অঙ্গনারী কেন্দ্র স্থাপনের জন্য জমি দান করেছিলেন সুধাংশু মোহন দত্ত। ২০১১ সালে যথারীতি ওই জমিতে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র গড়ে তোলা হয় ।কিন্তু প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সুধাংশু মোহন দত্তের পরিবারকে কোন ধরনের চাকরির সুযোগ দেওয়া হয়নি। বিষয়টি নিয়ে অনেক জল গোলাগুলি হয়েছে। সরকার বদল এর পর নতুন সরকারের কাছেও চাকরির জন্য দাবি জানিয়েছে সুধাংশু মোহন দত্তের পরিবার। কিন্তু চাকরি মিলেনি ।এরই প্রতিবাদে শতাংশ মোহন দত্তের পুত্রবধূ প্রতিমা দেব চৌধুরী অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটিতে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে তালা ঝুলিয়ে দেয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও এলাকাবাসী প্রশ্ন তুলেছেন ।প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও কেন ভবিতা তার পরিবারকে অঙ্গনওয়াড়ি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা চূড়ান্ত করতে প্রদেশ কংগ্রেসের বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট।। ক্রমান্বয়ে ভাঙ্গছে দল। একে একে কাউন্সিলার, পিসিসি সদস্য সহ বেশ কিছু প্রথম সারির নেতৃত্ব দলত্যাগ করেছেন এই সময়ে। এর উপর বাড়ছে চাপ। সমস্ত কিছু নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব কিছুটা চিন্তিত। শনিবার পোষ্ট অফিস চৌমুহনী স্থিত কংগ্রেস ভবনে জরুরি ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয় পিসিসি বৈঠক।

যথারীতি এই বৈঠকেও অনৈক্যের ছবি। এদিন দেখা গেল না শহরের বেশ কয়েকজন পিসিসি নেতৃত্বকে। সোস্যাল মিডিয়াতে তারা ঝড় তুললেও দলীয় ভবনে গেলেন না তারা। পিসিসি সভাপতি হিসাবে পীযূষ বিশ্বাস সব ধরনের চেষ্টা অব্যাহত রাখলেও কংগ্রেস দলের হাল ফেরানো

সম্ভবত কঠিন তা এদিনের বৈঠকে অনেকের গড় হাজিরাতে স্পষ্ট।

তবে, এদিনের বৈঠকে দলীয় কিছু কর্মসূচির ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। আগামীদিনে রাজ্য সরকারের উপর কি কি বিষয়ে চাপ সৃষ্টি করা যায় তা আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি এডিসি ও পুর সংস্থা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৩১৬ ▫ ৩০ আগস্ট ২০২০ ইং ▫ ১৩ ভাদ্র ▫ রবিবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

মানব সভ্যতায় প্রযুক্তি

সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়া মানব সভ্যতার অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হইয়াছে।তথ্যপ্রযুক্তি আধুনিক সভ্যতাকে আরো অনেক ধাপ অগ্রসর করিয়াছে। তথ্যপ্রযুক্তির উদ্ভব না ঘটিলে মানবসভ্যতা বর্তমান পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিত না। আধুনিক বিজ্ঞান এবং তথ্য প্রযুক্তিকে সঠিকভাবে কাজে লাগাইতে পারিলে সভ্যতা আরো অনেক বেশি অগ্রসর হইবে তা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। লক্ষনীয় বিষয় হইলো ,বিজ্ঞান এবং তথ্য প্রযুক্তির আশীর্বাদ এর পাশাপাশি অভিশাপ গুলি মানবসভ্যতাকে ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে ধাবিত করিতেছে। মানব সভ্যতা যতই উন্নত হইতেছে ততই মানুষের বিবেক দংশনের প্রবণতাও ততটাই যেন বাড়িয়া যাইতেছে।তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ ব্যবস্থায় অপরাধপ্রবণতা যেন দিন দিন মাথাচাড়া দিয়া উঠিতেছে।সমাজ ব্যবস্থায় একদিকে যেমন আত্মকেন্দ্রিকতার মনোভাব বাড়িতেছে ঠিক তেমনি সামাজিক অপরাধের মাত্রাও বাড়িয়া চলিতেছে। এখনই সভ্যতার সংকট। এই সংকট মোকাবেলা করিবার জন্য সমাজব্যবস্থাকে সময় উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথায় সমাজব্যবস্থা ভয়ঙ্কর সংকটের মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সামাজিক অপরাধ কি হারে বাড়িয়া চলিতেছে তাহা প্রতিদিনের সংবাদ পত্র কিংবা সংবাদ মাধ্যমগুলি দিকে ফিরিয়া তাকাইলেই তাহা স্পষ্ট হইয়া যায়। আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির কল্যাণে গোটা পৃথিবী এখন মানুষের হাতের মুঠোয় ।সেই সুযোগকে কাজে লাগাইয়া মানুষ যে কতটা যান্ত্রিক হইয়া উঠিয়াছে তাহা মানুষের কার্যকলাপের মধ্য দিয়াই প্রমাণিত হইতেছে। যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে মানুষ অপরাধ প্রবণতাকে ক্রমশই আগলাইয়া ধরিতে শুরু করিয়াছে ।বিশেষ করিয়া বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের ওপর নির্যাতন ধর্ষণ এবং হত্যাকাণ্ডের ঘটনা প্রতিদিনের হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রতিদিন এই রাজ্যের কোন না কোন স্থানে ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি, বধু হত্যা নারী নির্যাতন ,এমনকি শিশু ধর্ষণের মতো পাশবিক ঘটনা ঘটিয়া চলিতেছে। এই ধরনের কার্যকলাপ নিঃসন্দেহে সভ্যতার সংকট আরো ঘনীভূত করিতেছে। এই ভয়ঙ্কর প্রবণতা হইতে মানবসভ্যতাকে রক্ষা করিতে হইলে প্রত্যেক সচেতন নাগরিককে প্রতিবাদ মুখর হইয়া উঠিতে হইবে।

সবচাইতে বড় প্রশ্ন হইল ,এইভাবে আর কত দিন, কত কাল ,কত যোগ ধরিয়া চলিতে থাকিব। ধর্ষণ নামক শব্দটি মানবসভ্যতার সবচাইতে ভয়ঙ্করতম ঘটনা। সমাজবিদদের দাবি ধর্ষণ একটি সামাজিক ব্যাধি। কিন্তু প্রশ্ন হইল এই ব্যাধি দূর করিবার উপায় কি যুগ যুগ ধরিয়া খুজিয়া বেড়াইতে হইবে? বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ ভারতবর্ষে ধর্ষণ আজ সবচেয়ে বড় সমস্যা। স্বাধীনতার পর থেকে ধর্ষণ প্রতিহত করিবার জন্য বহু আইন প্রণয়ন হইয়াছে। আবার সময়ে সময়ে সে আইন সংশোধিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার পরও ধর্ষণ বন্ধ হয় নাই। বরং যত দিন যাইতেছে ততই ধর্ষণের প্রবণতা বাড়িয়া চলিতেছে। সমাজতাত্ত্বিকদের মতে ধর্ষণকে শুধু সামাজিক ব্যাধি বলাটা মারাত্মক ভুল। এটি একটি মানসিক ব্যাধিও বটে ।সমাজের একাংশ মানুষ রুপী পশুদের বিকারগ্রস্থ মানসিকতার কারণেই তিন বছরের শিশুকন্যা থেকে ৮০ বছরের বৃদ্ধকেও প্রতি মুহূর্তে ধর্ষণের শিকার হইতে হইতেছে। তাহাদের পশু বলিলে সত্যিকার অর্থে পশুদেরকে অসম্মান করা হইবে। ছোট্ট পাহাড়ি রাজ্য ত্রিপুরায় ধর্ষণের ঘটনা নতুন নয়। গত কয়েক দশকের ইতিহাসের দিকে ফিরিয়া তাকাইলে দেখা যাইবে আমাদের রাজ্যে অসংখ্য ধর্ষণের ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। অথচ আমরা প্রতিনিয়তই বলিয়া থাকি নারীরা মা, নারীরা বোন, নারীরা স্ত্রী,-কন্যা, নারীরা শিক্ষক ।সমাজের প্রতিটি স্তরে নারীরা আজ প্রতিষ্ঠিত। তথাপি আজও নারীরা নিরাপদ নন। জীবনের প্রতিটি স্তরে নারীরা আজও আশঙ্কিত। তিলে তিলে গড়িয়া ওঠা আস্থা-বিশ্বাস মুহূর্তে ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায়। আমরা যখন লক্ষ্য করি ঘরের মানুষ ,কাছের মানুষ ,খুবই পরিচিত মুখগুলো হিংস্র হায়েনার মতো লাফাইয়া উঠিয়া নারীদের উপর হিংস্র আচরণ করিয়া থাকে তখন সত্যিকার অর্থেই পুরুষদের প্রতি নারীদের আস্থা বিশ্বাস থাকিবে কি? আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় এই প্রশ্নই সবচেয়ে বড় হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রশ্নের জবাব মিলবে কি?

স্থানীয় পর্যটকদের জন্য তিনটি পর্যটনস্থল খুলবে মেঘালয় সরকার

শিলং, ২৯ আগস্ট (হি.স.) : রাজ্যবাসীর জন্য তিনটি পর্যটনস্থল খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেঘালয় সরকারঊ আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে ওয়ার্ড''স লেক, এলিফ্যান্ট ফলসএবং লুম নেহরু পার্ক পরীক্ষামূলকভাবে স্থানীয় পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হবেঊ

মেঘালয় মন্ত্রিসভার সদস্য এএল হেক বলেন, পর্যালোচনা বৈঠকে তিনটি পর্যটনস্থল খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছেঊ তিনি বলেন, আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে ওয়ার্ড''স লেক, এলিফ্যান্ট ফলসএবং লুম নেহরু পার্ক, ওই তিনটি পর্যটনস্থলে স্বাস্থ্যবিধি কঠোরভাবে পালন করতে হবেঊ তাঁর কথায়, পর্যটন কমিটির সুপারিশে এবং পর্যটনকে সুযোগ দেওয়ার লক্ষ্যে মেঘালয় সরকার পরীক্ষামূলকভাবে ওই তিনটি পার্ক পুনরায় খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেঊ পূর্ব খাসিপাহাড় জেলা করোনায় মারাত্মকভাবে প্রভাবিতঊ তা সত্ত্বেও এই সাহসী সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়ে হেক বলেন, সরকার মনে করেছে এখন এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিতঊ তাতে মানুষের চলাফেরায় বিধিনিষেধ শিথিল করা যাবেঊ

নিজেদের ভাবনার মধ্যে সংবিধানকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, আহ্বান সোনিয়া গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট (হি. স.): ভবন নির্মাণ করে নয়। ভাবনা দিয়ে বাঁচাতে হবে সংবিধানকে। শনিবার ছত্রিশগড়ে নয়া রায়পুরে বিধানসভা ভবনের নির্মাণের জন্য ভূমি পূজার পর এক ভিডিও বিবৃতিতে এই কথা জানিয়েছেন কংগ্রেসের সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী।

নিজের ভিডিও বার্তায় সোনিয়া গান্ধী জানিয়েছেন, বিগত সময় ধরে এখনও পর্যন্ত গণতন্ত্রের সামনে অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এর জেরে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি দুর্বল হয়ে পড়েছে। গণতন্ত্রের ওপর স্বৈরতন্ত্রের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে।সংসদ এবং বিধানসভা আমাদের গণতন্ত্রের পবিত্র মন্দির।এই মন্দিরেই সংবিধান রক্ষিত হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই ভবন দিয়ে নয় আমাদের ভাবনার মধ্যে সংবিধান বেঁচে থাকবে।এই ভবনগুলিতে দূষিত ও ভ্রান্ত ধারণার প্রবেশ রুখতে হবে। আর তখনই আমাদের সংবিধান রক্ষিত হবে। ১৫ বছরের সুদীর্ঘ সময় পরে ছত্রিশগড়ে কংগ্রেস ক্ষমতায় এসেছে। রাজ্যের গত বিধানসভা নির্বাচনে যে ফল হয়েছে তাতে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে দিশা এবং আদর্শহীন সরকার কখনো জনহিতে জন্য কাজ করতে পারে না। রাজ্যের বর্তমান কংগ্রেস সরকার যে সব দিকেই কাজ করে তার ওপর আলোকপাত করেছেন সোনিয়া গান্ধী।

লালমুখো বাঁদর এর উৎপাত গঙ্গাজলঘাটিতে

বাঁকুড়া, ২৯ আগস্ট (হি. স.) : লালমুখো বাঁদরের উৎপাতে অতিষ্ঠ গঙ্গাজলঘাটিৰ দেউলী গ্রামের অধিবাসীরা। সম্প্রতি দেউলী গ্রামে এক লালমুখো বাঁদর আগমন ঘটে। গঙ্গাজলঘাটির বিভিন্ন গ্রামে বাঁদরের উৎপাত লেগেই আছে ।জঙ্গলের খাবার না পেয়ে এইসব বাঁদরেরা লোকালয় হানা দিচ্ছে। গৃহস্থ বাড়িতে ঢুকে খাবার চুরি করা থেকে শুরু করে গাছের ফল পেড়ে খাওয়া নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এটা সাধারণ মানুষ মেনেও নিয়েছেন কিন্তু এই লালমুখো বাঁদর এর আগমন এবং তার দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে গ্রামের অধিবাসীরা। গ্রামবাসীদের অনুমান এই বাঁদরটি কোনও মাদারির হাত থেকে পালিয়ে এসেছে।

রাজনৈতিক করবেন না তো কী করবেন রাজনৈতিক মানুষেরা !

বরুণ দাস

করোনাকাণ্ডের পর থেকেই অনেকেই আফশোস করে প্রায়ই পোনে বলেন, দেখুন না, এই ভয়ানক পরিস্থিতির মধ্যে ও শাসকদল (কেন্দ্র এবং রাজ্য) কিম্বা বিরোধীরা কেমন 'রাজনীতি' করছেন? বলুন তো, আগে মানুষ, না আগে রাজনীতি? জীবনই যেখানে বিপন্ন এবং বিপর্যস্ত, মানুষের বেঁচে থাকার প্রশ্নই যেখানে এমন নড়বড়ে,সেখানে এঁদের 'রাজনৈতি' আসে কীভাবে? রাজনীতিকেরা কি মানুষ নয়? মানুষ নিয়েই যাঁদের যাবতীয় কাজকারবার, তাঁরা কী করে এমন না মানুষের মতো আচরণ করেন, ভেবে পাই না।

এমন অভিযোগ অবসরপ্রাপ্ত এক প্রবীণ প্রধান শিক্ষক ও সমাজকর্মীরা। দূরভাষে করোনা উদ্বেগের পাশাপাশি তিনি প্রতিবারই রাজনীতিকদের 'রাজনীতি' সংক্রন্ত আচরণ নিয়ে তাঁর চূড়ান্ত বিরক্তির কথা এই অধমকে জানান। দলমত নির্বিশেষে তিনি এমন গভীর সঙ্কটকালেও ভোট-রাজনীতির বিরোধিতা করে নিজের ব্যক্তি অসন্তোষের কথা ব্যক্ত করেন। এই অনিবার্য বিরক্তি, এই উদ্বিগ্নতা যে শুধু উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা সদরের এই প্রাজ্ঞা ও প্রবীণ বাসিন্দার একারই, তা কিন্তু নয়। এটা অনেকের মধ্যেই লক্ষ্য কার গেছে।

আপাদদৃষ্টিতে এই অভিযোগের কথাগুলো হয়ত -বা মোটেই মিথ্যে নয়। বেশ যুক্তিযুক্ত বলেই আমাদের মনে হয়। শুনতে অপ্রিয় লাগলেও একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, দলমত নির্বিশেষে রাজনীতিকদের ওপর সিংহভাগ সাধারণ মানুষেরই দৃষ্টিভঙ্গি খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়। অন্যদিকে রাজনৈতিকেরাও যে একথা মোটেই জানেন না, তাও নয়। কারণ সব মতবাদের রাজনীতির মূলেই কিন্তু মানুষ। মানুষ নিয়েই যাঁদের সবসময় ওঠাবসা, তাঁরা মানুষের মনোভাব জানবেন না, তা কী করে হয়।

বলা বাহুল্য ওপরের কথাগুলো কোনো ব্যক্তিবিশেষের (একজন বা দু'জন ব্যক্তির) হলেও এমন প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন কিন্তু আমাদের অনেকরেই মনে জাগে। কেউ হয়ত বলতে পারেন, কেউ-বা বলতে পারেন না। কিম্বা বলার মতো নির্ভরযোগ্য মানুষ পান না। ফলে মনের কথা মনের মধ্যেই জমিয়ে রাখেন। উগরে দেওয়ার মতো কাউকে পান না বলে। আগে পাড়ার চায়ের দোকানে, বাসে, ট্রেনে, অফিসকাছাড়িতে কিম্বা বিকেলে পার্ক-ময়দানে একসঙ্গে কিছু মানুষ জড়ো হলেই নিজেদের মনের কথা বলাবলি করতেন।

এখন অবশ্য সে সুযোগ একেবারেই নেই। কারোনা কাণ্ডের জেরে মাসের পর মাস রাজ্যজুড়ে লাগাতার লকডাউন, আললক পর্ব এবং পুনরায় লকডাউনে মানুষ গৃহবন্দি। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা কার্যত ব্যাহত। কারো সঙ্গে করো দেখাশোনা নেই। হাঁটাপথে থেকেও কেউ আর করোনা আতঙ্কে কারো বাড়ি যেতে একন আর বল-ভরসা পান না। অতি নিকটজন হলেও, ঝুঁকিও নেন না। আসলে সামাজিক দূরত্বের আড়ালে সন্দেহের দৃষ্টি আমাদের সাধারণ দৃষ্টিকে গ্রাস করে ফেলেছে। আপন-পর বিচার না করেই।

> ক্ষমতা বড় 'বষিম বস্তু' দীর্ঘ চৌত্রিশ বছরের একচ্ছত্র শাসক ক্ষমতা হারিয়ে একথা বেশ বুঝতে পেরেছে বাংলার সিপিএম। যাকে বলে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারা। কিন্তু বুঝতে পারলেও 'ফিরে আসা'র জন্য যে আত্মশুদ্ধি প্রয়োজন , তার ধারেকাছেও যায়নি তারা। মনে মনে ভাবছেন সহজেই বাজিমাত করে নবান্নে পা রাখবেন। কিন্তু এখন যাঁরা সেখানে বসে আছেন তাঁরা যে বিগত দিনের শাসকদের দেখানো পথেই শিকড় ছড়িয়ে দিয়েছে ন গ্রামপ্রধান বাংলায়, তা বুঝতে অপারগ সিপিএম নামক প্রাচীন দলটি।

পরস্পর যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম এখন ফোন। উন্নত ও আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে কারো সঙ্গে করো সরাসরি দেখাসাক্ষাৎ না হলেও ভিডিও কলের ফলে অবশ্য কথার সঙ্গে মুখ দেখাদেখি হচ্ছে। এটুকুই যা প্রাপ্তি। ফোনেই যে-যার মনের কথা উজাড় করে উগরে দেন। ফলে ফোনের উপযোগিতা ও আকর্ষণ আগের চেয়ে এখন অনেকটাই বেড়ে গেছে। এই প্রজন্মর অনেকেই আবার হোয়াটসঅ্যাপ কিম্বা মেসেঞ্জারও ব্যবহার করছেন। একমাত্র ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে চলছে একের সঙ্গে অপরের সংযোগ। বিকল্প কোনো পথ নেই। তাই মহার্ঘ্য মাধ্যম ফোনেই অনেকে রাজনীতি নিয়ে (পড়ুন রাজনৈতিক নোংরামি) তাঁদের তীব্র উষ্মার কথা ব্যক্ত করছিলেন। বিশেষ করে মাননীয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যখন দিল্লি থেকে ভার্চুয়াল নির্বাচনি সবা করছিলেন। দেশজুড়ে করোনা কাণ্ডে আপামর মানুষ যখন দিশেহারা, মাসের পর মাস রুজি-রোজগার পুরোপুরি বন্ধ, কেন্দ্রে বরাদ্দকৃত প্রতিমাসে বিনামূল্যে পাঁচ কেজি চাল (বিপিএল কার্ডহোলজার হলে রাজ্যের বরাদ্দ আরও পাঁচ কেজি)-এর ওফর বেঁচে থাকা, তখন নির্বাচনি দামামা বাজিয়ে দিলে কারই -বা রাগ না হয়।

যদিও সাধারণ মানুষের রাগ কিম্বা ক্ষোভের মূল্য কেই বা দেন। কিম্বা দেওয়ার সামান্য প্রয়োজন বোধ করেন। নির্বাচনের সময়টুকু ছাড়া যাঁদের কথা দলমত নির্বিশেষ কোনো রাজনীতিকেরাই ধর্তব্যের মধ্যেই আনেন না, তাঁদের আবার রাগ কিম্বা ক্ষোভ।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভার্চুয়াল নির্বাচনি সভার বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন বিজেপি বাদে এই রাজ্যের সব রাজনৈতিক দলগুলোই। সংবাদমাধ্যমে বিজেপির বিরুদ্ধে 'কড়া বিবৃতি' দিয়ে নিজেদের অকৃত্রিম 'জনদরদী' হিসেবে জাহির করার সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করতে চাননি এই রাজ্যের বিজেপি বিরোধী কোনো রাজনৈতিক দলই। যদিও ত্রাণের আড়ালে অনেক আগে থেকেই মাছে নেমে পড়েছিলেন সিপিএম নামক চতুর দলটি। সোশ্যাল মিডিয়ায় বিপন্ন ও বিপর্যস্ত 'মানুষের পাশে' থাকার লাগাতার প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা।

বিশেষ করে কলকাতা সংলগ্ন কোনো বস্তি ঝুপড়ি এলাকায় চাল, ডাল, আলু বিকরণ করার ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে লালঝাণ্ডা হাতে 'মানুষের পাশে' থাকার ক্রমাগত চড়া বার্তা দিয়ে চলেছেন তাঁরা। ' আমরাই একমাত্র তোমাদের ভরসা' এমন কিন্তু মজার বিষয় হল সাধারণ মানুষ রাজানীতিকদের মুখ ও মুখোশ তথা কাজকারবার সম্বন্ধে সম্যক অবগত হলেও, ভোটের সময় বুথের সামনে কিন্তু রোদে জলে পুড়ে ভিজে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়ান এবং পবিত্র গণতান্ত্রিক কর্তব্য সেরে হাসিমুখে বাড়ি ফেরেন। কথাটিই বলতে চান ২০১২২-তে রাজ্যের ক্ষমতাচ্যুত দলটি। মানুষকে ভুলিয়ে দিতে চান তাঁদের কুকর্মের দিকগুলো। কেন মানুষ তাঁদের ক্ষমতা থেকে তাড়িয়ে দিলেন, কেন তাঁদের ভোট ৪৪-৪৫ শতাংশ থেকে মাত্র ৭ শতাংশে নেমে এল, তার কোনো মূল্যায়নই করতে চান না তাঁরা।

বছর ঘুরলেই রাজ্য বিধাসভার নির্বাচন। ২০১১-র মে মাসে। সুতরাং 'জনদরী' হওয়ার প্রযোজন দেখা দিয়েছে। অতএব মানুষের পাশে থাকার জরুরি বার্তা দিতে হবে। করোনা ও আমফান সুযোগ এনে দিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলোকে। চাল, ডাল, আলু দিয়ে ভোট কেনার প্রথা অবশ্য এদেশে নতুন নয়। যে দেশে অভাব অনটন এত তীব্র, সেখানে সমান্য কিছুর বিনিময়েই গরিব ও নিঃশ্ব মানুষ নিজের ভোটটি সাহায্যকরীকে দিতে পিছপা নন। তাই অভাবকে টিকিয়ে রাখাটাও রাজনৈতিকদের কাছে ভীষণভাবেই প্রযোজন। যেন 'গিভ অ্যান্ড টেক' পলিসি। একেবারে চূড়ান্ত পেশাদারি পদক্ষেপ। এখন ত্রাণসামগ্রী দিচ্ছে বটে, নির্বাচনের সময় ভোটটি দিও কিন্তু বাপু। দলমত নির্বিশেষে রাজনীতিকরা ভালো করেই জানেন, মানুষের স্মৃতি বড়ই দুর্বল। দশ বছরের ব্যবধানে তাঁরা চৌত্রিশ বছরের কুকাজের কথা অনেকেই নিশ্চিত বুলে গেছেন। তাই 'ভাল কাজ' -এর কিছু নমুনা (পড়ুন কোলাজ) তুলে ধরছিলেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। কে আর এখন অজস্র কুকাজের সঙ্গে পাঁচ-দশটা 'ভালো কাজ' -এর তুলনা করে অপ্রিয় উত্তর দেবেন মাননীয় কমরেডদের।

বলা বাহুল্য, আজকের দিনে স্পষ্ট বা সত্য কথা বলে অপ্রিয় হতে চান না কেই। 'মেনে' আর 'মারিয়ে' নিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন অনেকেই। আসলে তর্ক বিতর্ক এড়িয়ে চলতে চান। ব্যতিক্রম অবশ্য দু'চারজন থাকেন। তাঁরাই অনেক সময় নানা নজির তুলে নিজেদের ক্ষোভের কথা উচ্চস্বরে বলার চেষ্টা করেন। তাঁরা বরাবরই সমাজে সংখ্যালঘু হওয়ায় গুরুত্ব পায় না তাঁদের ন্যায্য কথা। সাহস করে এগিয়ে আসেন না আশপাশের কেউ। ফলে ক্ষোভের জলে ঢেউ তুলেও মিলিয়ে যায় সেই ঢেউ। এই ট্র্যাডিশন চলে আসছে।

রাজ্যের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলটিই বা পিছিয়ে থাকবেন কেন? তাঁরাও তো রাজনীতিরই কারবারি। নির্বাচন নিয়ে তাঁদের তো ভাবতে হয়। টিকে থাকার লড়াইয়ে সামিল হতে হয়। কারণ ক্ষমতা দখল করাটা যেমন কঠিন, তার চেয়েও ধরে রাখাটা আরো বেশি কঠিন কাজ। নিন্দুকেরা বলেন, রেশন ও আমফানের ক্ষতিপুরণ নিয়ে অভিয়োগের যে বির উঠেছিল শাসকদলের বিরুদ্ধে, তার অনেকটাই সামলে নিতে পেরেছেন দলনেত্রী তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

ক্ষমতা বড় 'বষিম বস্তু' দীর্ঘ চৌত্রিশ বছরের একচ্ছত্র শাসক ক্ষমতা হারিয়ে একথা বেশ বুঝতে পেরেছে বাংলার সিপিএম। যাকে বলে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারা। কিন্তু বুঝতে পারলেও 'ফিরে আসা'র জন্য যে আত্মশুদ্ধি প্রয়োজন , তার ধারেকাছেও যায়নি তারা। মনে মনে ভাবছেন সহজেই বাজিমাত করে নবান্নে পা রাখবেন। কিন্তু এখন যাঁরা সেখানে বসে আছেন তাঁরা যে বিগত দিনের শাসকদের দেখানো পথেই শিকড় ছড়িয়ে দিয়েছে ন গ্রামপ্রধান বাংলায়, তা বুঝতে অপারগ সিপিএম নামক প্রাচীন দলটি।

গত একশে জুলাই শহিদ দিবসের ভার্চুয়াল সমাবেশে দলনেত্রী তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী খোদ কালীঘাটের বাড়ি থেকে কোনোরকম রাখঢাক নয়, সরাসরি নির্বাচনি বক্তব্য প্রচার করেছেন। বিজেপিকে হারিয়ে পুনরায় তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেসকে ফিরিয়ে আনার জোরালো আহ্বান জানিয়েছেন। 'গুজরাত নয়, বাংলার মানুষই বাংলাকে শাসক করবে'---এই ছিল তাঁর বক্তব্যের মূল কথা। একই সঙ্গে জানাতে ভোলেননি, তাঁর দল নবান্নে ফিরে এলে নির্বাচকমণ্ডলী কী কী 'সুবিধে' পাবেন। আগামী বছরের জুন পর্যন্ত পাবেন বিনামূল্যে রেশন। সমালোচকদের অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, জীবনের চেয়েও রাজনৈতিক বড়? করোনা আক্রান্ত রাজ্যবাসীর এই ঘোরতর দুর্দিনে নির্বাচনি প্রচার? আরো কয়েকটি মাস অন্তত সবুর করা গেল না? যে কাজের জন্য সারা দেশে প্রবলভাবেই নিন্দিত হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপির 'দক্ষ সংগঠক' বলে চিহ্নিত শ্রীযুক্ত অমিত শাহজি। সেই একই কাজ করলেন বাংলার শাসকদলের নেত্রী তথা মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু ফিরে আসতে হয় পুরনো কথায়। রাজনীতি করাই যাঁদের একমাত্র পেশা, তাঁরা রাজনীতি ছাড়া করবেনটাই -বা কী।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ভুল গল্প

সুকুমার রায়

রামবাবু লোকটি যেমন কৃপণ, তাঁর প্রতিবেশী বৃন্দাবনচন্দ্রে আবার তেমনি হাত খোলা। দু'জনের বহুকালের বন্ধুত্ব অথচ কি চেহারায় কি স্ববাব প্রকৃতিতে কোথাও দু'জনের মিল নেই। বৃন্দাবন বেঁটেখাটো গোলগাল গাছের মানুষর, তাঁর মাথা ভরা টাক, গোঁফ-দাড়ি সব কামানো। ছাপ্পান্ন বছর অতি প্রশংসার সঙ্গে রেজিস্ট্রি অফিসে চাকরি করে শেষদিকে তাঁর খুব পদোন্নতি হয়েছিল, এখন ষাট বছর বয়সে তিনি সবেমাত্র পেনসন নিয়ে বিশ্রাম করছেন। তিন, তাঁর গিন্নি, আর এক বুড়ো জ্যেঠামশাই, এ ছাড়া ত্রসংসারে তাঁর আর কেউ নেই। জ্যেঠামশাই বিষেটিয়ে করেননি, বৃন্দাবনের সঙ্গেই থাকেন। রামপ্রসাদ সান্যাল লোকটি ছিপছিপে লম্বা; পোস্টমাস্টার প্রাণশঙ্কর ঘোষ ছাড়া তেমন ঢ্যাঙা লোক সে পাড়াতে আর খুঁজে পাবে না। এক অক্ষর ইংরাজি জানেন না, কিন্তু মার্বেল পাথর আর পাটের তেলের ব্যবসা করে তিনি প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি করেছেন, দেশে জমিদারী কিনেছেন আর নানারকম কারখানার অংশীদার হয়ে বসেছেন। তাঁর আটটি ছেলে কিন্তু মেয়ে একটিও হল না বলে তাঁর ভারি দুঃখ। প্রকাণ্ড কপাল, তার উপর একরাশ চুল, মুখে লম্বা লম্বা দাড়ি আর চোখে হাল-ফ্যাশানের ফ্রেম-চাড়া চশমা, কানের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই কেবল নাকের উপর স্প্রিং দিয়ে এঁটে বসানো। মোট কথা, দেখলেই বোঝা যায় যে মানুষটি কম কেউকেটা নন।

প্রতিদিন সন্ধ্যা হতেই পাড়ার মাতব্বর বাবুরা সবাই রামবাবুর বৈঠকখানা ঘরে এসে জোটেন, আর পান-তামাক-চা বিস্কুট, সন্দেশ ইত্যাদির সঙ্গে খুব হাসি-তামাসা গল্প গুজব চলতে থাকে। বৈঠকখানা ঘরটি বেশ বড়, মেঝের উপর প্রকাণ্ড ফরাশ পাতা, তার উপর কতকগুলো মোটাসোটা তাকিয়ে আর রঙচঙে হাত পাখা এদিকে ওদেক ছড়ানো। তাছাড়া ঘরের মধ্যে কোথাও চেয়ার টেবিল বা কোনোরমক আসবাবপত্র একেবারেই নেই।

পোস্টমাস্টার বাবু, হরিহর ডাক্তার, যতীশ রায় হেডমাস্টার, ইনস্পেকটার বাঁড়ুয্যে প্রভৃতি অনেকেই সেখানে প্রায় প্রতিদিন আসেন। বৃন্দাবন বসু বড় লাজুক লোক প্রথম প্রথম সেদিকে বড় একটা ঘেঁষতেন না। সে পাড়ায় তিনি সবে নতুন এসেছেন কারও সঙ্গে আলাপ পরিচয় নেই, খালি পোস্টামাস্টারবাবুর সঙ্গে একটু জানাশোনা। যা হোক, পোস্টমাস্টারবাবু নাছোড়বান্দা লোক, তিনি বড়দিনের ছুটির মধ্যে এখ রবিবার একরম জোর করেই তাঁকে রামবাবুর বাড়ি নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন। প্রথমদিনের পরিচয়েই দু'জনের আলাপ এমন জমে উঠল যে তারপর থেকে রামবাবুর বৈঠকে যাওয়ার জন্য বৃন্দাবনচন্দ্রকে আর কোনো তাগিদ দেওয়ার দরকার হত না।

এই ঘটনার সাতদিন পরে একদিন রামবাবুর বৈঠক খুব জমেছে। মানুষকে চিনতে না পারার দরুণ কত সময় কত অদ্ভুত বুল হয়, তাই নিয়ে বেশ কথাবার্তা চলছে। হরিহরবাবু বললেন, আমি একবার যা ফ্যাসাদে পড়েছিলাম, সে বোধহয় আপনাদের বলিনি। সে প্রায় বিশ বছরের কথা। একদিন সন্ধ্যার সময় খাওয়া দাওয়া সেরে একটু শিগ্‌গির ঘুমব ভাবছি, এমন সময়ে আমার ডিসপেনসারির চাকরটা এসে খবর দিল, প্রথমবাবু এসেছেন। প্রথম মিত্তির তখন তার মাথার ব্যারামের জন্য আমাকে দিয়ে চিকিৎসা করাত। সেদিন কথা ছিল, আমি তার জন্য একটা মিকস্‌চার তৈরি করিয়ে রাখব, সে সন্ধ্যার সময় সেটা নিযে যাবে। তাই চাকর এসে খবর দিতেই আমি ওষুধের শিশিটা তার হাতে দিয়ে সেই সঙ্গে একটা কাগজে লিখে দিলাম। 'ওষুধটা এখুনি এক দাগ খাবেন। দুর্বল মস্তিষ্কের পক্ষে কোনোরকম মানসিক পরিশ্রম বা উত্তেজনা ভালো নয়, এ-কথা সর্বদা মনে রাখবেন। তাহলেই আপনার মাথার ব্যারাম শিগ্‌গির সারবে। মিনিট কানেক যেতে না যেতেই চাকরটা ঘুরে এসে খবর দিল যে বাবুটি চিঠি পড়ে বেজায় খাপ্পা হয়েছেন এবং দাওয়াইদের শিশিটি ভেঙে আমায় গলা দিতে দিতে প্রস্থান করেছেন । শুনে তো আমার চবুস্থির! যা হোক, ব্যাপারটা পিরস্কার হতে বেশি দেরি হল না। একটু সন্ধান করতেই বোঝা গেল, যে লোকটি মোটেই প্রথম মিত্তির নন, আমারই মামাশ্বশুর, বাঁশবেড়ের প্রথম নন্দী। যেরকম বদমেজাজী লোক সেই রাত্রেই আমায় ছুটতে হলে বুড়োর তোয়াজা করবার জন্য। বুড়ো কি সহজে ঠঅণ্ডা হয়। তাঁকে অপমান করা, বা তাঁর সঙ্গে ইয়ার্কি করা যে আমার মোটেই অভিপ্রায় ছিল না এবং ওষুধটা কিম্বা চিঠিটা যে তাঁর জন্য দেওয়া হয়নি, এই সহজ কথাটি তাঁর মাথায় ঢোকাতে প্রায় দুই ঘণ্টা সময় লেগেছিল। এদিকে বাসায় ফিরে শুনি প্রথম মিত্তির এসে তার ওষুধ তৈরি না পেয়ে খুব বিরক্ত হয়ে চলে গেছে। পরদিন সকালে আবার তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করি।

এই গল্প শুনে ইনস্পেকটারবাবু বললেন, আপনার তো মশাই অল্পের উপর দিয়ে গেল, আমার ঐ রকম একটা বুলের দরুন চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়েছিল। সেও বহু দিনের কথা, তখন আমি সবমোত্র পুলিশের চাকরি নিয়েছি। ঘোষপুরের বাজার নিয়ে সে সময়ে সুদাস মাশুলের সঙ্গে রায়বাবুদের খুব ঝগড়া চলছে। এখদিন বিকেলে খবর পাওয়া গেল, আজ সন্ধ্যার পর সুদাস লাঠিযাল নিয়ে বাজার দখল করতে আসবে। ইনস্পেকটার যোগীনবাবুর হুকুমে আমি ছয়জন কনস্টেবল নিয়ে সন্ধ্যার কাছাকাছি ঘোষপুরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না;সন্ধ্যার একটু পরেই দেখলাম নদীর দিকত থেকে কিসের আলো আসছে। মনে হচ্ছে কারা যেন কাঁঠালতলায় বসে বিশ্রাম করছে। ব্যাপার কি দেখবার জন্য আমি খুব সাবদানে একটা ঝোপের আড়াল পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম। গিয়ে দেখি একটা মশালের ঝপসা আলোয় লাটি হাতে কয়েকটা লোক বসে আছে, আর এক পালকির আড়ালে দুজন লোক কথাবার্তা বলছে। কান পেতে শুনলাম একজন বলল, সুদাসদা, কতদূর এলাম? উত্তর হল, এই তো ঘোষপুরের বাজার দেখা যাচ্ছে। অম্নি আর কথা নেই। অমি জোরে শিস্ দিতেই সঙ্গের পুলিশগুলো মার মার করে তেড়ে এসেছে। পুলিশের সাড়া পাবামাত্র সুদাসের লোকগুলো বাপরে মারে করে কে যে কোথায় সরে পড়ল তা আর ধরতেই পারা গেল না। কিন্তু পালকির কাছে যে দুটো লোক ছিল, তারা খুব সহজেই ধরা পড়ে গেল। তাদের একজনের বয়েস অল্প, চেহারাটা গোঁয়ারগোবিন্দ গোছের বুঝলাম এই সুদাস মণ্ডল। সে আমায় তেড়ে কি যেন বলতে উঠেছিলেন, আমি এক ধমক লাগিয়ে বললাম, হাতে হাতে ধরা পড়েছ বাপু, এখন রোক করে কোনো লাভ নেই, কিছু বলবার থাকে তো থানায় গিয়ে বলো।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শনিবার আগরতলায় সিপিএম কর্মকর্তারা ডেপুটেশনে মিলিত হন। ছবি- নিজস্ব।

মেজর ধ্যানচাঁদের জন্মদিনকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট ফুটবল রেফারি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের

করিমগঞ্জ (অসম), ২৯ আগস্ট (হি.স.) : কিংবদন্তি হকি খেলোয়াড় তথা হকির জাদুকর বলে পরিচিত মেজর ধ্যানচাঁদের জন্মদিনকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করল করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট ফুটবল রেফারি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। ২৯ আগস্ট জাতীয় ক্রীড়া দিবস উপলক্ষ্যে করিমগঞ্জের জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যালয়ে সুখময় পাল স্মৃতি ভবনে করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট ফুটবল রেফারি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এক সেমিনারের আয়োজন করে। সেমিনারে উপস্থিত ফুটবল রেফারিরা প্রথমেই হকির জাদুকর মেজর ধ্যাঁনচাদের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য ও মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরবর্তীতে ধ্যানচাঁদের জীবনের উপর এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভাও হয়।

আলোচনা সভায় প্রত্যেক বক্তা ধ্যানচাঁদের বর্ণময় খেলোয়ার জীবনের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য দিক নিয়ে আলোকপাত করে বলেন, হকির জাদুকর ধ্যানচাঁদ প্রতিটি ভারতবাসীর হৃদয় জুড়ে রয়েছেন। যাঁর হকি স্টিকের জাদু কখনও ভুলে যাওয়ার নয়। সারা দিন কাজের শেষে রাতের বেলা প্র্যাকটিস করতেন ধ্যাঁনচাদ। সেজন্য তাঁর বন্ধুরা তাঁকে "চাঁদ" নামে ডাকতে শুরু করে। সেই থেকেই ধ্যানচাঁদ নামে পরিচিত হন তিনি।

বক্তারা বলেন, ১৯২২ থেকে ১৯২৬ সাল, এই পাঁচ বছর সেনার হয়ে দেশের বিভিন্ন হকি প্রতিযোগিতায় দুর্দান্ত খেলতে থাকেন। ধ্যানচাঁদের অসাধারণ শৈল্পিক খেলায় প্রভাবিত হয়ে নিউজিল্যান্ড সফরে যাওয়া সেনার দলে ডাক আসে। সেখানে ২১টি খেলায় দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে ১৮টি ম্যাচে জয় পায় সেনা দল। প্রত্যেকটি ম্যাচেই ধ্যানচাঁদের পারফরম্যান্স ছিল অসাধারণ। মূলত ধ্যানচাঁদের প্রতিটি ম্যাচে অসাধারণ শৈল্পিক খেলায় নিউজিল্যান্ড দল কোনঠাসা হয়ে যায়। বিদেশে ভালো পারফরমেন্সের জন্য দেশে ফিরতেই ভারতীয় সেনায় ল্যান্সনায়েক পদে পদোন্নতি হয় ধ্যানচাঁদের। ১৯৫২ সালে পদ্মভূষণ সম্মানেও ভূষিত করা হয় হকির জাদুকর মেজর ধ্যানচাঁদকে।

এদিকে আজকের করিমগঞ্জ ডিস্ট্রক্ট ফুটবল রেফারি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সেমিনারে ফুটবলের বিভিন্ন নিয়ম কানুন নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা হয়। ফেডারেশন অব ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন সংক্ষেপে ফিফা-র নির্ধারিত ফুটবল খেলার বিভিন্ন নতুন নিয়ম কানুন কীভাবে পালন করা হবে, এ নিয়ে সেমিনারে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়।

সামনেই ফুটবলের মরশুম। তাই আগামী মরশুম থেকেই ফিফা নির্ধারিত নতুন নিয়ম কানুন লাগু হবে। সে বিষয়ে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করতেই করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট ফুটবল রেফারি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এই সেমিনারের আয়োজন করেছে।

আজকের এই সেমিনারে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করেন অ্যাসোসিয়েশনের জেলা সভাপতি মৃণালকান্তি দাস, সহ-সভাপতি প্রদীপ দেব, সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব দাস, সহকারী সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস চুতিয়া, কোষাধ্যক্ষ সুরজিত মালাকার। উপস্থিত ছিলেন কিশোর দাস, সৌমিত্র দাস, অলক দাস, আমিরুল হুসেন, আব্দুল আহাদ, জিশু দাস, অনুপ চন্দ, প্রণব রায় ও বিনয় দে।

হাইলাকান্দির ধলাই বাগানে উন্নয়ন স্তব্ধ, প্রত্যেক প্রকল্পে সীমাহীন দুর্নীতির অভিযোগ বিশ্বহিন্দু পরিষদের, তদন্ত দাবি

হাইলাকান্দি (অসম), ২৯ আগস্ট (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলার অন্তর্গত ধলাই বাগান পঞ্চায়েত (জিপি)-এ প্রতিটি প্রকল্পের কাজে লাগামহীন দুর্নীতির অভিযোগ এনে প্রতিবাদে সোচ্চার হলেন বিশ্বহিন্দু পরিষদের স্থানীয় কার্যকর্তারা। এই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সংগঠিত সীমাহীন দুর্নীতির জন্য জেলার বিজেপি নেতাদের ওপর ক্ষুব্ধ বিশ্বহিন্দু পরিষদের কর্মকর্তারা। চতুর্দশ অর্থ কমিশন, স্বচ্ছ শৌচালয়, রাস্তাঘাট, পানীয় জল, মনরেগার কাজ প্রভৃতি কাজে চলছে অবাধ দুর্নীতি। বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলেও হিন্দু এলাকায় উন্নয়নের নাম-গন্ধ নেই চা বাগান এলাকায়। ফলে ধলাই বাগান জিপি এলাকার জন্য বরাদ্দকৃত সব কয়টি সরকারি প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নে কার্যত চলছে হরির লুট। তাই সীমাহীন দুর্নীতির প্রেক্ষিতে প্রতিটি প্রকল্পের উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত করতে জোরালো দাবি তুলেছেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ধলাই বাগানের কর্মকর্তারা।

বিগত নির্বাচনের আগে ধলাই বাগানে এসে বিজেপির কর্মী নেতারা গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তখন নেতারা বাগানের সার্বিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমানে শৌচাগার, রাস্তা নির্মাণ, কমিউনিটি হল-এর কাজ, চতুর্দশ অর্থ কমিশনের প্রকল্পগুলি থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে ধলাই বাগানের জনগণকে। বিজেপি স্লোগান দিয়ে বলেছিল সব-কা সাথ সব-কা বিকাশ করা হবে। কিন্তু ধলাই বাগানের ক্ষেত্রে সব-কা সাথ সব-কা বিকাশের বদলে আপনা বিকাশ করছেন জিপি সভাপতি, সচিব ও ইঞ্জিনিয়ার সহ ব্লকের কর্মীরা।

বিশ্বহিন্দু পরিষদের স্থানীয় ক্ষুব্ধ নেতারা জানান, বিজেপি কংগ্রেসের তুলনায় বেশি দুর্নীতি করছে। একমাত্র নরেন্দ্র মোদী, সর্বানন্দ সনোয়াল, হিমন্তবিশ্ব শর্মা ছাড়া বিজেপির বাকি সব নেতা কংগ্রেসের ভ্রষ্টাচারী নেতাদের তুলনায় আরও কয়েকগুণ বেশি দুর্নীতিপরায়ণ। হাইলাকান্দির বর্তমান বিজেপি নেতাদের চেয়ে অধিকতর বেশি কাজের লোক ছিলেন গৌতম রায়। এভাবেই শ্রমিক যুবনেতারা শাসক দলের নেতাদের বিরুদ্ধে তাঁদের ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন।

তাঁরা বলেন, প্রত্যেক কাজের সূচনালগ্নে প্রকল্পের তথ্যসমেত সাইনবোর্ড লাগানো বাধ্যতামূলক হলেও দক্ষিণ হাইলাকান্দির ধলাই বাগান গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এ-সব প্রয়োগ হচ্ছে না। জিপির ৩ নম্বর ওয়ার্ডের ৩ লক্ষ টাকার একটি কমিউনিটি হল-এর কাজে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন করছেন স্থানীয় জনগণ।

বিশ্বহিন্দু পরিষদের কাটলিছড়া প্রখণ্ডের সহ সংযোজক তথা ধলাই বাগানের বাসিন্দা কিষণ নন্দি বিজেপি সরকারের আমলে জিপি এলাকায় সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন। তিনি বলেন ধলাই বাগান জিপির গ্রামগুলোতে উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। ধলাই বাগানে সরকারি কাজে সংগঠিত দুর্নীতির বিষয়ে বিজেপির জেলা নেতৃত্বকে অবগত করালেও কোনও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ করেন বিশ্বহিন্দু পরিষথের কিষাণ নন্দি, পিন্টু রী, কৈলাস মুড়া, বাবুল রী, উমাশঙ্কর বিন, চন্দ্রশেখর বিন সহ অন্যান্যরা।

বিজেপি-ফেসবুক আঁতাতের অভিযোগ তুলে জুকারবার্গকে ফের চিঠি কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট (হি. স.): বিজেপির সঙ্গে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপে আতাত নিয়ে সরব দেশের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য মার্ক জুকারবার্গকের কাছে চিঠি লিখে আবেদন জানিয়েছে কংগ্রেস। জুকারবার্গকে দেওয়া আগে চিঠির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে কংগ্রেস জানিয়েছেন যে আগে চিঠিতে তদন্তের আবেদন করা হয়েছিল। সেই প্রক্রিয়া এখন কোন পর্যায়ে রয়েছে।

জানা গিয়েছে এই চিঠিতে লিখেছেন কংগ্রেস নেতা কে সি বেনুগোপাল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ালস্ট্রিট জার্নাল পত্রিকা হেট স্পিচ নিয়ে লেখা প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে ফেসবুকের সঙ্গে বিজেপির আঁতাতের অভিযোগ তুলেছে কংগ্রেস। কংগ্রেসের দাবি সেই প্রতিবেদনে ভ্রান্ত খবরকে গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করা সহ একাধিক অভিযোগ ফেসবুকের বিরুদ্ধে উঠেছে। একই ইস্যুতে এদিন টুইট করে সরব হয়েছেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী।

রাশিয়ার আয়োজিত আন্তর্জাতিক সামরিক মহড়ায় অংশগ্রহণ করবে না ভারত

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট (হি. স.): রাশিয়ায় আয়োজিত আন্তর্জাতিক সামরিক মহড়ায় অংশগ্রহণ করবে না ভারত। পূর্ব লাদাখে চিনা আগ্রাসন এবং কাশ্মীর সীমান্তে পাকিস্তানের একাধিকবার সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘনের কারণে এমন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে দেশের প্রতিরক্ষা এবং বিদেশমন্ত্রক। পাশাপাশি গোটা বিশ্বজুড়ে করোনা সংক্রমণ যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছে তা নিয়েও আশঙ্কা প্রকাশ করেছে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রক।

এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই সামরিক মহড়ায় অংশগ্রহণ করবে চিন এবং পাকিস্তান। দক্ষিণ রাশিয়ার অস্ত্রাখানে ১৫ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে এই সামরিক মহড়া বা যুদ্ধ অভ্যাসের আয়োজন করা হবে।দি সাংহাই কর্পোরেশন অর্গানাইজেশনের সদস্যভুক্ত দেশগুলি যেমন চিন, রাশিয়া, পাকিস্তান, কাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান, কিরঘিস্থান সহ ১১ টি দেশ অংশগ্রহণ করবে। এমনকি এবারের যুদ্ধ অভ্যাসে মিশর, বেলারুশ, তুর্কি মত দেশগুলির অংশগ্রহণ করার কথা। এতগুলি দেশের সব মিলিয়ে ১২৫০০ সামরিক কর্মী অংশগ্রহণ করবে। এতে যোগ দেওয়ার জন্য ভারতকে তিন বাহিনীর থেকে ২০০ জওয়ানকে নিয়ে আসার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।আমন্ত্রণ জানিয়েছিল আয়োজক রাষ্ট্র রাশিয়া।শনিবার এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে বৈঠকে বসেন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এবং চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াত।

বর্তমান পরিস্থিতিতে পূর্ব লাদাখে চিনা আগ্রাসনের বিষয়টি আলোচনায় উঠে আসে। পরে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে এই যুদ্ধ অভ্যাসে অংশগ্রহণ করবে না ভারত। কিন্তু এই গোষ্ঠী ভুক্ত দেশগুলির প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের বৈঠকে যোগ দিতে রাশিয়া উড়ে যাবেন ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।তার যাওয়া নিয়ে কোনো সংশয় নেই। প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে ৪ থেকে ৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। ওই সম্মেলনের ফাঁকে চিনা প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে রাজনাথ সিংহের বৈঠক হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

সুড়ঙ্গ তৈরি করে অনুপ্রবেশের চেষ্টা পাকিস্তান মদতপুষ্ট জঙ্গিদের

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট (হি. স.): জম্মু ও কাশ্মীর সীমান্ত লাগোয়া সাম্বা সেক্টরে গোপন সুড়ঙ্গের হদিশ পেল ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। মনে করা হচ্ছে এই সুড়ঙ্গ তৈরি করে পাকিস্তান মদতপুষ্ট জঙ্গিদের ভারতীয় ভূখণ্ডের প্রবেশ করানোর জন্য তৈরি করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তের পর প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে এই সুড়ঙ্গ সাম্বা থেকে শুরু হয়ে সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানি গিয়ে শেষ হয়েছে। বিএসএফের আইজি এন এস জামওয়াল জানিয়েছেন তল্লাশি অভিযান চালানোর সময় জওয়ানরা এই সুড়ঙ্গের হদিশ পান। এই সুড়ঙ্গ ১৫০ মিটার লম্বা।এটি পাকিস্তান থেকে শুরু হয় ভারতের সাম্বায় শেষ হয়েছে।সুড়ঙ্গের ব্যাসার্ধ ৩.৪ ফুট। যে সিমেন্টের বস্তা দিয়ে সুড়ঙ্গের মুখটিকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল তাতে করাচির লেভেল লাগানো আছে। তদন্ত করে দেখা হচ্ছে এটি কতটা পুরনো।প্রসঙ্গত এর আগে সুড়ঙ্গের হদিশ পেয়েছিল বিএসএফ।

কোভিড-১৯ সংক্রমিত ডিমা হাসাওয়ের বিধায়ক বীরভদ্র হাগজার

হাফলং (অসম), ২৯ আগস্ট (হি.স.) : কোভিড-১৯ সংক্রমণে আক্রান্ত হয়েছেন ডিমা হাসাও জেলার বিধায়ক বীরভদ্র হাগজার। গুয়াহাটিতে বিধায়ক বীরভদ্র হাগজারের দেহে কভিড ১৯-এর উপস্থিতি ধরা পড়েছে। বর্তমানে বীরভদ্র হাগজার গুয়াহাটিতে নিজের আবাসে আইসোলেশনে রয়েছেন। তিনি সুস্থ বলে জানা গিয়েছে।

এদিকে ডিমা হাসাও জেলায় কোভিড ১৯ সংক্রমণে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪২০ জনে। রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে ডিমা হাসাওয়ে কোভিড ১৯-এ আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি হচ্ছে। তবে ডিমা হাসাও জেলায় কোভিড ১৯-এ আক্রান্ত ৪২০ জন রোগীর মধ্যে ইতিমধ্যে ২৯০ রোগী সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। বর্তমানে হাফলং সরকারি হাসপাতালের কোভিড ওয়ার্ডে ৬৮ জন রোগী চিকিৎসাধীন হওয়ার পাশাপাশি জেলার বাইরে ৬২ জন রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

রাজ্যের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও অরুন্ধতী প্রকল্পের সুবিধাবলির গুচ্ছ ঘোষণা অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের

গুয়াহাটি, ২৯ আগস্ট (হি.স.) : রাজ্যের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং অরুন্ধতী প্রকল্পের সুবিধাবলি সম্পর্কে গুচ্ছ ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। শনিবার জনতা ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করে অসমের অর্থ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা দফতরের মন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা রাজ্যের ৮ হাজার নামঘরকে ২.৫০ লক্ষ টাকার অনুদান প্রদানের কথা ঘোষণা করেন। অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে এই টাকা রিলিজ করা হবে বলে জানান তিনি। এছাড়া রাজ্যের ৩৭৭টি অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে ১০ লক্ষ টাকা করে অনুদানের অনুমোদন জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী ড় শর্মা। মন্ত্রী জানান, রাজ্যের প্রত্যেক জেলায় ৫৫টি করে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে এই প্রকল্পের মাধ্যমে ১০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হবে। এদিকে অরুন্ধতী প্রকল্পের বিষয়েও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা ঘোষণা করেন মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

মন্ত্রী ড় শর্মা বলেন, অরুন্ধতী প্রকল্পে শুধু বিয়ে হয়ে গেলেই মেয়েরা সোনা পাবে না। বিয়ের রেজিস্ট্রেশনকৃত কনেরা শুধু অরুন্ধতী প্রকল্পের অধীনে এই সুবিধা লাভ করতে পারবেন। গত বছর রেজিস্ট্রেশনকৃত সুবিধাভোগীরা সোনার পরিবর্তে নগদ ৩০ হাজার টাকা করে পেযেছিলেন। চলতি বছর এ ধরনের সুবিধাভোগীরা ৪০ হাজার টাকা করে পাবেন। মন্ত্রী শর্মার ব্যাখ্যা, অরুন্ধতী প্রকল্পে প্রায় ১ লক্ষ সুবিধাভোগী মনোনয়নের লক্ষ্যমাত্রা ছয়ের পাতায়

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝিতে অসমে পরীক্ষামূলক চালু হবে শিক্ষা প্রক্রিয়া, ১২ সেপ্টেম্বর স্টারপ্রাপ্তদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢুকবে ২০ হাজার, জানান শিক্ষামন্ত্রী

গুয়াহাটি, ২৯ আগস্ট (হি.স.) : আগামী সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝিতে রাজ্যের স্কুল কলেজে অনানুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আজ শনিবার জনতা ভবনে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা জানান শিক্ষামন্ত্রী ড় শর্মা। একই সাংবাদিক সম্মেলনে আগামী ১২ সেপ্টেম্বর মেট্রিকে স্টারপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের ২০ হাজার টাকা করে তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী।

শিক্ষামন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব সাংবাদিকদের জানান, আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কোভিড টেস্টের সময় সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিদ্যালয়সমূহ সেনিটাইজ করতে হবে। কোভিড টেস্টের পর যে সকল শিক্ষকদের রেজাল্ট নেগেটিভ আসবে তাদের ১ সেপ্টেম্বর থেকে স্কুলে উপস্থিত হতে হবে।

শিক্ষামন্ত্রী ড় শর্মা বলেন, ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে পরীক্ষামূলক ভাবে ১৫ দিনের জন্য অনানুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা শুরু করা হবে। কিন্তু এই পরীক্ষামূলক অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা পদ্ধতি কী রকম হবে তার সঠিক ব্যাখ্যা দেননি তিনি। অবশ্য মিড-ডে মিল নিতে যে সব প্রাথমিক স্তরের ছাত্রছাত্রী আসবে তাদের এক ঘণ্টার জন্য শিক্ষা প্রদান করতে হবে জানান মন্ত্রী শর্মা।

তিনি জানান, এছাড়া ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে হায়ার সেকেন্ডারি দ্বিতীয় বর্ষ এবং স্নাতক তৃতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের ৪/৫টি গ্রুপে ভাগ করে অনানুষ্ঠানিক ক্লাস শুরু করতে হবে। কোয়ারেন্টাইন এবং কোভিড কেয়ার সেন্টার হিসেবে ব্যবহৃত স্কুলের শিক্ষকদের বিদ্যালয়ে যেতে হবে না বলেও জানান তিনি। তবে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলাশাসকরা যদি শিক্ষকদের দায়িত্ব প্রদান করেন তাহলে তাঁদের যেতে হবে বলে জানান মন্ত্রী।

এদিকে ১২ সেপ্টেম্বর মেট্রিকে স্টারপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ২০ হাজার টাকা করে সরকার জনা দেবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী শর্মা। জানান, ১৬,৯৪৪ জন ছাত্রছাত্রীকে কম্পিউটারের পরিবর্তে এই টাকা দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীদের নামে ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট নম্বর সংগ্রহ করা হয়েছে, সাংবাদিকদের জানিয়েছেন মন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

হাফলঙে প্রায় দেড় লক্ষ টাকার ড্রাগস উদ্ধার, গ্রেফতার শিক্ষক সহ দুই

হাফলং (অসম), ২৯ আগস্ট (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলার সদর শহর হাফলঙে একটি ড্রাগসের ডেরা উচ্ছেদ করেছে হাফলং পুলিশ। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে হাফলঙের মহাদেব টিলায় একটি ভাড়া বাড়িতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ প্রায় দেড় লক্ষ টাকার ড্রাগস বাজেয়াপ্ত করেছে। এর সঙ্গে ড্রাগস কারবারের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে দুই পাণ্ডাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ।

ডিমা হাসাও জেলার পুলিশ সুপার জয়ন্ত সিং জানান, গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে স্থানীয় মহাদেব টিলায় একটি ভাড়া বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ষাট গ্রাম হেরোইন, নেশাজাতীয় ট্যাবলেট এবং বহু সিরিঞ্জ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এগুলোর বাজার মূল্য অনুমানিক দেড় লক্ষ টাকা হবে। পুলিশ সুপার জানান, পুলিশি অভিযানে ড্রাগস কারবারের সঙ্গে জড়িত হেডস্টোন লুংঘর এবং ইমরান হুসেন নামের দুজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এর মধ্যে হেডস্টোন লংঘর আবার পেশায় শিক্ষক বলে জানান তিনি। বর্তমানে এদের হাফলং থানায় রেখে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

কাছাড় জেলায় দূরন্ত কোভিড, আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৬১৫২

শিলচর (অসম), ২৯ আগস্ট (হি.স.) : দ্রুতগতিতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে কাছাড় জেলায়। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে আইসিইউ-এর সংকট দেখা দিয়েছে জেলায়। কাছাড় জেলা প্রশাসন প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, আজ এখন পর্যন্ত ১৪৭ জনকে কোভিড পজিটিভ হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে। যাঁদের মধ্যে ১৪২ জন রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টের মাধ্যমে ধরা পড়েছেন এবং পাঁচ জন আরটি-পিসিআর-এর মাধ্যমে। এখন পর্যন্ত কাছাড় জেলায় মোট কোভিড আক্রান্ত হয়েছেন ৬,১৫২। কোভিড আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ২৩ জন। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন ৪,৫৪৭ জন। বর্তমানে সক্রিয় কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা ১৫৮২ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় ১৮ জন রোগী সুস্থ হয়ে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। যার মধ্যে ৯ জন পুরুষ এবং ৯ জন মহিলা। এর বিপরীতে ৩৩ জন নতুন রোগীকে ভরতি করা হয়েছে মেডিক্যাল কলেজে। এদের মধ্যে ২৫ জন পুরুষ এবং ৮ জন মহিলা। সংকটজনক রোগীর সংখ্যাও বেশি। শিলচর মেডিক্যাল কলেজের উপাধ্যক্ষ ডা. ভাস্কর গুপ্ত জানিয়েছেন, বর্তমানে ২১ জন রোগী সংকটাপন্ন অবস্থায় রয়েছেন। কোভিড রোগীদের জন্য আইসিইউ-তে বিছানার ব্যবস্থা রয়েছে ১৬টি। সবগুলোই পুরোপুরি ভরতি। যার জন্য পাঁচ রোগীকে কোভিড ওয়ার্ডে রেখেই চিকিৎসা করতে হচ্ছে। ডা. ভাস্কর গুপ্ত আরও জানান, তিন রোগী ভেন্টিলেশনে রয়েছেন।

বর্তমানে ৩০১ জন রোগী শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাদের মধ্যে ১৮৭ জন পুরুষ এবং ১১৪ জন মহিলা। গত ২৪ ঘণ্টায় এক জন রোগী কোভিড ওয়ার্ডে মৃত্যুবরণ করেছেন। ৮৯ জন রোগীকে প্লাজমা দেওয়া হয়েছে। এদিকে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের প্রতিমন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা জানিয়েছিলেন, কোভিড ওয়ার্ডের আইসিইউ আরও বড় করে ১৪টি আরও নতুন বিছানার ব্যবস্থা করা হবে খুব শিগগির। এ নিয়ে জেলাশাসক মেডিক্যালে কলেজ পরিদর্শন করেছেন বলে জানা গেছে।

এ মুহূর্তে স্কুল কলেজ খোলা ঠিক নয়, করোনা টেস্টের জন্য সংশ্লিষ্ট স্কুল থেকে শিক্ষকদের লালরস সংগ্রহের দাবি এসইউসিআই-র

শিলচর (অসম), ২৯ আগস্ট (হি.স.) : বর্তমানে অসমে করোনা ভাইরাস সংহার মূর্তি ধারণ করেছে। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন। এই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে অসম সরকার স্কুলসমূহ খোলার জন্য তৎপর হয়ে পড়েছে। এছাড়া শিক্ষকদের লালারস পরীক্ষা করার জন্য আদেশ জারি করে তাঁদের নির্দিষ্ট স্থানে জমায়েত হয়ে করোনা পরীক্ষা করার নির্দেশ জারির প্ররিপ্রেক্ষিতে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের অসম রাজ্য কমিটির সম্পাদক চন্দ্রলেখা দাস এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, শিক্ষকদের একটি স্থানে জমায়েত করলে সামাজিক দূরত্ব সম্পূর্ণ রূপে লঙ্ঘিত হবে এবং অনেক বয়স্ক শিক্ষকের পক্ষে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে উঠবে। এতে করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি পাবার আশঙ্কা রয়েছে।

চন্দ্রলেখা বলেন, ইতিমধ্যে লালারস পরীক্ষা করাতে গিয়ে সামাজিক দূরত্ব লঙ্ঘিত হয়ে রাজ্যের অনেক স্থানে বহু শিক্ষক কোভিড পজিটিভ হয়েছেন। তাই করোনা সংক্রমণের ছয়ের পাতায়

শনিবার এনএসইউআই কর্মীরা শিক্ষা ভবনের সামনে ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

ফুসফুসের জন্য উপকারী খাবার

কিছু খাবার রয়েছে যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি ফুসফুস সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।কোভিড-১৯'য়ের কারণে ফুসফুস আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই ফুসফুসের সুস্থতার দিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।পুষ্টি-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে ফুসফুস সুস্থ রাখতে সহায়তা করে এমন কয়েকটি খাবার সম্পর্কে জানানো হল। হলুদ: নিয়মিত হলুদ খাওয়া শ্বাসযন্ত্রে বাতাস চলাচল সংক্রান্ত জটিলতা দূর করে। এতে আছে কারকিউমিন যা ফুসফুস প্রাকৃতিকভাবে পরিষ্কার করে এবং শরীর থেকে বিষাক্ত উপাদান দূর করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। হলুদ কাঁচা বা গুঁড়া করে দুধের সঙ্গে মিশিয়ে পান করলে রোগ বালাই দূরে থাকে। গ্রিন টি: শ্বাসযন্ত্র সুস্থ রাখতে গ্রিন টি বেশ কার্যকর। এটা উপকারী পলিফেনল সমৃদ্ধ। এছাড়াও এর প্রদাহনাশক উপাদান ফুসসসের প্রদাহ কমায়। শ্বাসযন্ত্রের নানান সমস্যার মধ্যে ক্রনিক ব্রংকাইটিস ও এম্ফেসিমা অন্যতম। এম্ফেসিমার কারণে শ্বাস প্রশ্বাসে সমস্যা বা 'শর্ট বেথ' দেখা দেয়। গবেষণায় দেখা যায়, দৈনিক দুই কাপ গ্রিন টি খাওয়া এই ধরনের সমস্যার ঝুঁকি কমায়।পুদিনার চা: এর রয়েছে নানা ঔষুধি গুণ। গরম পুদিনার চা মিউকাস, প্রদাহ ও গলা ব্যথা দূর করে। পুদিনার চা ফুসফুসের সংক্রমণ এবং নিউমোনিয়ার কারণে জমে থাকা শ্লেষ্মা, প্রদাহ ও গলা ব্যথা দূর করতে পারে। আদা: ঠাণ্ডা ও কাশির ঘরোয়া সমাধান। এর প্রদাহরোধী উপাদান শ্বাসযন্ত্র থেকে বিষাক্ত উপাদান দূর করে। এতে রয়েছে ভিটামিন ও নানা রকম খনিজ- পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, বিটা-ক্যারটিন ও জিংক। কয়েকটি গবেষণায় দেখা গেছে আদা ফুসফুসের ক্যান্সারের কোষ দূর করতে সাহায্য করতে পারে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে মৌসুমি ঠাণ্ডা ও সংক্রমণ দূর করতে আদার চা বিশেষ উপকারী।রসুন: রসুনে রয়েছে অ্যালিসিন, যা শক্তিশালী অ্যান্টিবায়োটিক উপাদান সমৃদ্ধ। এটা শ্বাসপ্রশ্বাসের সংক্রমণ কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করে এবং ফুসফুসের শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা দূর করে। এছাড়াও এটা প্রদাহ কমায় এবং হাঁপানি ও ফুসফুসের ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়।

সহজেই তৈরি করুন সন্দেশ

সন্দেশ খেতে ইচ্ছে করলে রন্ধনশিল্পী তাসনুভা মাহমুদ নওরিনের রেসিপিতে সহজেই তৈরি করতে পারেন।সন্দেশ বানাতে লাগবে: এক লিটার দুধের ছানা। চিনি স্বাদ মতো। আস্ত এলাচ ২টি। ঘি ১ টেবিল-চামচ। গুঁড়া দুধ ২ টেবিল-চামচ।ছানা তৈরি: ১ লিটার ফুল ফ্যাট বা পূর্ণ ননী যুক্ত তরল দুধ জ্বাল দিন। দুধ জ্বাল দেওয়ার সময় বার বার নেড়ে দিতে হবে যেন উপরে সর বসে না যায়।দুধ ফুটে উঠলে চুলা বন্ধ করে ৩-৪ কাপ টক দই দিয়ে ভালো মতো মিশিয়ে নিন।

আবার চুলা ধরিয়ে কম আঁচে চামচ দিয়ে হালকাভাবে নাড়তে হবে। আস্তে আস্তে দুধ ছানা হতে শুরু করবে।দুধ ও ছানার পানি যখন আলাদা হয়ে আসবে তখন ১ গ্লাস ঠাণ্ডা বরফ পানি ঢেলে দিয়ে চুলা বন্ধ করে দিন।সুতির কাপড়ে ছানাটা নিয়ে আবার পানি দিয়ে আলতো হাতে ধুয়ে নিন। হাতে নিয়ে জোরে চেপে পানি বের করার দরকার নেই। ছানার কাপড়টা মুড়িয়ে ঝুলিয়ে রেখে দিন, তাতেই ছানার বাকি পানি বের হয়ে যাবে।যখন ছানার পানি পড়া একদম বন্ধ হয়ে যাবে তখন ছানা প্লেটে নিয়ে আলতো হাতে মথে নিন। তবে খেয়াল রাখতে হবে খুব জোরে জোরে নয় শুধু ছানার দানাগুলো ভেঙে ছানাটা মিশে গেলেই হবে।সন্দেশ তৈরি: ছানার দলাগুলো আগে হাতে মথে নিন। প্যানে ঘি গরম করে ছানা, এলাচ, গুঁড়া দুধ, চিনি দিয়ে নাড়তে থাকুন। সবকিছু মিশে আঠালো হয়ে আসলে এলাচ তুলে ফেলে ঘি ব্রাশ করা বাটিতে নিয়ে বিছিয়ে ঠাণ্ডা করুন। সন্দেশের আকারে কেটে পরিবেশন করুন।

কোভিড-১৯: বিশ্বের এক-পঞ্চমাংশ মানুষ 'বেশি ঝুঁকিতে'

বিশ্বের প্রায় ১৭০ কোটি বা এক-পঞ্চমাংশ মানুষের অন্তত একটি দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যা আছে যা করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলে তাদের গুরুতর অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি অনেক বাড়িয়ে দিতে পারে; ব্রিটিশ এক মেডিকেল জার্নালে প্রকাশিত নিবন্ধে এসেছে এমন তথ্য।ল্যানসেট গ্লোবাল হেলথ-এ সোমবার প্রকাশিত ওই গবেষণায় বলা হয়েছে, ইউরোপের মতো তুলনামূলকভাবে বেশি বয়স্ক মানুষের অঞ্চলে এবং আফ্রিকার মতো এইচআইভি/এইডস-এর উচ্চ প্রবণতার অঞ্চলে করোনাভাইরাস মহামারীর ঝুঁকি বেশি।

জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব অনুযায়ী বিশ্বে ৮০ লাখের বেশি মানুষের মধ্যে করোনাভাইরাস শনাক্ত করা গেছে। মারা গেছে ৪ লাখ ৩৬ হাজারের বেশি। বিভিন্ন দেশের উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, মৃতদের সিংহভাগই বয়স্ক মানুষ।

১৮৮টি দেশের উপাত্ত বিশ্লেষণ করে গবেষকরা ধারণা পেয়েছেন, বিশ্বে সত্তরোর্ধ জনসংখ্যার ৬৬ শতাংশ ডায়াবেটিস, হৃদরোগ বা ফুসফুসের রোগের মতো কোনো না কোনো দীর্ঘমেয়াদী রোগে ভুগছেন। তারা নতুন করোনাভাইরাসের সংস্পর্শে এলে অনেক বেশি ঝুঁকিতে থাকবেন।অন্যদিকে কাজ করতে সক্ষম এমন বয়সীদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী রোগ আছে ২৩ শতাংশের। আর ২০ বছরের কম বয়সীদের ক্ষেত্রে তা ৫ শতাংশ।

ওই নিবন্ধের অন্যতম লেখক লন্ডন স্কুল অফ হাইজিন অ্যান্ড ট্রপিকাল মেডিসিনের অ্যান্ড্রু ক্লার্কের মতে, এই সংখ্যাগুলো লকডাউনের বিধিনিষেধ শিথিল করার পথে থাকা দেশগুলোর কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করতে পারে। "দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্য সমস্যা থাকা মানুষদের সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা নিতে পরামর্শ দিতে অথবা ভবিষ্যতে টিকা দেওয়ার জন্য তাদের অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে এটি কাজে লাগানো যায়।"

মহামারীর প্রথম থেকেই গবেষকরা জানতেন, কোনো রোগ থাকলে বয়স্কদের করোনাভাইরাসের স্বাস্থ্যঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়। তবে ড় ক্লার্কের মতে, এখন আরও ভালোভাবে সংখ্যাগুলো নিয়ে ধারণা পাওয়া যাবে।বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের স্বাস্থ্য দপ্তরগুলো থেকে তথ্য নিয়ে গবেষকরা ১১টি ক্যাটাগরিতে দীর্ঘমেয়াদী রোগগুলোকে ফেলেছেন যেগুলো থাকলে কোভিড-১৯ এ কেউ গুরুতর অসুস্থ হতে পারেন।

অটোইমিউন ডিসঅর্ডারে আক্রান্ত ব্যক্তিরাও এই তালিকায় আছেন, যারা নিয়মিত ইমিউনোসাপ্রেসিভ ওষুধ খান। কেমোথেরাপির মত চিকিৎসা নেওয়া রোগীরাও তালিকায় আছেন।

এ গবেষণায় যে ধারণা পাওয়া গেছে, তাতে করোনাভাইরাস মহামারীর কারণে বিশ্বের প্রায় ৪ শতাংশ মানুষ বা প্রায় ৩৪ কোটি মানুষের হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন হতে পারে।

কোনো দীর্ঘমেয়াদী রোগ নেই এমন সুস্থ বয়স্ক ব্যক্তিদের ঝুঁকির কথা এ গবেষণায় বিবেচনা করা হয়নি। দারিদ্র্য ও স্থূলত্বের মতো ঝুঁকির কারণগুলোও বাদ রাখা হয়েছে।

বিশের নিচে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অর্ধেক: গবেষণা

২০ বছর বা তার বেশি বয়সের মানুষদের তুলনায় শিশু এবং কিশোর বয়সীদের করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি প্রায় অর্ধেক বলে তথ্য এসেছে এক গবেষণা নিবন্ধে।লন্ডন স্কুল অফ হাইজিন অ্যান্ড ট্রপিকাল মেডিসিনের এপিডিমিওলজিস্টদের ওই গবেষণা মঙ্গলবার নেচার মেডিসিন জার্নালে প্রকাশিত হয় বলে সিএনএন জানায়।রোগের ঝুঁকি এবং বয়সের সঙ্গে এর সম্পর্ক বের করতে সংক্রমণ মডেল ব্যবহার করা হয়েছে এই গবেষণায়।গবেষকরা বলছেন, সমীক্ষায় ১০ থেকে ১৯ বছর বয়সীদের মধ্যে ২১ শতাংশের ক্ষেত্রে কোভিড-১৯ এর ক্লিনিকাল লক্ষণগুলো প্রকাশ পেতে দেখেছে তারা। ৭০ বছর বা এর বেশি বয়সীদের ক্ষেত্রে এই হার প্রায় ৬৯ শতাংশ।চীন, জাপান, ইতালি, সিঙ্গাপুর, কানাডা এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মহামারী সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে গবেষকরা বলছেন, সংক্রমিত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসা শিশু-কিশোরদের কোভিড-১৯ হওয়ার ঝুঁকি অপেক্ষাকৃত কম এবং আক্রান্ত হলে তাদের অবস্থা কম গুরুতর হতে পারে।কোভিড-১৯ নিয়ে এখনও অনেক বিষয় বিজ্ঞানীদের অজানা। তবে যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্টোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) বলছে, কিছু শিশু করোনাভাইরাসে অসুস্থ হয়ে পড়লেও এখন পর্যন্ত আক্রান্তদের বেশিরভাগই প্রাপ্তবয়স্ক।

সিডিসি জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত শিশুদের সাধারণত মৃদু উপসর্গ থাকে।

করোনাভাইরাসের বিস্তার রোধে বিশ্বজুড়ে স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ইউনেস্কো ধারণা করছে, প্রায় ১৯০টি দেশে স্কুল বন্ধ হওয়ার কারণে ১৫০ কোটির বেশি শিক্ষার্থী অর্থাৎ বিশ্বের ৯০ শতাংশ শিক্ষার্থী ঘরে আটকে আছে।এখন বিশ্বজুড়ে লকডাউনের বিধিনিষেধ শিথিল হতে শুরু করার সাথে সাথে সরকার এবং বিশেষজ্ঞরা বোঝার চেষ্টা করছেন কীভাবে এবং কখন শিশুদের শ্রেণিকক্ষে ফিরিয়ে আনা যায়।নিবন্ধের লেখকরা বলছেন, অ্যাসিম্পটোমেটিক রোগীদের জন্য সংক্রমণ ছড়ানো নিয়ে আরও গবেষণা করা দরকার; তবে বাচ্চাদের মধ্যে সংক্রমণ রোধের পদক্ষেপগুলোয় এতে সামান্য প্রভাব পড়তে পারে - বিশেষত যদি অ্যাসিম্পটোমেটিক রোগীদের থেকে সংক্রমণ কম হয়।সমীক্ষায় বলা হয়েছে, শিশুদের মধ্যে নতুন করোনাভাইরাসের সংক্রমণের ঝুঁকি কম থাকা নিয়ে সরাসরি প্রমাণের ক্ষেত্রে মিশ্র ফল পাওয়া গেছে। তবে এটি সত্য হলে সামগ্রিকভাবে বিশ্বে কম সংক্রমণ হতে পারে।যেসব দেশের জনসংখ্যার গড় বয়স কম, সেসব দেশে মাথাপিছু কোভিড-১৯ রোগীর সংখ্যা কম হতে পারে।

এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্রামক রোগ ও এপিডিমিওলজির অধ্যাপক মার্ক উলহাউস বলেন, ''গবেষকরা দেখতে পেরেছেন যে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের সংক্রমণের ঝুঁকি কম এবং সংক্রমিত হলে লক্ষণগুলো দেখানোর সম্ভাবনাও কম। তবে তারা সংক্রমন ছড়ানোর ক্ষেত্রেও অন্যদের চেয়ে কম কিনা তা গবেষকরা নির্ধারণ করতে পারেননি।"সায়েন্স মিডিয়া সেন্টারকে তিনি বলেন, "এর ফলে কোভিড-১৯ এর বিস্তারের ওপর স্কুল বন্ধের প্রভাবের সঠিক মূল্যায়ন করা কঠিন হয়ে পড়েছে।"

হাজার হাজার কোটি টাকা যেভাবে খরচ করেন তিনি

হলিউড তারকা উইল স্মিথের মোট সম্পদের অর্থমূল্য কত, জানেন? বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা। হলিউডে তাঁর চেয়ে সম্পদশালী তারকার অভাব নেই। তবে, খুব কম তারকাই উইল স্মিথের মতো বিলাসী জীবন যাপন করেন। উইল স্মিথের গাড়ির সংগ্রহ শুনলে আপনারও চোখ কপালে উঠবে। তাঁর বাড়িতে আছে আটটি গ্যারেজ। সেখানে থাকে মার্সিডিজ বেঞ্জ, মেব্যাক ফিফটি সেভেন এস, নাইন্টিন সিক্সটি ফাইভ ফোর্ড মাসট্যাং, বেন্টলে আজুর, ক্যাডিলাক এসকালাডেসহ বিশ্বের চমৎকার সব গাড়ি। তাঁর স্ত্রী জাডা পিঙ্কেট রোলস রয়েস চালান। দুই চাকার বাহনেও বেশ আগ্রহী তিনি। দোতলা একটা মোটরহোমও আছে তাঁদের। অর্থাৎ গাড়ির ভেতরেই বাড়ি। সেই বাহনটির দাম ২১০ কোটি টাকার কম নয়। পরিবার নিয়ে বিশ্বের নানা প্রান্তে ঘুরতে খুবই ভালোবাসে উইল। সে জন্য ব্যক্তিগত জেটও আছে। তাঁর প্রিয় বেড়ানোর জায়গা ইবিজা, হাওয়াই আর ইউরোপ। ২০১৯ সালেই ইয়টে করে গ্রিস আর ইতালি গেলেন। রাজকীয় সেই ইয়টে ছিল স্পা পুল, জেট স্কি আর কত কী! পরিবারের সদস্যরা ছাড়াও সেই যাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন আরও ১৩ জন সাহায্যকর্মী ও স্টাইলিস্ট।স্মিথেরা যেই বাড়িতে থাকেন, খুব কম তারকাই এমন বাড়িতে থাকেন! তাঁর বাড়ির দাম পড়বে ৮৫০ কোটি টাকার কিছু বেশি। ২৫০০ বর্গফুট জায়গাজুড়ে শুধু বাড়িটি। ৯টি শোবার ঘর, হোম থিয়েটার ছাড়াও সেখানে আছে গলফ খেলার মাঠ, বাস্কেটবল, টেনিস আর ভলিবল কোট। পুল তো আছেই, সঙ্গে একটা বিশাল লেকও আছে। তাই বলে ভাববেন না, ৫১ বছর বয়সী উইল স্মিথের এই একটাই বাড়ি। এ ছাড়া মালিবু, পেনসিলভানিয়া ও হাওয়াইয়েও বাড়ি আছে উইলের। ওভারব্রুক এন্টারটেইনমেন্ট বলে স্মিথদের প্রযোজনার প্রতিষ্ঠান আছে, আছে একটা বাস্কেটবল দল।

নারী সৈনিকদের নিরাপত্তা সচেতনতার আন্দোলনে সালমা হায়েক

তাঁর অনেক ভক্ত মনে করেন, এই গ্রহের সবচেয়ে রূপবতী নারীর নাম সালমা হায়েক। গত রোববার নিজ আঙিনায় সবুজ পাতাদের সঙ্গে সেলফি পোস্ট করেছিলেন মেক্সিকান-আমেরিকান এই তারকা। ইনস্টাগ্রামে ওই ছবিতে তাঁর রূপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠতে দেখা যায় ভক্তদের। বেশির ভাগের মত, সালমা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আধার। তাঁর মেকআপ লাগে না। কেউবা মন্তব্য করেছেন, তিনি একজন সুন্দর মনের মানুষও বটে।গত শতকের নব্বইয়ের দশক থেকে হলিউড মাতিয়েছেন সালমা হায়েক। তাঁর গ্ল্যামার ও অভিনয় কাঁপিয়েছে বিশ্বকে। ৫৩ বছর বয়সেও তাঁর সৌন্দর্য এতটুকু মলিন হয়নি। বিকিনি পরে সাগরপাড় থেকে ছবি তুলে এখনো ভক্তদের সেটা জানান দেন তিনি।অভিনয় ও সৌন্দর্য ছাপিয়ে সালমা প্রকৃত অর্থেই সুন্দর। ঘরে বসে বেকার সময় পার করছেন না তিনি। অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য মানুষকে উদ্দীপ্ত করছেন। নিরুদ্দেশ মার্কিন নারী সৈনিককে ফিরে পাওয়ার ঐক্যে ঘর থেকে যুক্ত হয়েছেন তিনি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সোচ্চার হয়েছেন ওই তরুণীকে ফিরিয়ে দেওয়া ও নারী সৈনিকদের নিরাপত্তায় সচেতনতার আন্দোলনে। ওই তরুণীর তথ্য, ছবিসহ প্ল্যাকার্ড হাতে প্রচারণা চালাচ্ছেন সালমা হায়েক।গত ২২ এপ্রিল টেক্সাস থেকে নিরুদ্দেশ হন ২০ বছরের তরুণী ভানেসা গুলেন। তিনি মার্কিন সেনাবাহিনীতে সৈনিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।সালমার মতো আরও অনেক তারকাই তাঁকে ফিরে পাওয়ার জন্য কাজ করছেন। ভানেসার বোন মাইরা গুলেন এ জন্য একজন আইনজীবী খুঁজছেন, যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। প্রায় সব স্তরের মানুষ ভানেসার জন্য এ ব্যয় করতে একজোট হচ্ছেন।

শনিবার সিপিএম মহিলা মোর্চা আগরতলায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন। ছবি- নিজস্ব।

প্রয়াত অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মালিকুর চৌধুরী

করিমগঞ্জ (অসম), ২৯ আগস্ট (হি.স.) : প্রয়াত হয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মালিকুর চৌধুরী। দীর্ঘ দিন থেকে তিনি মধুমেহ, হৃদরোগ সহ বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন। শনিবার সকাল সাড়ে আটটায় করিমগঞ্জের শরিফনগরে অবস্থিত নিজের বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মালিকুর চৌধুরী। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০। রেখে গেছেন স্ত্রী, দুই ছেলে, দুই পুত্রবধূ, এক মেয়ে, জামাতা, নাতি নাতিনি আত্মীয়স্বজন সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধদের।

বরাক উপত্যকার সুসন্তান অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে করিমগঞ্জ জেলা সহ সমগ্র বরাক উপত্যকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। প্রয়াতকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর বাড়িতে ছুটে যান উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ, অনেক আইনজীবী ও বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। সর্বজনশ্রদ্ধেয় মালিকুর রহমানকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে শরিফনগরে তাঁর বাসভবনে লকডাউন উপেক্ষা করে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের ঢল নামে।

প্রয়াত মালিকুর রহমান চৌধুরী তাঁর বর্ণময় কর্মজীবন অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে পালন করে গেছেন। চাকরি জীবনের শেষ লগ্নে শিলচরের জেলা ও দায়রা জজের দায়িত্ব পালন করে ২০০২ সালে অবসর গ্রহণ করেন তিনি। অবসরপ্রাপ্ত জজ মালিকুর রহমান চৌধুরী ১৯৪০ সালে শরিফনগর গ্রামের সম্ভ্রান্ত চৌধুরী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা প্রায়ত নুরুল হক চৌধুরী ও মাতা প্রয়াতা ফকরুন নেসা চৌধুরীর কৃতী সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় শরিফনগর ১১০ নম্বর প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে। পরে ১৯৫৮ সালে করিমগঞ্জ হাইমাদ্রাসা থাকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পাশ করেন। এর পর করিমগঞ্জ কলেজ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে ১৯৬৬ সালে গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ এলএলবিতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

পরবর্তীতে তিনি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে দক্ষিণ করিমগঞ্জ আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। করিমগঞ্জ স্কুল বোর্ডের মেম্বার সহ কাছাড় সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ বোর্ডের সদস্য হিসেবেও দায়িত্বভার সামলেছেন প্রয়াত চৌধুরী। এর পর করিমগঞ্জ জেলা আদালতে দুবছর ওকালতি করে ১৯৭০ সালে প্রথম মুনসেফ হিসেবে নগাঁও আদালতে যোগদান করেন। পরবর্তীতে অসমের বিভিন্ন জেলায় বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবেও অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে কর্তব্য পালন করেছেন। ১৯৮৮ সালে বরাকের প্রথম একজন মুসলিম হিসেবে হাইলাকান্দি জেলায় সিজেএম পদ অলংকৃত করেন। সিজেএম পদে দায়িত্ব পালনের কিছু দিন পর পদোন্নতি পেয়ে প্রথমে কোকড়াঝাড়ে জেলা জজ হিসেবে যোগদান করেন। তার পর গোলাঘাট এবং ১৯৯৭ সালে কাছাড়ের জেলা ও দায়রা জজ হিসাবে সুনামের সাথে কাজ করে ২০০২ সালে অবসর গ্রহণ করেন।এর পর বছরখানেক বাড়িতে অবসর জীবন কাটিয়ে করিমগঞ্জ আদালতে আইনজীবী হিসেবে যোগদান করেন। ২০০৫ সালে করিমগঞ্জ জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। তাছাড়া তিনি শরিফনগর প্রধান জামে মসজিদের আজীবন প্রধান উপদেষ্টা সহ আরও বিভিন্ন সংগঠনের উপদেষ্টা ও সভাপতি পদ সামলেছেন। করিমগঞ্জ জেলার এই কৃতী সন্তানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আতিকুলবারী চৌধুরী, বিজেপি জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য, প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্দেক আহমেদ, বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল, করিমগঞ্জ জেলা মাইনোরিটি বোর্ডের চেয়ারম্যান ইকবাল হুসেন, প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য আব্দুল আজিজ সহ আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

শনিবার বিকাল ৫ টায় প্রয়াতের জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। নামাজ পাঠ করান স্থানীয় মসজিদের ইমাম ক্বারি বদিউজ্জান। জানাজার নামাজ শেষে প্রয়াত অবসরপ্রাপ্ত জজ মালিকুর রহমান চৌধুরীকে তাঁর পারিবারিক কবরসানে সমাধিস্থ করা হয়।

সুস্থ অমিত শাহ শীঘ্রই হাসপাতাল থেকে ফিরবেন বাড়ি

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট (হি. স.): পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শীঘ্রই তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে দিল্লির এইমস হাসপাতাল থেকে। শনিবার এই কথাই জানিয়েছেন হাসপাতাল কতৃপক্ষ। দিল্লির এইমসের তরফ থেকে বিবৃতি জারি করে বলা হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সুস্থ হয়ে উঠেছে এবং শীঘ্রই হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ করে দেওয়া হবে। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো করোনা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার পরও ১৮ আগস্ট শারীরিক দুর্বলতা অনুভব করায় দিল্লির এইমস হাসপাতালে ভর্তি হন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সেখান থেকেই প্রশাসনিক এবং দলীয় কর্মকাণ্ডের ওপর নজরদারি চালাচ্ছিলেন। হাসপাতালের বিছানায় শুয়েই ক্রমাগত টুইট করে গিয়েছেন একাধিক বিষয়ে।

এর আগে ২ আগস্ট অমিত শাহের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া যায়। তৎক্ষণাৎ তাকে গুরুগ্রামের মেদান্ত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ১৪ আগস্ট করোনা থেকে সুস্থ হওয়ার পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। বাড়ি ফিরে শরীরের যন্ত্রণা এবং ক্লান্তি অনুভব করায় ফের ১৮ আগস্ট দিল্লির এইমসে ভর্তি হন তিনি।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শারীরিক অবস্থা নিয়ে সেই সময় একই কথা অর্থাৎ ক্লান্তি ও যন্ত্রণা বিষয় জানিয়েছিল দিল্লির এইমস।

মোবাইল চোরের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তাল হাইলাকান্দি, প্রতিবাদে অগ্নিনির্বাপক কার্যালয় ঘেরাও, পাথরবৃষ্টি, কাঁদানে গ্যাস, জখম পুলিশকর্তা, গ্রেফতার এক

হাইলাকান্দি (অসম), ২৯ আগস্ট (হি. স.) : এক মোবাইল চোরের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তাল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে দক্ষিণ অসমের হাইলাকান্দি শহর। প্রতিবাদে অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর কার্যালয় ঘেরাও করে পাথরবৃষ্টি উত্তেজিত জনতার। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়তে হয়েছে পুলিশকে। পরিস্থিতি বাগে আনা সম্ভব না হওয়ায় পুলিশকে এক সময় লাঠি চালাতে হয়েছে। ঘটনার জেরে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কুলেন্দ্রনাথ ডেকা সহ আরও কয়েক জন পুলিশকর্মী জখম হয়েছেন।

উল্লেখ্য, হাইলাকান্দির বেসিক চৌরঙ্গির পার্শবর্তী ফায়ার ব্রিগেড কার্যালয়ের একজন কর্মীর মোবাইল চুরি হয় গত ২৫ আগস্ট। এই ঘটনার সূত্র ধরে শুক্রবার অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর জওয়ানরা চাঁদপুরের বাড়ি থেকে রহিম উদ্দিন লস্কর নামের এক যুবককে মোবাইল চোরকে পাকড়াও করেন। ধৃত মোবাইল চোরকে কিছু উত্তমমধ্যমও দেন অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর জওয়ানরা। পরে আহত অবস্থায় রহিম উদ্দিন লস্করকে হাইলাকান্দির এসকে রায় সিভিল হাসপাতালে ভরতি করা হয়। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে রাতেই শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। আজ শনিবার শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রহিম উদ্দিনের মৃত্যু হয়েছে। রহিমের মৃত্যুর খবর চাউর হতেই হাইলাকান্দিতে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

লকডাউন বিধি অমান্য করে দলে দলে উত্তেজিত জনতা শহরে প্রবেশ করে অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর কার্যালয়ে আক্রমণ চালায়। শুরু হয় পাথর নিক্ষেপ অভিযান। ফলে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয় শহর হাইলাকান্দিতে। হাইলাকান্দির সার্কল অফিসার ত্রিদিব রায় জানিয়েছেন, মোবাইল চোরের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজিত জনতা সকাল থেকে অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর কার্যালয় ঘেরাও করে পাথরবৃষ্টি শুরু করেন। উত্তপ্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কুলেন্দ্রনাথ ডেকা সহ কয়েকজন পুলিশ কর্মী জখম হয়েছেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়তে হয়েছে পুলিশকে।

এদিকে রহিম উদ্দিনকে মারধর করার অভিযোগে ফায়ার ব্রিগেডের কর্মী জ্যোতিস্মান হাজরিকাকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হাইলাকান্দি শহরে পর্যাপ্ত সংখ্যায় পুলিশ ও সিআরপিএফ বাহিনী জওয়ানদের মোতায়ন করা হয়েছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রথম তৃতীয় লিঙ্গের চিকিৎসক সফল করোনা-যোদ্ধা

ইমফল, ২৯ আগস্ট (হি.স.) : উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রথম তৃতীয় লিঙ্গের চিকিৎসক একাধারে করোনা যোদ্ধা ২৭ বছর বয়সি বেয়নচি লাইশ্রাম এখন নুপিমানবী সম্প্রদায়ের জন্য আশার প্রতীক হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেনঊ মণিপুর তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রথম তৃতীয় লিঙ্গের মহিলা চিকিৎসক জনকল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে পেরে গর্বিত বোধ করছেনঊ

ডা. বেয়নচি লাইশ্রাম রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস (রিমস-এর প্রাক্তনী করোনা যোদ্ধা হিসেবে দারুণভাবে দায়িত্ব পালন করছেনঊ ইমফলে অবস্থিত সিজা হাসপাতালে আইসোলেশন ওয়ার্ডে করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসায় নিয়োজিত রয়েছেন তিনিঊ

এক সাক্ষাৎকারে ডা. লাইশ্রাম বলেন, ছেলে রূপেই আমার জন্ম হয়েছিলঊ কিন্তু, নবম অথবা দশম শ্রেণিতে পড়াশুনার সময় নিজেকে ছেলে বলে চিনতে পারছিলাম নাঊ তিনি জানান, ২০১১ সালে রিমসথেকে এমবিবিএস পাশ করি। ২০১৩ সালে পরিবারকে ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলাম। আমার বাবা এতটাই মর্মাহত ছিলেন নিজেকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিলেনঊ

তিনি বুবুই লাইশ্রাম নামে পরিচিত ছিলেনঊ কিন্ত ২০১৩ সালে মিস ট্রান্স কুইন নর্থইস্ট প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার পর নাম পরিবর্তন করে বেয়নচি রাখেনঊ পুদুচেরিতে লিঙ্গ পরিবর্তন করতে তিনি অস্ত্রোপচার করেছেনঊ এর পর থেকে নতুন রূপে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটেছেঊ বর্তমানে তিনি নুপিমানবী সম্প্রদায়ের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছেনঊ সিজা হাসপাতালের মেডিকেল সুপার ডা. সরোখায়বাম যোগিন্দ্রের কথায়, প্রত্যেক মানুষ সমানঊ তাই ডা. বেয়নচিকে বাছাই করার আগে তাঁর লিঙ্গ দেখা হয়নিঊ বেয়নচি তাঁর সাফল্য নিয়ে থেমে থাকেননি। এখন তিনি স্নাতকোত্তর প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, জানান ডা. সরোখায়বামঊ

চিনের রেস্তোরাঁয় ধস, মৃত ১৭

বেজিং, ২৯ আগস্ট (হি. স.) : চিনের উত্তরাঞ্চলের শিনাজি প্রদেশের জিয়াংফেনে আচমকাই একটি রেস্তোরাঁ ধসে পড়ার ঘটনায় ১৭ জন প্রাণ হারিয়েছেন। ধ্বংসস্তূপ থেকে ইতিমধ্যে মোট ৪৫ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৭ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ধ্বংসস্তুপের নিচে আরও অনেকে চাপা পড়ে রয়েছেন বলে আশঙ্কা স্থানীয় প্রশাসনের।

চিনের সরকারি প্রচারমাধ্যম জানিয়েছেন, এদিন দুপুরে জিয়াংফেন কাউন্টির একটা দোতলা বিশিষ্ট রেস্তোরাঁর একাংশ আচমকাই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। আচমকা ধস নামায় রেস্তোরাঁতে হাজির গ্রাহক ও কর্মীরা কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ধ্বংসস্তুপের নিচে চাপা পড়ে যান। বিকট শব্দে আশেপাশের এলাকা কেঁপে ওঠে। স্থানীয় বাসিন্দারা অনেকেই ভূমিকম্প হয়েছে আশঙ্কা করে ঘরবাড়ি ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসেন। হুড়োহুড়ি বেঁধে যায়। চোখের সামনে চেনা পরিচিত রেস্তোরাঁ ধসে পড়তে দেখে অনেকেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। পরে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে উদ্ধার কাজে হাত লাগান। খবর পেয়ে উদ্ধারকর্মীরাও ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, ৪৫ জনকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন উদ্ধারকারীরা। তার মধ্যে ১৭ জনকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। আর ২৮ জনকে জীবিত অবস্থায়। যাদের উদ্ধার করা হয়েছে তাদের মধ্যে ৭ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তবে কীভাবে রেস্তোরাঁটি ধসে পড়ার কারন এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।

ধ্যানচাঁদের স্মৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অমিত শাহ এবং কিরেন রিজিজু

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট (হি. স.): কিংবদন্তি হকি খেলোয়াড় মেজর ধ্যানচাঁদের ১১৫ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং ক্রীড়ামন্ত্রী কিরেন রিজিজু। শনিবার অমিত শাহ নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, হকির মহান খেলোয়াড মেজর ধ্যানচাঁদের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি রইল। এক অসাধারণ কিংবদন্তি খেলোয়াড় ছিলেন তিনি। পরপর তিনটি অলিম্পিকে সোনা জিতে কয়েক লক্ষ অনুগামীদের মন্ত্রমুগ্ধ করে দিয়েছিলেন। মাতৃভূমির প্রতি তার প্রতিভা, উপলব্ধি এবং ভক্তি আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে যাবে।

ক্রীড়ামন্ত্রী কিরেন রিজিজু নিজের টুইটে এক ভিডিও বার্তা প্রকাশ করে জানিয়েছেন, 'আজ জাতীয় ক্রীড়া দিবসে ভারতীয় হকির জাদুকর মেজর ধ্যানচাঁদের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই। ভারতকে গৌরবোজ্জ্বল জায়গায় নিয়ে যেতে হকিতে অদ্বিতীয় কৌশল দেখিয়েছিলেন।' এর আগে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মেজর ধ্যানচাঁদ ন্যাশনাল স্টেডিয়াম এগিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে আসেন।

এর আগে মেজর ধ্যানচাঁদ জাতীয় ক্রীড়াঙ্গনে গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে আসেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রী।

জাতীয় ক্রীড়া দিবসে খেলোয়াড়দের প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট (হি. স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাতীয় ক্রীড়া দিবস উপলক্ষ্যে খেলোয়াড়দের শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী কিংবদন্তি ভারতীয় হকি খেলোয়াড় ধ্যান চাঁদের উদ্দেশেও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন," বিভিন্ন খেলায় যারা ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং আমাদের জাতিকে গর্বিত করেছেন, সেই সব বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্বদের চিরস্মরনীয় অবদানকে জাতীয় ক্রীড়া দিবসে উদযাপন করা হয়ে থাকে। তাঁদের জেদ ও অধ্যাবসায় অবিস্মরণীয়।

এদিন জাতীয় ক্রীড়া দিবসে আমরা মেজর ধ্যান চাঁদকে শ্রদ্ধা জানাই। তাঁর হকি স্টিকের জাদু কখনোই ভুলবার নয়। আজকের এই দিনে আমাদের প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের সাফল্যের পেছনে তাঁদের পরিবার, কোচ ও সহায়ক কর্মচারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য এদেরও প্রশংসা প্রাপ্য।

খেলাধুলাকে জনপ্রিয় করার জন্য এবং ভারতে ক্রীড়া জগতের প্রতিভাবানদের সাহায্য করার জন্য কেন্দ্র নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। খেলাধুলো এবং ফিটনেস ব্যায়ামকে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অঙ্গে পরিণত করার জন্য আমি সকলের কাছে আবেদন করব। এগুলির অনেক সুফল রয়েছে। সকলে আনন্দে থাকুন এবং সুস্থ থাকুন।

করোনা আবহে বন্ধ দার্জিলিং টয়ট্রেন, অস্তিত্ব টেকাতে চলছে ট্রায়াল রান

শিলিগুড়ি, ২৯ আগস্ট (হি. স.) : করোনা আবহে প্রায় পাঁচ মাস ধরে বন্ধ রয়েছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে। এই পরিস্থিতিতেও অস্তিত্ব টেকাতে হচ্ছে ট্রায়াল রানই। দার্জিলিং টয়ট্রেন নিয়ে আপাতত নতুন কোনও ভাবনা নেই , এমনটাই ইঙ্গিত দিয়েছেন উত্তর-পূর্ব সীমন্ত রেলের কর্তারা।

সূত্রের খবর, চলতি মাসের ৩০ তারিখ নতুবা সেপ্টেম্বরের ১ তারিখ ফের পরীক্ষামলূক দৌড়ের কথা রয়েছে। সেইমতো ইঞ্জিন মেরামতি করে তৈরি করা হচ্ছে। শিলিগুড়ি জংশন থেকে রংটং পর্যন্ত আপাতত পরীক্ষামলূক দৌড় চলবে। রংটংয়ের ওপরে পাহাড়ে ধসের জেরে টয়ট্রেনের লাইনে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। বতর্মানে ডিএইচআর সেই ক্ষতি মেরামতির কাজ করছে। তাই রংটং পর্যন্তই পরীক্ষা দৌড় করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে রেল সূত্রে জানা গিয়েছে। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে লাইন মেরামতির কাজ শেষ করার কথা রয়েছে। কাজ শেষ হলে পরবর্তী পরীক্ষা দৌড়ে রংটংয়ের থেকে ওপরে যাওয়ার কথা রয়েছে খেলনা গাড়ির।

করোনায় মৃত্যুর হার কমে দাঁড়িয়েছে ১.৮১ শতাংশে, দাবি হর্ষবর্ধনের

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট (হি. স.): দেশের করোনা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে গঠিত হওয়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির বৈঠক স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রী হর্ষবর্ধনের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয় রাজধানী দিল্লিতে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী অশ্বিনী কুমার চৌবে সহ অন্যান্যরা।

বৈঠকে জানানো হয়েছে যে দেশের আটটি রাজ্যে ৭৩ শতাংশ করোনা রোগী রয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, কর্ণাটক, পশ্চিমবঙ্গ, তেলেঙ্গানার মতন রাজ্যগুলি।করোনায় আক্রান্ত হয়ে দেশে যতগুলি মৃত্যু হয়েছে তার ৮১ শতাংশই হয়েছে সাতটি রাজ্যে। বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে হর্ষবর্ধন জানিয়েছেন, গোটা দেশে মৃত্যুর হার কমে দাঁড়িয়েছে ১.৮১ শতাংশ। সুস্থ হয়ে ওঠার হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৬. ৪৭ শতাংশ। করোনায় আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যার দ্বিগুণ হতে সময় নিচ্ছে ৩০ থেকে ৩১ দিন।

করোনা রোগীদের জন্য ২৭ হাজার ভেন্টিলেটরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে রাজ্যগুলিকে ৩৩৮ লক্ষ এন ৯৫ মাস্ক সরবরাহ করেছে। ১৩৫ লক্ষ পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট দেওয়া হয়েছে রাজ্যগুলিকে। বৈঠকে বাদল অধিবেশনে সংসদ সদস্যদের করোনা থেকে নিরাপত্তার দিকটিও আলোচনা হয়েছে।এর জন্য এসওপি তৈরি করতে বলেছেন হর্ষবর্ধন।

কবি নজরুলের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি করিমগঞ্জে, শম্ভুসাগর পার্কের রক্ষণাবেক্ষণের আহ্বান প্রেস ক্লাবের

করিমগঞ্জ (অসম), ২৯ আগস্ট (হি.স.) : আজ ২৯ আগস্ট বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলামের প্রয়াণ দিবস। এ উপলক্ষ্যে করিমগঞ্জ প্রেস ক্লাব, গীতিবিতান সঙ্গীত বিদ্যালয়ের কর্মকর্তা, সদস্য ও ছাত্রছাত্রীরা যথাযথ মর্যাদায় কবি নজরুলের আবক্ষ মূর্তিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন। সকাল ৮-টায় শম্ভুসাগর পার্কে কবির মর্মর মূর্তিতে ফুলের মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক অরুপ রায়, গীতবিতান সঙ্গীত বিদ্যালয়ের বিষ্ণুপদ নাগ প্রমুখ।

কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁরা রাজ্য সরকার, জেলা প্রশাসন, জেলার সবকটি রাজনৈতিক সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনের কাছে আবেদন জানান, জেলার ঐতিহ্যবাহী শম্ভুসাগর পার্কের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সকলে এগিয়ে আসুন। এই পার্কে তিনজন মহাপুরুষের মর্মর মূর্তি ছাড়াও একটি শহিদ স্মারক রয়েছে। পার্কের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। জঙ্গল, নোংরা আবর্জনায় পার্কের সৌন্দর্য ম্লান হতে চলেছে। তাছাড়া রাতের অন্ধকারে দুর্বৃত্তদের আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছে পার্কটি। নেশা সহ সব ধরনের অপকর্মের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছে শম্ভুসাগর পার্ক, অভিযোগ তাঁদের। তাই এই পার্কের চিরাচরিত ঐতিহ্য ধরে রাখার আবেদন জানান প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক অরুপ রায় সহ উপস্থিত বক্তারা।

ডালমিয়া সিমেন্টের পর এবার টাটা প্রজেক্টের কাছে ৩০ লক্ষ টাকা দাবি ডিএনএলএ জঙ্গিদের

হাফলং (অসম), ২৯ আগস্ট (হি.স.) : ডালমিয়া সিমেন্টের পর এবার টাটা প্রজেক্ট ম্যানেজারের কাছে ৩০ লক্ষ টাকা দাবি করেছে ডিমাসা ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (ডিএনএলএ) নামের জঙ্গি সংগঠনটি। ডিমা হাসাও জেলার অন্তর্গত উমরাংসোতে অবস্থিত ডালমিয়া সিমেন্টের কাছে ডিএনএলএ জঙ্গি সংগঠন ৯ কোটি টাকা দাবি করার পর এবার একই জায়গায় অবস্থিতি টাটা প্রজেক্ট ম্যানেজারের কাছে ৩০ লক্ষ টাকা দাবি করেছে ওই জঙ্গি সংগঠন।

এ ব্যাপারে টাটা প্রজেক্টের ম্যানেজার ইতিমধ্যে উমরাংসো থানায় একটি লিখিত এজাহার দাখিল করেছেন। এই এজাহারের ভিত্তিতে উমরাংসো পুলিশ ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১২০(বি)/১২১/১২১(এ) ৩৮৭ ধারায় ২৩/২০২০ নম্বরে এক মামলা রুজু করে উগ্রপন্থী সংগঠন ডিএনএলএ-র বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে।

উল্লেখ্য, ডিমাসা ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি বেশ কিছু দিন থেকে ডিমা হাসাও জেলায় সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এরা জেলার বিভিন্ন স্থানে ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে, বিশেষ করে উমরাংসোতে কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাছে অর্থ দাবি করে আসছে। যার দরুন পাহাড়ি জেলায় আবার অশান্তির কালো মেঘ দেখা দিয়েছে।

বাংলাদেশে পাচারের পথে করিমগঞ্জে প্রায় ৯৫ হাজার টাকার বিড়ি বাজেয়াপ্ত বিএসএফের

করিমগঞ্জ (অসম), ২৯ আগস্ট (হি.স.) : দু-দিন পর ফের বাংলাদেশে পাচারের পথে বিশাল পরিমাণের বিড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। শুক্রবার গভীর রাতে রুটিন টহলদারির সময় করিমগঞ্জ শহর সংলগ্ন বাগেরসাঙ্গন বাজারে সন্দেহের বশবর্তী যাত্রীবাহী একটি অটো রিকশায় তাল্লাশি চালায় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। আর এতেই ওপারে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা বিশাল পরিমাণের শেখ নাসিরউদ্দিন ব্র্যান্ডের বিড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে বিএসএফের ৭ নম্বর ব্যাটালিয়নের "এফ" কোম্পানি। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, কর্তব্যরত জওয়ানরা অটো থেকে ২১০ প্যাকেট বিড়ি বাজেয়াপ্ত করেছেন। প্রতি প্যাকেটে ২০ বান্ডিল করে বিড়ি রয়েছে। বাজেয়াপ্তকৃত বিড়িগুলির ভারতীয় বাজারমূল্য কমপক্ষে ৯৪ হাজার ৫০০ টাকা বলে বিএসএফ জানিয়েছে।

বাজেয়াপ্তকৃত বিড়ি এবং অটো রিকশাটি শনিবার করিমগঞ্জ জেলা শুল্ক দফতরে সমঝে দিয়েছেন বিএসএফ কর্তৃপক্ষ। কিন্তু বিস্ময়করভাবে এবারও বিএসএফ বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া বিড়ি, ফেন্সিডিল, করেক্স, ইয়াবা ট্যাবলেট সহ বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করলেও, পাচারকারীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছে। দু-দিন আগে অর্থাৎ বুধবার করিমগঞ্জ শহর লাগোয়া ভারত-বাংলা সীমান্তবর্তী চাঁদশ্রীকোণা এলাকা থেকে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিশাল পরিমাণের বিড়ি বাজেয়াপ্ত করেছিল। সেদিনও বিড়ি পাচারকারীর দল রহস্যজনকভাবে বিএসএফের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল।

শনিবার ত্রিপুরা জনজাগরণ মঞ্চ সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন। ছবি- নিজস্ব।

২২ টাকা দরে আলু বিক্রি করতে হবে, হিমঘর মালিকদের নির্দেশিকা রাজ্যের

কলকাতা, ২৯আগস্ট(হি. স.): খুচরো বাজারের বিক্রেতাদের কাছে ২২ টাকা কেজি দরে আলু বিক্রি করতে হবে হিমঘর মালিকদের। রাজ্যের নয়া নির্দেশিকা হিমঘর মালিকদের উদ্দেশ্যে। যদি হিমঘর মালিকরা ২২ টাকা কেজি দরে আলু বিক্রি করেন তবেই একমাত্র ২৫ টাকা কেজিতে সাধারণ মানুষ আলু পেতে পারবেন। তাই হিমঘর মালিকদের উদ্দেশ্যে কড়া নির্দেশ নবান্নের।

বাঙালির মেনুতে আলু মাস্ট। কিন্তু সেই আলুতেই হাত দিলে ছেঁকা। জ্যোতি আলু ৩২, চন্দ্রমুখী ৩৬ টাকা কিলো। আলুর গনগনে আঁচে ফুটছে বাজার। পাইকারি বাজারে দাম বাড়ায় মূল্যবৃদ্ধি। দাবি খুচরো বিক্রেতাদের। নাভিশ্বাস ক্রেতাদের। এদিকে সুফল বাংলা স্টল ছাড়া কোথাও সঠিক মূল্যে মিলছে না আলু। রাজ্যের লাগামছাড়া আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে এবার উদ্যোগী হলো রাজ্য সরকার। এতদিন সাধারণত পাইকারি বাজার গুলিতে সাধারণ আলু বত্রিশ টাকা, চন্দ্রমুখী আলু ৩৬ টাকায় বিক্রি হচ্ছিল। সেই লাগামছাড়া দামে এবার রাশ টানতে চলেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার।

রাতারাতি নবান্ন সৃষ্টি কর্তা ও কৃষি বিপণন মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত এর উপস্থিতিতে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় হিমঘর মালিকদের কার্যত ২২ টাকায় টাকায় আলো বাজারে ছাড়তে হবে যাতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা তা ২৫ টাকায় সাধারণ মানুষের কাছে বিক্রি করতে পারে। টাস্কফোর্স সদস্য কমল দে এ বিষয়ে বলেন, আলুর দাম নিয়ন্ত্রণের জন্য উচ্চ পর্যায়ে বৈঠক হয়েছে সেই বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে। যা আগামী দিনে সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দেবে। এখন দেখার রাজ্য সরকারের এই নয়া নির্দেশিকা কত তাড়াতাড়ি বাস্তবায়িত হয়।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক কি ৩০ লাখ পরীক্ষার্থীর দায়িত্ব নেবে, টুইটে প্রশ্ন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২৯আগস্ট(হি. স.): এই মহামারীকালীন পরিস্থিতিতে পরীক্ষা নেওয়া হলে ৩০ লাখ শিক্ষার্থীর নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিতে পারবেন? শনিবার এই মর্মেই কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশঙ্ককে ট্যাগ করে টুইট করলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

জেইই ও নিট পরীক্ষা স্থগিত করা নিয়ে ইতিমধ্যেই ৬ অবিজেপি রাজ্যগুলি পিটিশন জমা দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালতে। প্রধান মন্ত্রীকে ও চিঠি দিয়েছেন পরীক্ষা স্থগিত করা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়ে জানিয়েছে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যেই রাজ্যের সব কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পরীক্ষা নিতে হবে। পরীক্ষা ব্যতীত কোনও পড়ুয়াকে সার্টিফেটি দেওয়া যাবে না। তবে সেক্ষেত্রে রাজ্য গুলি চাইলে পরীক্ষার দিন আগে পিছু করতে পারে। কিন্তু এই পুরো বিষয়টিতেই সম্মতি জানাতে নারাজ রাজ্য সরকার। গতকাল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, সেপ্টেম্বরে কোনও পরীক্ষা হবে না রাজ্যের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে। তবে পুজোর আগে পরীক্ষা নেওয়া যায় কিনা সেই বিষয়ে আগামী সাত দিনের মধ্যে শিক্ষামন্ত্রীকে রিপোর্ট জমা দিতে বলেছেন তিনি।

এরপরেই এদিন শিক্ষামন্ত্রী টুইট করে জানান, ""'এই বিশ্বব্যাপী মহামারীর মধ্যে, আপনি জেইই ও নিট পরীক্ষায় এমন প্রায় ৩০ লাখ শিক্ষার্থীর নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিতে পারবেন? পরিবহন ব্যবস্থা এখনও পুরোপুরি চালু না হওয়ায় আপনি কেন তাদের ভবিষ্যতের ক্ষতি করতে চান'? একইসঙ্গে পরীক্ষা স্থগিত করার দাবিও তোলেন তিনি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

করোনা সংকটে শিশু মনের হতাশা দূর করতে ভরসা ক্যারাটে

কলকাতা, ২৯ আগস্ট (হি. স.) : করোনা মহামারী এবং লকডাউনের সাঁড়াশি চাপে গৃহবন্দী শৈশব। এমন পরিস্থিতিতে শিশুদের শারীরিক এবং মানসিক বিকাশের জন্য অনলাইনে ক্যারাটে ক্লাস নিয়ে চলেছেন ক্যারাটে ডু অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের সভাপতি সেনসি প্রেমজিৎ সেন। ক্যারাটে নিয়ে ইতিমধ্যেই এই লকডাউনে অনলাইনে ওয়ার্কশপ করেছেন সেনসি প্রেমজিৎ সেন। তাতে করে কচিকাচাদের মধ্যে সাড়াও মিলেছে ভালো। আসলে খেলতে যাওয়া বন্ধ বাড়িতে বসে শুধুমাত্র ভিডিও গেমসের সময় কাটানোর ফলে শিশুদের মানসিকতায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এই পরিস্থিতিতে শিশুদের মানসিক এবং শারীরিক বিকাশের জন্য ক্যারাটে অভ্যাস করাটা একান্ত প্রয়োজনীয় ।ভিডিও গেমের বহুল অভ্যাসের ফলে মানসিকভাবে উত্তেজনা এবং অবসাদের শিকার হচ্ছে শৈশব। তাই এই ওয়ার্কশপ এর আয়োজন করা হয়েছিল। ক্যারাটে মানসিক এবং শারীরিক একাগ্রতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি যেকোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আত্মরক্ষা করতে শেখায়। মনসংযোগ বৃদ্ধি করার পাশাপাশি শিশুদের মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পাচনতন্ত্রের স্বাভাবিক কাজকর্ম বৃদ্ধি করে।

নিয়ম না মানলে লাইসেন্স বাতিল হতে পারে বেসরকারি হাসপাতালের

কলকাতা, ২৯আগস্ট(হি. স.): স্বাস্থ্য কমিশনের অ্যাডভাইজারি না মানলেই লাইসেন্স বাতিল হবে বেসরকারি হাসপাতালের। এমনটাই জানিয়েছে রাজ্যের স্বাস্থ্য কমিশন। এমনকি লাগাম ছাড়া বিল, রোগী ফিরিয়ে দেওয়া বা অ্যাডভাইজারি নিয়ম লঙ্ঘনে লাইসেন্স বাতিল করা হবে বলে সাফ জানানো হয়েছে।

ওষুধের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১০ শতাংশ ছাড় দেওয়া থেকে শুরু করে করোনা আবহের আগের মত বেড ভাড়া সহ ১৫ টি অ্যাডভাইজারি জারি করেছে রাজ্য স্বাস্থ্য কমিশন। তবে সেগুলো সব ক্ষেত্রে মানতে রাজি হয়নি বেসরকরি হাসপাতালগুলো। বেসরকারি হাসপাতালগুলির বক্তব্য, মার্চের বদলে তা এপ্রিল করা হোক। অপরদিকে, বেসরকারি হাসপাতাল সংগঠনের সভাপতি রূপক বড়ুয়া জানিয়েছেন, ডিসেম্বরের পরে এই আর্জি পুনর্বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছে কমিশন।

এদিকে, স্বাস্থ্য কমিশনের চেয়ারম্যান অসীম বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'অ্যাডভাইজারি দেওয়ার পরে তা মানা হচ্ছে না এরকম কোনও খবর পাইনি। অ্যাডভাইজারি না মেনে চলার খবর পেলে কমিশন পদক্ষেপ নেবে। কমিশনের ক্ষতিপূরণ দেওয়ানোর ক্ষমতা রয়েছে। আর লাইসেন্স বাতিলের সুপারিশ করার এক্তিয়ার রয়েছে'।

লকডাউনেও চলছে কলকাতা মেট্রোর উন্নয়ন

কলকাতা, ২৯আগস্ট(হি. স.): লকডাউনেও মেট্রোর উন্নয়ন থেমে নেই। এই সময়ে পরিষেবা বন্ধ থাকা কালীন অবস্থায় সব যান্ত্রিক ত্রুটি মেরামত করে নিতে চাইছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। এরপরে মেট্রো পরিষেবা চালু হলে যাতে যাত্রীদের কোনও রকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয় সে কথা মাথায় রেখেই এই উদ্যোগ ।তারই ফলস্বরূপ চাঁদনি চক মেট্রো স্টেশনে বসল এসক্যালেটর। এতে যাত্রীদের আরও সুবিধা হবে বলেই জানিয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। শনিবার মেট্রোর তরফে একটি বিবৃতি জারি করে একথা জানানো হয়েছে।

ওই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, লকডাউনের মধ্যে রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিষেবা আরও উন্নত করার জন্য অনেক পরিকল্পনা নিয়েছিল মেট্রো রেলওয়ে। বিভিন্ন স্টেশনে সেইসব কাজ চলেছে। সামাজিক দূরত্ব ও অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি মেনেই এইসব কাজ হয়েছে ।এই সময়কে কাজে লাগিয়ে চাঁদনি চক মেট্রো স্টেশনে পুরনো এসক্যালেটরকে সরিয়ে একটি নতুন এসক্যালেটর বসানো হয়েছে। আগামী সপ্তাহ থেকেই এই নতুন এসক্যালেটর কাজ শুরু করবে। ইলেকট্রিক্যাল ও সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং দফতর যৌথভাবে খুব শিগগির কালীঘাট ও যতীন দাস পার্ক মেট্রো স্টেশনেও দুটি এসক্যালেটর বসানোর কাজ করবে। এর ফলে মেট্রো পরিষেবা শুরু হলেই যাত্রীদের আরও সুবিধা হবে।

সেপ্টেম্বরের শুরু থেকেই সামাজিক দূরত্ব মেনে মেট্রো কর্তৃপক্ষ চাইলে পরিষেবা শুরু করতে পারে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে রেলমন্ত্রককে চিঠিও লিখেছেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। মেট্রো কর্তৃপক্ষ অবশ্য জানিয়েছে তারা তৈরীই আছে, কেন্দ্র ও রাজ্যের তরফে লিখিত নির্দেশ পেলেই পরিষেবা চালু করবে।

বিজেপির যুব মোর্চার নতুন সভাপতি করা হয় চন্দনেশ্বর সেনগুপ্তকে

ঝাড়গ্রাম, ২৯ আগস্ট (হি. স.) : বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূলকে জঙ্গলের এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ বিজেপি। সাম্প্রতি কিছু দিন আগেই শাসক দল রদবদল করেছে। এবার জেলা বিজেপির যুব মোর্চার নতুন সভাপতি করা হয় চন্দনেশ্বর সেনগুপ্তকে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে দেখছে বিজেপি। সেই লক্ষ্যেই ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন চন্দনেশ্বর সেনগুপ্ত।

শনিবার ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপির কার্যালয় চন্দনেশ্বর সেনগুপ্তকে সংবর্ধেনা দেন বিজেপির নেতাকর্মীরা। এবিষয়ে ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপির সভাপতি সুখময় সৎপতি বলেন নতুন বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতির হাত ধরে বিজেপির যুব মোর্চার কর্মীরা আরো বেশি শক্তিশালী হবে একুশের বিধানসভা নির্বাচনে ঝাড়গ্রাম জেলায় চারটি বিধানসভার মধ্যে চারটি দখল করবে ভারতীয় জনতা পার্টি। সুখময় বাবু আরও বলেন বেশ কয়েকদিন ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখতে পাচ্ছি যুবশক্তি নামে কি সব শক্তি বেরিয়েছে আমাদের সব শক্তি শক্তি লাগে না আমাদের যুব মোর্চার সদস্যরাই যথেষ্ট ওদের কাছে। এদিন সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজেপির যুব মোর্চার ঝাড়গ্রাম জেলার সভাপতি চন্দনেশ্বর সেনগুপ্ত বলেন সকলকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে বিজেপির যুব মোর্চার প্রত্যেকটি সদস্য দলের সম্পদ।

অন্যদিকে সদ্য-প্রাক্তন ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি অনুরণ সেনাপতি বলেন চন্দনেশ্বর সেনগুপ্ত কোনদিনও বিজেপির কর্মী বা সদস্য ছিল কিনা আমি জানিনা। উনি একজন বহিরাগত উনি এখন দলের সম্পদ এখানে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ হচ্ছে দলের স্বার্থ কেউ দেখছে না। অনুরণ আর বলেন জেলার যুব মোর্চার কমিটিতে যারা ছিল তারা কি কেউ যোগ্য ছিল না যুব মোর্চার জেলা সভাপতি হওয়ার জন্য।

অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের

তিনের পাতার পর

নির্ধারণ করা হয়েছে যদিও গত দু বছরে মাত্র ৫০০ জন বর-কন্যার বিয়ের রেজিস্ট্রিশন করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত বিয়ের পঞ্জিয়ন হয়েছে মাত্র ৫০০ জন কন্যার। তাঁরাই অরুন্ধতী প্রকল্পের অধীনে অনুমোদিত অর্থ লাভ করবেন। অর্থমন্ত্রী ড় শর্মা বলেন, আগামী ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত যত জন সুবিধাভোগী থাকবেন, তাঁদের সবাইকে এই প্রকল্পের অধীনে নির্ধারিত অর্থ প্রদান করা হবে।

মহাজাতি সদন কাণ্ডে মর্মাহত এবং ক্ষুব্ধ প্রদীপ ভট্টাচার্য

কলকাতা, ২৯ আগস্ট (হি. স.): শুক্রবার মহাজাতি সদনের সামনে কংগ্রেস ছাত্র পরিষদের সদস্যদের ওপর পুলিশি নির্যাতনের বিরুদ্ধে নিন্দায় সরব হলেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য। এই প্রসঙ্গে পুলিশের রাজনৈতিক আনুগত্য নিয়েও সরব হয়েছেন তিনি। মহাজাতি সদন কাণ্ডে নিজের ক্ষোভ উগরে দিয়ে শনিবার প্রদীপ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, এই ঘটনায় প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব মর্মাহত এবং ক্ষুব্ধ। মহাজাতি সদনে যেহেতু কংগ্রেস ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাই এই দিনটিকে স্মরণ করে শান্তিপূর্ণভাবে কর্মীরা পতাকা উত্তোলন করতে গিয়েছিল ।তাদেরকে অযথা হেনস্তা অধিকার পুলিশের নেই। তৃণমূল কংগ্রেস এবং মুখ্যমন্ত্রীর কোন অধিকার নেই ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করার। মহাজাতি সদনের ভেতরে তৃণমূল সুপ্রিমো বেআইনি ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করেছেন ।অথচ প্রকৃত ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনে তিনি বাধা দিয়েছেন ।কংগ্রেস ছাত্র পরিষদের ইতিহাস বহু পুরনো। তখন তৃণমূলের জন্ম হয়নি। পুলিশকে দিয়ে গোটা পরিস্থিতিটাকে কলঙ্কিত করা হয়েছে। দল দাসে পরিণত হয়েছে পুলিশ ।কংগ্রেস ছাত্র পরিষদের একটা সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। এই সংগঠনের সঙ্গে নাম জড়িয়ে রয়েছে শ্যামল ভট্টাচার্য্য, প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির মতন নেতার।

এই প্রসঙ্গে সরব হয়েছেন বিজেপির প্রাক্তন সহ-সভাপতি তথা সমাজকর্মী চন্দ্রকুমার বোস। তিনি জানিয়েছেন, বিষয়টি দুর্ভাগ্যজনক। মহাজাতি সদনের ভেতরে কেন ছাত্র পরিষদকে অনুষ্ঠান করতে দেওয়া হল না, তা খতিয়ে দেখা উচিত ।বিজেপি, ফরওয়ার্ড ব্লক সহ একাধিক রাজনৈতিক দল মহাজাতি সদনে এর আগে দলীয় অনুষ্ঠান করেছে। রাজনীতিতে হিংসা এবং সংঘর্ষ একেবারে কাম্য নয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ যে সংস্কৃতির বাংলা গড়েছে সেখানে এই হিংসা একেবারে কাম্য নয়। কিন্তু কোনও রাজনৈতিক দল হিংসা থেকে পিছপা হচ্ছে না।

বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক অধ্যাপক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বহুত্ববাদী গণতন্ত্রের পরিবেশ নেই ।সিপিএম যখন ক্ষমতায় ছিল তখন তারা নিজেদের জোট শরিক আরএসপি এবং ফরওয়ার্ড ব্লককে কোনঠাঁসা করে রাখার চেষ্টা করে গিয়েছে ।বর্তমান তৃণমূল সরকার সেই একই কাজ করে করে যাচ্ছে। ২০১১ বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে ক্ষমতায় এসেছিল তৃণমূল। পরে জোট ভেঙে বেরিয়ে আসেন। বহু কংগ্রেস নেতা কর্মীকে নিজের দলের টেনেছেন তিনি। নিজের রাজনৈতিক কথাকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে ভিন্ন সুরের কোন জায়গা নেই।

নবান্নে বসে সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিং মমতার বৈঠক প্রসঙ্গে প্রাজ্ঞ এই রাজনৈতিক বিশ্লেষক জানিয়েছেন, কেন্দ্রে বিজেপির বিরুদ্ধে হাত ধরার জন্য মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেসকে চাইছেন। কিন্তু রাজ্যের নিরবিচ্ছিন্নভাবে নিজের ক্ষমতা বিস্তারে মরিয়া তিনি। সেখানে কংগ্রেসের কোন স্থান নেই ।উল্লেখ করা যেতে পারে প্রতি বছর মহাজাতি সদনে ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠান পালন করে কংগ্রেস কর্মীরা। কিন্তু চলতি বছর করোনা আবহে মহাজাতি সদনের ভিতরে ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। কিন্তু তারই মাঝে শুক্রবার মহাজাতি সদনে আচমকা প্রবেশের অভিযোগে ৬৭ জন কংগ্রেস কর্মীকে আটক করে পুলিশ।

মহাজাতি সদনের ভিতরে অনুষ্ঠান পালনের অনুমতি না পাওয়ায় মহাজাতি সদনের বাইরে ম্যাটাডোরে ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠান করা হয়। অভিযোগ উঠেছে অনুষ্ঠান চলাকালীন হঠাৎই মহাজাতি সদনের পাঁচিল, গেট টপকে ভিতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করে ছাত্র পরিষদের একদল সমর্থক। আর তাদের আটকাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ে পুলিশ। সঙ্গে ছাত্র পরিষদের কর্মী সমর্থকদের সংঘর্ষ তৈরি হয়। এর পরেই আটক করা হয় বেশ বেশ কয়েকজন কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের।

রনডিহা জলাধারে ডলফিন নজরদারিতে নামল বনদফতর

দুর্গাপুর, ২৯ আগস্ট (হি.স.) : দীর্ঘ ২১ বছর পর পশ্চিম বর্ধমানের দামোদরের রনডিহা জলাধারে ডলফিন! আর ডলফিন দেখতে সাধারন মানুষের উপচে পড়া ভিড় জলাধারে। নজরদারিতে নামল বনদফতর।

জানা গেছে, শনিবার সকাল নাগাদ মৎস্যজীবিরা দুটো ডলফিন জলাধারের নীচের দিক থেকে উজানের দিকে আসতে দেখে। টয়টম্বুর দামোদরে ডলফিন দেখে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। খবর চাউর হতেই রনডিহা, চাকতেঁতুল, বনগ্রাম, শালডাঙা, শাঁকুড় এলাকার উৎসুক বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বনদফতরের কসবা বিট অফিসের বনকর্মীরা। উল্লেখ্য, ১৯৯৯ সালে রনডিহা জলাধারে একবার ডলফিন দেখা গিয়েছিল। তিনদিন ধরে ছিল। তারপর দীর্ঘ ২১ বছর পর আবার ডলফিন নজরে পড়তেই উচ্ছাসিত এলাকাবাসী। কসবা বিট অফিসার সুদীপ ব্যানার্জী জানান,' দুটি ডলফিন মৎস্যজীবিরা দেখতে পেয়েছে বলে জানিয়েছে। জলপুর্ন নদীতে গঙ্গা থেকে ডলফিনগুলো এসেছে। দুপুরের পর আর দেখা যায়নি। ডলফিনগুলোর ক্ষতি কেউ না করে, তারজন্য বনকর্মীদের রাখা হয়েছে নজরদারিতে।'

তালা

● **প্রথম পাতার পর**

কেন্দ্রে চাকরির সংস্থান করে দেওয়া হল না সেই প্রশ্ন উঠেছে। খবর পেয়ে পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস-চেয়ারম্যান তাপস দাস এবং সিডিপিও সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ছুটে যান ।তবে এখনও সমস্যার কোনো সমাধান হয়নি বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

সমিতির

● **প্রথম পাতার পর**

আলোচনা সংগঠিত হবে। এই বৈঠকে বিশেষ করে আগরতলা পুর নিগম সহ পুর সংস্থা এবং নগর সংস্থা ও এডিসির নির্বাচন বিষয়ে আলোচনা হবে। এই বৈঠকে এডিসির নির্বাচন নিয়েও আলোচনা করবেন নেতৃত্ব। এই সময়ের মধ্যে যে বেশ কয়েকটি বিষয়ে গুরুত্ব পাবে তারমধ্যে অবশ্যই রয়েছে আইপিএফটির সাথে আঁতাতের বিষয়টিও। এই সময়ে আইপিএফটি এবং বিজেপির মধ্যে যে সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তারমধ্যে অবশ্যই রয়েছে পার্টির রণকৌশল ঠিক করা। এই সময়ে রাম মাধবের উপস্থিতিতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হওয়ার কথা ছিল বলে খবর। এই বৈঠকে অন্যান্য বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

প্রসঙ্গত এদিনের বৈঠকে যে কয়েকটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয় তারমধ্যে অবশ্যই রয়েছে এডিসির নির্বাচনে আইপিএফটির সাথে আঁতাত হবে কিনা বিষয়টি। এইবারের কার্যকারিনী বৈঠকটি দুইভাবে অনুষ্ঠিত হবে। একদিকে যারা রয়েছেন আগরতলা তাদের একটা অংশকে পার্টি অফিসে আনা হলেও অন্যান্যরা বাড়ি থেকেই এই কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। জানা গেছে এই সময়ে আগরতলা এবং অন্যান্য জায়গায় যারা রয়েছেন তারা অংশ নেবেন ভার্সুয়ালে। এই বিষয়টি উল্লেখ করে সকলেই বলেছেন আসন্ন আগরতলা পুর নিগম ও অন্যান্য বিষয়ে এই বৈঠকে আলোচনা হবে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্যরা অংশ নিয়েছেন। প্রসঙ্গত আগরতলা এবং রাজ্যের অন্যান্য জায়গায় করোনা পরিস্থিতি ছাড়াও রাজনৈতিক আবহে এই বৈঠক যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

অনুষ্ঠিত

● **প্রথম পাতার পর**

গুলির নির্বাচনে দলের অবস্থান কি হবে তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

সমিতি

● **প্রথম পাতার পর**

অভিযোগ। বর্তমান সরকারের আমলে নারীরা কোনোভাবেই সুরক্ষিত নয় বলেও তারা অভিযোগ এনেছেন ।নারীদের অধিকার সুরক্ষার দাবিতে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে জানান সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদিকা সাংসদ ঝরনা দাস বৈদ্য ।তিনি আরো অভিযোগ করেছেন বর্তমান সরকারের আমলে বিরোধীদের ওপর হামলা এবং মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ধরনের ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন নারীনেত্রী ।গণতন্ত্র রক্ষা এবং গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে আনার জন্যই সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন ।নারীসহ বিরোধী দলের নেতাকর্মী সমর্থকদের ওপর হামলা হুজ্জতি থেকে বিরত থাকার জন্য তিনি সরকার এবং শাসক দলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। অন্যথায় যে আন্দোলন গড়ে তোলা হবে তা বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার এবং পুলিশ বাহিনী দমন করতে পারবেনা বলে হুশিয়ারি দিয়েছেন সাংসদ ঝরনা দাস বৈদ্য। সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে নারী নির্যাতনের এক বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন।

৩৪ লক্ষ

● **প্রথম পাতার পর**

বিহারে ৫৫৮ জনের, চন্ডীগড়ে ৪৫ জন, ছত্তিশগড়ে ২৫১ জন, দাদর ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউতে দু''জনের মৃত্যু হয়েছে, দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৪,৩৮৯ জনের, গোয়া ১৭৫ জন, গুজরাটে ২,৯৭৬ জনের, হরিয়ানায় ৬৬১ জনের, হিমাচল প্রদেশে ৩৩ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৬৭৮ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৩৮১ জনের, কর্ণাটকে ৫,৩৬৮ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ২৭৪ জন, লাদাখে ২৮ জন, মধ্যপ্রদেশে ১,৩২৩ জন, মহারাষ্ট্রে ২৩,৭৭৫ জনের মৃত্যু হয়েছে, মণিপুরে ২৭ জন, মেঘালয়ে ১০ জন, নাগাল্যান্ডে ৯ জন, ওড়িশায় ৪৫৬ জনের, পুদুচেরিতে ১৯৯ জন, পঞ্জাবে ১,৩০৭ জন, রাজস্থানে ১,০১৭ জনের, সিকিমে ৩ জন, তামিলনাড়ুতে ৭,০৫০ জন, তেলেঙ্গানায় ৮০৮ জন, ত্রিপুরায় ৯৪ জন, উত্তরাখণ্ডে ৩৯ জন, উত্তর প্রদেশে ৩,২৯৪ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৩,০৭৩ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ভারতে এই মুহূর্তে মৃত্যু হয়েছে ১.৮১ শতাংশ মানুষের, সুস্থ হয়েছেন ৭৬.৪৭ শতাংশ মানুষ এবং চিকিৎসাধীন ২১.৭২ শতাংশ মানুষ।

ফের বৃদ্ধি, ২৪ ঘন্টায় ভারতে ৯.০১ লক্ষ কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষা। ভারতে কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষায় ফের বৃদ্ধি। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ৯.২৮ লক্ষের বেশি কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৮ আগস্ট সারাদিনে ৯,২৮,৭৬১টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

ভষ্মিভূত

● **প্রথম পাতার পর**

অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। পেট্রল ঢেলে দোকানে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। স্থানীয় লোকরা পেট্রোলের গন্ধ পেয়েছেন বলেও জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ।তবে নাশকতামূলক কর্মকান্ডে জড়িত কাউকে এখনো পর্যন্ত গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। এদিকে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের আপৎকালীন সাহায্য প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ।পুলিশ এবং প্রশাসনের কর্মকর্তারা ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের কাজ শুরু করেছেন ।ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের পরও পর্যাপ্ত আর্থিক সাহায্য প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলে প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

আনলক ৪

● **প্রথম পাতার পর**

অতিমারী রোধের উদ্দেশে আগের মতোই বহাল থাকছে মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার এবং সামাজিক দূরত্ব পালন বিধি।

১ সেপ্টেম্বর থেকে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং খেলাধুলোর অনুষ্ঠানে সর্বোচ্চ ১০০ জন জমায়েত করতে পারবেন। ২১ সেপ্টেম্বর থেকে খোলা মঞ্চে নাটকেও বিধিনিষেধ থাকবে না। আনলক ৪-এ প্রকাশ্যে মদ, গুটখা ও অন্যান্য তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে। তবে এই পর্বেও সিনেমা হল, সুইমিং পুল, বিনোদন পার্ক ও থিয়েটার খুলছে না। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অনুমতি ছাড়া আন্তর্জাতিক উড়ানও বন্ধ থাকছে।

২১ সেপ্টেম্বর থেকে কনটেইনমেন্ট জোনের বাইরে স্কুলের ক্ষেত্রে বেশকিছু নিয়ম শিথিল হবে। শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীরা ২১ সেপ্টেম্বর থেকে স্কুলে যেতে পারবেন। অনলাইন ক্লাস এবং টেলিকাউন্সিলের জন্য শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের ৫০ শতাংশ স্কুলে যেতে পারবেন। কনটেইনমেন্ট জোনের বাইরে নবম ও দশম শ্রেণির পড়ুয়ারাও স্কুলে যেতে পারবে। তবে তা বাধ্যতামূলক নয়। যারা চাইবে শুধুমাত্র তারাই স্কুলে যেতে পারবে। এজন্য অভিভাবকদের লিখিত অনুমতি প্রয়োজন। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরি ব্যবহার করা যাবে। গবেষকরাও প্রয়োজন মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে পারবেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক এ জন্য গাইডলাইন ঘোষণা করবে।

মিলেনি

● **প্রথম পাতার পর**

সংক্রমণের উৎস খুঁজে পাওয়া যায়নি। তেমনি, সংস্পর্শে গিয়ে সংক্রমিত হয়েছেন ৩০.৫৩ শতাংশ এবং ভ্রমণ ইতিহাস রয়েছে ২৬.২০ শতাংশেব। সাথে তিনি যোগ করেন, টিএসআর এবং বিএসএফ জওয়ান আক্রান্তের হার ১২.৯০ শতাংশ।

এদিকে, ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্ত আরও চারজনের মৃত্যু হয়েছে শনিবার। প্রতিদিন করোনা আক্রান্তের মৃতের ঘটনায় আতঙ্ক ক্রমশ বাড়ছে। এদিকে, শনিবার রাজ্যে নতুন করে ৪৪৭ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। ৩৭২২টি নমুনা পরীক্ষায় ওই করোনা আক্রান্তদের সন্ধান মিলেছে। বর্তমানে করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৪৩৭৬ জন।

স্বাস্থ্য দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে এন্টিজেনে ২৬৬৫টি নমুনা পরীক্ষায় ৩৮৭ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। এদিকে, ১০৫৭টি আরটিপিসিআর পরীক্ষায় ৬০ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। এদিকে, জেলা ভিত্তিক আক্রান্তের হিসেবেউনকোটিতে ৪৪ জন, উত্তর ত্রিপুরায় ৩৮জন, ধলাইতে ২৪ জন, খোয়াইতে ৫৮ জন, পশ্চিম ত্রিপুরায় ১৭০ জন, সিপাহীজলায় ২৮ জন, দক্ষিণ ত্রিপুরা ৪২ জন এবং গোমতী জেলায় ৪৩ জন কোভিড-১৯ পজেটিভ রয়েছেন। শনিবার যে চারজনের মৃত্যু হয়েছে তাদের মধ্যে দুইজন উত্তর জেলার এবং একজন করে পশ্চিম ও ঊনকোটি জেলার বাসিন্দা। তাছাড়া এদিন বিভিন্ন কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে ১৯৫ জন রোগী সুস্থ হয়ে ফিরে গেছেন।

জামাই

● **প্রথম পাতার পর**

চলে যায় ।এদিকে স্বামী রাজিব লস্কর অসুস্থ হয়ে জিবি হাসপাতালে ভর্তি হয় ।চিকিৎসা থেকে সুস্থ হওয়ার পর সে নিজের বাড়িতে না গিয়ে শ্বশুরবাড়িতেই স্ত্রীর কাছে চলে যায়। সেখান থেকেই আশ্চর্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যায় ।এর পেছনে যে বড় ধরনের রহস্য আত্মগোপন করে রয়েছে তা সহজেই অনুমেয় ।পুলিশ ঘটনার সঠিক তদন্ত করলে আসল রহস্য উদঘাটন করা সম্ভব হবে বলে মনে করছেন বিভিন্ন মহল।

এসইউসিআই-র

তিনের পাতার পর

ধারা নিম্নগামী না হওয়া পর্যন্ত স্কুলসমূহ খোলা থেকে বিরত থাকতে তিনি রাজ্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন এবং শিক্ষকদের লালারস পরীক্ষার্থে তাঁদের নিজেদের স্কুলে পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করতে তিনি সরকারের দাবি জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, ইতিমধ্যে কাছাড় সহ যে সব জেলায় একটি স্থানে জড়ো হয়ে পরীক্ষা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেই সব জেলায় শিক্ষক তথা জনসাধারণের মধ্যে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। তাই সরকার বর্তমানে স্কুল কলেজ খোলার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার জন্য জোরালো দাবি জানিয়েছে এসইউসিআই। এক প্রেস বার্তায় বিজিৎ কুমার সিংহ এ খবর জানিয়েছেন।

মাঠে ফিরছে লিভারপুলের স্বপ্ন যাত্রা

গত মার্চে, অ্যাস্টন ভিলাকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দেওয়া ম্যাচের পর কেটে গেছে ঠিক ১০০ দিন। অনাকাঙ্ক্ষিত দীর্ঘ বিরতিতে অনিশ্চয়তার নানা বাঁক পেরিয়ে আবার মাঠে ফিরতে যাচ্ছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ। চিরচেনা পরিবেশে নয় ঠিকই, তবে বিশ্বজুড়ে ফুটবলপ্রেমীদের জন্য প্রতিযোগিতাটির ফেরাটাই অনেক কিছু।লিগ ফেরানোর জন্য সম্ভবত সবচেয়ে উন্মুখ ছিল লিভারপুল। সব ঠিকঠাক এগোলে মার্চেই হয়তো তিন দশকের অপেক্ষার শেষ হতো দলটির, ঘরে তুলতো লিগ শিরোপা। করোনাভাইরাসের প্রার্দুভাবে থমকে যায় সবকিছু। স্বপ্ন ছোঁয়ার খুব কাছে দাঁড়িয়ে ভেস্তে যেতে বসে তাদের এতো দিনের সব চেষ্টা। তীরে এসে তরী ডোবার মতো অবস্থা। অবশেষে আরাধ্য সে স্বপ্ন সত্যি করার সুযোগ পাচ্ছে ইয়ুর্গেন ক্লপের দল। মাত্র দুটি ম্যাচ জিতলেই প্রথমবারের মতো ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের মুকুট পরবে তারা।এক যুগ পর প্রিমিয়ার লিগে ফিরে তাক লাগিয়ে দিয়েছে শেফিল্ড ইউনাইটেড। শীর্ষ চারে থেকে লিগ শেষ করার সম্ভাবনা জাগিয়েছে দলটি। অবনমনের শঙ্কায় থাকা অ্যাস্টন ভিলার মাঠে তাদের ম্যাচ দিয়েই ফিরতে যাচ্ছে ইংলিশ ফুটবলের শীর্ষ প্রতিযোগিতাটি। বুধবার ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত ১১টায়। দুই ঘণ্টা ১৫ মিনিট পর দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হবে স্বাগতিক ম্যানচেস্টার সিটি ও ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় জায়গা পাওয়ার লড়াইয়ে থাকা আর্সেনাল।এই ম্যাচের দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকবে লিভারপুল। লিগ স্থগিত হওয়ার আগে টানা তিন ম্যাচে জেতা আর্সেনাল জয়ের

ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারলে লিভারপুল শিরোপা জেতার কাজটা সারতে পারে ফেরার ম্যাচেই। আগামী রোববার এভারটনের মাঠে খেলবে দলটি। ২৯ ম্যাচে ২৭ জয় ও এক ড্রয়ে ৮২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে ১৯৮৯-৯০ মৌসুমে ১৮ লিগ শিরোপার সবশেষটি জেতা লিভারপুল। এক ম্যাচ কম খেলে ৫৭ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে আছে টানা দুবারের চ্যাম্পিয়ন পেপ গুয়ার্দিওলার দল সিটি।শিরোপা লড়াই অনেক আগেই একপেশে হয়ে গেছে। তবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জায়গা করে নেওয়ার লড়াই বেশ উত্তাপ ছড়াচ্ছে।২০১৫-১৬ মৌসুমে পুরো বিশ্বকে তাক লাগিয়ে লিগ শিরোপা জিতে নেওয়া লেস্টার সিটি ২৯ ম্যাচে ৫৩ পয়েন্ট নিয়ে আছে তিন নম্বরে। ৫ পয়েন্ট পিছিয়ে থেকে চার নম্বরে চেলসি। সেরা চারে থেকে লিগ শেষ করার সম্ভাবনায় ভালোভাবে আছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড (৪৮), উলভারহ্যাম্পটন ওয়ানডারার্স (৪৫) ও শেফিল্ড (৪৩)। নবাগত শেফিল্ড আবার এক ম্যাচ কম খেলেছে।একটু পিছিয়ে পড়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ রানার্সআপ টটেনহ্যাম হটস্পার ও আর্সেনাল। যথাক্রমে ৪১ ও ৪০ পয়েন্ট নিয়ে অষ্টম ও নবম স্থানে আছে দল দুটি।অবনমন অঞ্চলে আছে বোর্নমাউথ (২৭), অ্যাস্টন ভিলা(২৫) ও নরউইচ সিটি (২১)। ঝুঁকিতে আছে বোর্নমাউথের সমান পয়েন্ট পাওয়া ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড ও ওয়াটফোর্ডও।

গোল্ডেন শু-এর লড়াই

চার বছর আগে লেস্টারের একমাত্র শিরোপা জয়ের আসরের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৪ গোল করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা জেমি ভার্ডি এবারও আছেন দারুণ ফর্মে। এখন পর্যন্ত ১৯ গোল করে আছেন গোলদাতাদের তালিকার শীর্ষে, সঙ্গে চারটি অ্যাসিস্টও আছে এই ইংলিশ স্ট্রাইকারের নামের পাশে।১৭ গোল করে দুইয়ে আছেন আর্সেনালের ফরোয়ার্ড পিয়েরে-এমেরিক অবামেয়াং। তার চেয়ে একটি করে গোল কম করেছেন লিভারপুলের মোহামেদ সালাহ ও ম্যানচেস্টার সিটির সের্হিও আগুয়েরো।

নিয়মের ঘেরাটোপে ফুটবল

মে মাসে শুরু হওয়া বুন্ডেসলিগার দেখানো পথে গত সপ্তাহে শুরু হয়েছে লা লিগা। সবখানে একই চেহারা, সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে নিয়মের ঘেরাটোপে যেন বন্দি ফুটবল। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এর বিকল্পও নেই।প্রিমিয়ার লিগ শুরুর আগে এখানেও তেমনি বেঁধে দেওয়া হয়েছে নানা নিয়ম। সবগুলো ম্যাচ দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে হবে, বলা হয়েছে আগেই। যোগ হলো আরও অনেক কিছু: ব্রডকাস্টার ও গণমাধ্যম কর্মী, ধারাভাষ্যকার, ডোপিং অফিসিয়াল, দুই দলের কোচ, খেলোয়াড়, ম্যাচ অফিসিয়ালস-সব মিলে সর্বোচ্চ ৩০০ জন থাকতে পারবেন মাঠে।

প্রতিটি ম্যাচের আগে সব খেলোয়াড়দের তাদের ট্রেনিং গ্রাউন্ডে কোভিড-১৯ পরীক্ষা করানো হবে। দলগুলো আলাদা ভাবে মাঠে প্রবেশ করবে এবং ম্যাচের দুই অর্ধের মাঝে দেওয়া হবে 'ড্রিঙ্কস ব্রেক।' ম্যাচের আগে খেলোয়াড়রা হাত মেলাবে না, টস করার পরেও না। মাঠে কোনো 'বল বয়' থাকবে না। খেলা চলাকালীন বল স্ট্যান্ডে গেলে আলাদা বল ব্যবহার করা হবে। খেলোয়াড়রা নিজেদের আলাদা আলাদা পানির বোতল ব্যবহার করবে এবং অবশ্যই ম্যাচ শুরু ও শেষের পর হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করবে।

হোম ম্যাচের সুবিধা হারানোর শঙ্কা দুরূহ পরিস্থিতিতে স্বাগতিক সমর্থকদের মাঠের বাইরে জটলা এড়াতে কোনো একটি বা দুটি স্টেডিয়ামে ম্যাচ আয়োজনের ভাবনা এসেছিল। সেক্ষেত্রে হোম ম্যাচের সুবিধাবঞ্চিত হতো সবাই। আর মূলত এ কারণেই কয়েকটি দলের জোর দাবির পেছনে আলোচনার টেবিলেই তা শেষ হয়ে যায়। তবে বুন্ডেসলিগা পুনরায় শুরুর পর যে পরিসংখ্যান দেখা যাচ্ছে, তাতে প্রিমিয়ার লিগের দলগুলো এখন আফসোস করতে পারে। দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে ম্যাচকে বলা হচ্ছে 'ভুতুড়ে ম্যাচ'। যেখানে ঘরের মাঠে খেলার চেয়ে যেন প্রতিপক্ষের মাঠে খেলাই শ্রেয়। বিরতি শেষে পুনরায় শুরুর পর জার্মানির শীর্ষ লিগে এখন পর্যন্ত ৫৬টি ম্যাচের মাত্র ১২টিতে জিতেছে স্বাগতিক দল; শতকরা যা মাত্র ২১ শতাংশ। সেখানে সফরকারী দল জিতেছে ৫০ শতাংশ! বাকি ২৯ শতাংশ ড্র। বিরতির আগের চেহারা ছিল পুরো ভিন্ন; ২২৩ ম্যাচে ৪৩ শতাংশ জিতেছিল স্বাগতিক দল, ৩৫ শতাংশ সফরকারীরা।

বিশ্বকাপ আয়োজন 'অবাস্তব', মানছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া

সময় যত গড়াচ্ছে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজনের সম্ভাবনা ততই ক্ষীণ হয়ে আসছে। সেই বাস্তবতা মেনে নিচ্ছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াও। কিছুদিন আগে তারা বলেছিল, বিশ্বকাপ আয়োজন বড় ঝুঁকিতে আছে। এবার ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার চেয়ারম্যান বলছেন, বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে বিশ্বকাপ আয়োজন অবাস্তব।

আগামী অক্টোবর-নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়ায় হওয়ার কথা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের এবারের আসর। তবে বিশ্বজুড়ে করোনাভাইরাস মহামারীতে এই আসরকে ঘিরে চলছে চরম অনিশ্চয়তা।

সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে আইসিসি সভা করছে নিয়মিতই। বিশ্বকাপ নিয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি এখনও। ধারণা করা হচ্ছে, আগামী মাসে আসতে পারে সিদ্ধান্ত। তবে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার চেয়ারম্যান আর্ল এডিংস মঙ্গলবার ভিডিও কনফারেন্সে সংবাদমাধ্যমকে যা বললেন, তাতে সম্ভাব্য চিত্র অনেকটাই স্পষ্ট।

" আনুষ্ঠানিকভাবে যদিও বিশ্বকাপ এখনও বাতিল হয়নি বা পিছিয়ে যায়নি, কিন্তু বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে ১৬টি দলকে অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ে আসা, বেশির ভাগ দেশেই যেখানে কোভিড এখনও বাড়ছে, আমার মতে, এটি (বিশ্বকাপ আয়োজন) অবাস্তব, কিংবা খুব, খুব কঠিন হবে।"

বিশ্বকাপ আয়োজন নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যেই বড় একটি রদবদল এসেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষ পদগুলির একটিতে। চাকরি হারানোর গুঞ্জনের মধ্যে পদত্যাগ করেছেন প্রধান নির্বাহী কেভিন রবার্টস। চেয়ারম্যান এডিংস মঙ্গলবার সকালে এই খবর দিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবর, করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে বোর্ডের আর্থিক অবস্থা সামলাতে না পারায় রবার্টসের চাকরি ছিল ঝুঁকির মুখে।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের স্থানীয় আয়োজক কমিটির প্রধান নির্বাহী নিক হকলি আপাতত ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নির্বাহী পদে ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

দায়িত্ব নিয়ে হকলি জানিয়েছেন, অনিশ্চয়তা থাকলেও তারা বিশ্বকাপের প্রস্তুতি চালিয়ে যাবেন।

" দারুণ একটি স্থানীয় আয়োজক কমিটি আছে আমাদের, যারা সম্ভাব্য সবকিছুর জন্যই প্রস্তুতিতে ব্যস্ত সময় পার করছে। এরপর সিদ্ধান্ত যা হওয়ার হতে পারে।"

সব ম্যাচ জেতা কঠিন তবে সম্ভব: বার্সা কোচ

সমীকরণ পরিষ্কার- নিজেদের বাকি নয় ম্যাচ জিতলে অন্য কোনো হিসাব ছাড়াই লা লিগা শিরোপা নিশ্চিত হয়ে যাবে বার্সেলোনার। তবে কাজটা কঠিন হবে বলে মনে করেন কাতালান দলটির কোচ কিকে সেতিয়েন।স্পেনের শীর্ষ লিগে বার্সেলোনার নতুন শুরুটা অবশ্য ভালো হয়েছে। করোনাভাইরাস বিরতির পর নিজেদের প্রথম দুই ম্যাচে মায়োর্কা ও লেগানেসকে হারানো দলটি ২৯ ম্যাচে ২০ জয় ও চার ড্রয়ে ৬৪ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার শীর্ষে আছে। এক ম্যাচ কম খেলা রিয়াল মাদ্রিদ ৫৯ পয়েন্ট নিয়ে আছে দুই নম্বরে।নিজেদের পরের ম্যাচে শুক্রবার সেভিয়ার মাঠে খেলবে বার্সেলোনা। তার আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে সেতিয়েনের কাছে প্রশ্ন ছিল, সম্ভাব্য ২৭ পয়েন্টের সবগুলো অর্জন করা সম্ভব কি-না। লিওনেল মেসি, লুইস সুয়ারেসদের কোচ জানান তার অভিমত।"আমি মনে করি এটা সম্ভব নাও হতে পারে। যদিও দলের সামর্থ্য আছে। বাস্তবতা হচ্ছে পুনরায় শুরুর পর আমরা দুটি ম্যাচ জিতেছি, ছয় গোল করেছি এবং কোনো গোল হজম করিনি। এটা ভালো এবং অন্য দলের চেয়ে ভালো। কিন্তু প্রতিটি পয়েন্ট অর্জন করা কঠিন। তবে সম্ভব।"দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে খেলা হওয়ায় আগের মতো ভরা গ্যালারির সমর্থন পাবে না সেভিয়া। এতে নিজেদের সুবিধা দেখলেও লড়াইটা কঠিন হবে বলে মনে করেন বার্সেলোনা কোচ।"এটা আমাদের উপকার করতে পারে।

তবে এটা নির্ভর করবে ম্যাচ কীভাবে এগোয়, সেটার ওপর। এটা সত্যি যে এস্তাদিও সানচেস পিসহুয়ানে সমর্থকরা দলকে অনেক উৎসাহ জোগায়।""আমরা তৃতীয় স্থানে থাকা দলের মাঠে খেলতে যাচ্ছি, ম্যাচটা কঠিন হবে। আমাদের ভালো খেলতে হবে। ম্যাচটা জেতা আমাদের আত্মবিশ্বাসের জন্য দারুণ হবে, তবে এটা অবশ্যই শিরোপা নির্ধারক হবে না।"

নাপোলির বিপক্ষে ঘরের মাঠে খেলতে চায় বার্সেলোনা

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বার্সেলোনার বিপক্ষে শেষ ষোলোর প্রথম লেগ নিজেদের মাঠে দর্শকে ঠাসা স্টেডিয়ামে খেলেছিল নাপোলি। বার্সেলোনা কোচ কিকে সেতিয়েন মনে করেন, উয়েফার উচিত বার্সেলোনাকে ফিরতি লেগের ম্যাচটি লিসবনের নিরপেক্ষ ভেন্যুর বদলে কাম্প নউয়ে খেলার সুযোগ দেওয়া।ফেব্রুয়ারিতে সান পাওলো স্টেডিয়ামে প্রথম লেগের ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হয়েছিল। কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে ফিরতি লেগের এই ম্যাচসহ স্থগিত হয়ে যায় প্রতিযোগিতাটির সব ম্যাচ। এটিসহ শেষ ষোলোয় মোট চারটি ম্যাচ বাকি।গত বুধবার উয়েফা জানায়, স্থগিত থাকা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শেষ করতে আগামী অগাস্টে পর্তুগালের লিসবনে বসবে 'আট দলের মিনি-টুর্নামেন্ট।' শেষ আটের ড্র হবে ১০ জুলাই।শেষ ষোলোয় ম্যানচেস্টার সিটি-রিয়াল মাদ্রিদ, বায়ার্ন মিউনিখ-চেলসি, ইউভেন্তুস-অলিম্পিক লিওঁ ও বার্সেলোনা-নাপোলি লড়াইয়ের ফিরতি লেগ হবে আগামী ৭ ও ৮ অগাস্ট। তবে ম্যাচগুলোর ভেন্যু এখনও ঠিক করেনি উয়েফা। হতে পারে পূর্ব নির্ধারিত ভেন্যুতে, নয়তো পর্তুগালে।ছবি: বার্সেলোনাছবি: বার্সেলোনাসেতিয়েন চান, ঘরের মাঠে

খেলতে। লা লিগায় শুক্রবার সেভিয়ার বিপক্ষে ম্যাচকে সামনে রেখে আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে এমন দাবি করেন বার্সেলোনা কোচ।"আমি ম্যাচটি আমাদের স্টেডিয়ামে খেলতে চাই। কারণ, যদি না খেলি তাহলে আমাদের প্রতিপক্ষকে সুবিধা দেওয়া হবে, যারা প্রথম লেগে খেলেছিল তাদের মাঠে এবং ভরা গ্যালারির সমর্থন পেয়েছিল।"

বদলে যাওয়া ইউরোপ সেরার প্রতিযোগিতায় এবার কোয়ার্টার-ফাইনাল ও সেমি-ফাইনাল হবে এক লেগে। উয়েফার এ সিদ্ধান্তের বিপক্ষে সেতিয়েন।"আমি মনে করি এটা বাজে সিদ্ধান্ত, শুধু বার্সেলোনার জন্য নয়, সব দলের জন্য। দুই ম্যাচের ক্ষেত্রে ধাক্কা সামাল দেওয়া যায়, এখন সবকিছু থাকবে ঝুঁকির মধ্যে। আমি দুই লেগের পক্ষে কিন্তু উয়েফা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং আমাদের এর সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে।"করোনাভাইরাসের কারণে তিন মাসের বেশি সময়ের অনাকাঙ্ক্ষিত বিরতি শেষে মাঠে ফিরে লা লিগায় দুই ম্যাচেই জিতেছে সেতিয়েনের দল। পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে ৫ পয়েন্টে এগিয়ে শীর্ষে বার্সেলোনা। তবে আগামী ম্যাচে পয়েন্ট তালিকার তিন নম্বর দলের বিপক্ষে বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের দিতে হবে কঠিন পরীক্ষা।

পাকিস্তানেই কেন এত দুর্দান্ত বোলার আসে?

লন্ডন।। লম্বা গঠন, চওড়া কাঁধ। গতি ভয়ংকর, সঙ্গে বলকে ভেতরে বা বাইরে ঢোকানো সুইংয়েব বিষ। ওহ হ্যাঁ, রিভার্স সুইংও আছে শিল্পের বাড়তি রসদ হয়ে। একজন আদর্শ পাকিস্তানি ফাস্ট বোলারের বৈশিষ্ট্যই হয়ে গেছে এসব।

স্পিনও বা কম কী! আবদুল কাদির থেকে শুরু করে সাকলায়েন মুশতাক, মুশতাক আহমেদস্পিনও পাকিস্তানের শক্তি হয়ে দেখা দিয়েছে অনেকবারই।

যদিও পাকিস্তান বললে পেসারের কথাই মনে পড়ে বেশি। যুগে যুগে গতি-সুইংয়ের চোখধাঁধানো ঝলক দেখিয়ে যাওয়া পেসারে সমৃদ্ধ পাকিস্তানের ক্রিকেট। বাক্যটা পড়ে যে কারও কল্পনাতেই ওয়াসিম আকরাম, ওয়াকার ইউনিস, ইমরান খান, শোয়েব আখতার...নামগুলো ভাসতে থাকার কথা। রিভার্স সুইংকে শিল্পের মর্যাদা দেওয়া ইমরান খান, কিংবা সেটির প্রথম 'আবিষ্কারক' সরফরাজ নওয়াজ, টেস্টে ১০০ উইকেট পাওয়া (সেটিও মাত্র ২২ টেস্টে) প্রথম পাকিস্তানি ও বলতে গেলে পাকিস্তানের পেসারদের পথপ্রদর্শক ফজল মাহমুদতালিকায় আসবে এ নামগুলোও। আকিব জাভেদ, উমর গুল, কিংবা স্পট ফিক্সিং কেলেঙ্কারিতে হারিয়ে যাওয়া মোহাম্মদ আসিফ, স্পট ফিক্সিংয়ের শাস্তি শেষে ফিরলেও কিছুটা পুরোনো ঝলক হারানো মোহাম্মদ আমিরও তালিকায় ঠাঁই পাবেন। কিন্তু পাকিস্তানই কেন? যুগে যুগে পাকিস্তানে এত দুর্দান্ত সব বোলার, বিশেষত পেসার পাওয়ার কারণ কী? দুর্দান্ত অনেক ফাস্ট বোলার বিশ্বের অনেক দেশই দেখেছে, কিন্তু পাকিস্তান যেন ফাস্ট বোলারদের উর্বর ভূমি। এর একটা কারণ খুঁজে বের করেছেন বর্তমানে ধারাভাষ্যকার বনে যাওয়া সাবেক ইংলিশ অধিনায়ক মাইক আথারটন। শুনতে একটু অদ্ভুত শোনাতে পারে, কারণটা পাকিস্তান ক্রিকেটে অবকাঠামোগত সুযোগের অপ্রতুলতা। একটা দেশের ক্রিকেট সংস্কৃতি অনেকটা ঠিক করে দেয় সেখানে কেমন ক্রিকেটার আসবে। পাকিস্তানের ফাস্ট বোলিংয়ের সমৃদ্ধ ইতিহাসই হয়তো উঠতি ক্রিকেটারদের মনে

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No. 03/EE/E-CELL/ARDD/2020-21, dated 24/08 /2020.
MEMO No. F.1(20)/E-Cell/ARDD/WORKS/TENDER/19/815-28 . dated :24/08/2020.

Online Percentage rate bids in single bid percentage rate e-tender are invited on behalf of the `Government of Tripura' in PWD FORM-7(SEVEN) upto 3:00 pm on 18/09/2020 for DNIeT No:- 33/EE/E-CELL/ARDD/2019-20, DNIeT No:- 09/EE/E-CELL/ARDD/2020-21, DNIeT No.- 10/EE/E-CELL/ARDD/2020-21, DNIeT No.- 11/EE/E-CELL/ARDD/2020-21, DNIeT No.- 12/EE/E-CELL/ARDD/2020-21, DNIeT No.- 13/EE/E-CELL/ARDD/2020- 21,DNIeT No.- 14/EE/E-CELL/ARDD/2020-21, DNIeT No.- 15/EE/E-CELL/ARDD/2020-21, DNIeT No. 16/EE/E-CELL/ARDD/2020-21, DNIeT No.- 17/EE/E-CELL/ARDD/2020-21, All details can be seen in the office of the undersigned. For details please visit www.trintratenders.govin and https://ardd.tripura.gov.in. For any quary please contact 9436969700

ICA/C-1493/2020-21

Er.Othello Dewan).
Executive Engineer E-Cell, ARDD,
P.N. Complex Agartala,
West Tripura

আলভেসের কঠিনতম প্রতিপক্ষ রোনালদো

লা লিগায় একসময় মুখোমুখি হতেন নিয়মিত। দুজনেরই ঠিকানা বদল হওয়ায় এখন সেই সুযোগ নেই। তবে ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোকে নিয়ে দানি আলভেসের মনোভাব আছে আগের মতোই। ব্রাজিলিয়ান রাইট-ব্যাক জানালেন, তার মুখোমুখি হওয়া কঠিনতম প্রতিপক্ষ হলেন এই পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড।একসময়ের পেপ গুয়ার্দিওলার 'সর্বজয়ী' বার্সেলোনা দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য আলভেস 'ইউবিট' টিভিকে সম্প্রতি দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রিয়াল মাদ্রিদের সাবেক তারকাকে নিয়ে এমন মন্তব্য করেন।"সে আমাকে কখনোই তেমন ভোগাতে পারেনি, কারণ আমি মনোযোগী থাকতাম। তবে আমি যাদের মুখোমুখি হয়েছি, তাদের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন প্রতিপক্ষ হলো ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো, নিঃ সন্দেহে।""সে ওই ধরনের প্রতিপক্ষ, যাদের বিপক্ষে আপনাকে শতভাগ লক্ষ্যে স্থির থাকতে হবে। সেটা যদি ৯৯ শতাংশও হয়, তাহলে সে আপনাকে বোকা বানাবে এবং শেষ করে দেবেযখন আমি গুয়ার্দিওলার দলে ছিলাম, তখন আমার মনে হয়, সে আমাকে যতটা ভুগিয়েছিল তার চেয়ে বেশি আমি তাকে ভুগিয়েছিলাম।"লিওনেল মেসির পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পাঁচবারের বর্ষসেরা ফুটবলার রোনালদো বর্তমানে খেলছেন ইউভেন্তুসে। আর ৩৭ বছর বয়সী আলভেস আছেন স্বদেশি সাও পাওলোয়।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা পি.এম.এ.ওয়াই.জি. (গ্রামীণ) ঘর অপেক্ষমাণ তালিকাভুক্ত (Annexure-C) নিম্নলিখিত বেনিফিসিয়ারিদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বিগত ০২-০৩-২০২০ ইং তারিখে বিশালগড় আর.ডি. ব্লকের সমস্তগ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রামসভার তথ্য অনুযায়ী আপনারা এই ব্লক এলাকায় থাকেন না অথবা আপনি পি.এম.এ.ওয়াই.জি. (গ্রামীণ) ঘর নিতে অনিচ্ছুক অথবা বেনিফিসিয়ারির মৃত্যুর পর কোন সারভাইবার (উত্তরাধিকারী) নেই। অতএব আপনারা যদি সরকারি পি.এম.এ.ওয়াই.জি. (গ্রামীণ) ঘর পেতে ইচ্ছুক হন তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে নিজ নিজ যথাযথ প্রমাণপত্র সহ বিশালগড় আর. ডি. ব্লক অফিসে যোগাযোগ করুন। অন্যথায় আপনাদের নাম পি.এম.এ.ওয়াই.জি. (গ্রামীণ) ঘর অপেক্ষামান তালিকা (Annexure-C) থেকে বাদ দেওয়া হতে পারে। পি.এম.এ.ওয়াই.জি. (গ্রামীণ) MIS অনুযায়ী আপনাদের নাম ও অন্যান্য তথ্য যেভাবে Waiting List এ আছে তা নিম্নে দেওয়া হল -

Sd/- (Amit Kumar Karmakar)
28/08/2020
Block Development Officer
Bishalgarh RD Block

ICA-D-433/20

পথ দূর্ঘটনায় আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট।। তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার চাকমা ঘাটে পথদুর্ঘটনায় দুজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। ঘটনার বিবরণে জানা যায় একটি রিকশা করে দুই ব্যক্তি চাকমা ঘাট যাচ্ছিলেন। তখন ঐ একটি দ্রুতগামী গাড়ি পেছন থেকে এসে রিসকাকে ধাক্কা দেয়। ফলে রিসকা থেকে ছিটকে পড়ে দুইজন গুরুতর ভাবে আহত হন। আহতরা হলেন বিমল দাস এবং পরেশ দেববর্মা। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। আহত দুজনকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে তারা তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।গাড়ি চালকের অসাবধানতার কারণেই এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে স্থানীয় জনগণ জানিয়েছেন।

পুদুচেরিতে মৃত্যু বেড়ে ২১১, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে করোনা-সংক্রমিত ১৩,৫৫৬

পুদুচেরি, ২৯ আগস্ট (হি.স.): পুদুচেরিতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল আরও ১২ জনের। এছাড়াও এক ধাক্কায় রাজ্যে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৫৫০ জন। ফলে পুদুচেরিতে করোনায় মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২১১ এবং ১৩,৫৫৬। ১৩ হাজার ৫৫৬ জনের মধ্যে ইতিমধ্যেই ৮, ৫১১ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন। পুদুচেরির স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকাল দশটা পর্যন্ত রাজ্যে মৃত্যু হয়েছে ১২ জনের এবং আক্রান্ত হয়েছেন ৫৫০ জন, এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৪৩১ জন ও ১,৬০২টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৪,৮৩৪ এবং সুস্থ হয়েছেন ৮,৫১১ জন।

দক্ষিণ কাশ্মীরে এনকাউন্টারে নিকেশ ৩ জন জঙ্গি, শহিদ সেনা জওয়ান

শ্রীনগর, ২৯ আগস্ট (হি.স.): দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলায় পুলিশ এবং সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে ৩ জন সন্ত্রাসবাদী। গুলির লড়াই চলাকালীন জঙ্গিদের পাল্টা হামলায় শহিদ হয়েছেন ভারতীয় সেনাভাহিনীর একজন জওয়ান। দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার জাদুরা এলাকার ঘটনা। নিহত সন্ত্রাসবাদীরা কোন জঙ্গি সংগঠনের সদস্য ছিল, অথবা তাদের নাম কী, তা জানা যায়নি।জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গোয়েন্দা সূত্রে খবর পাওয়া যায় পুলওয়ামা জেলার জাদুরা এলাকায় জঙ্গিদের গতিবিধি বেড়েছে। সেই খবর পাওয়ার পর শুক্রবার রাত থেকেই জাদুরা এলাকায় অভিযান চালায় জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ, সেনাবাহিনীর ৫০ রাষ্ট্রীয় রাইফেলস এবং সিআরপিএফ। অভিযান চলাকালীন সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় জঙ্গিরা, সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানরা পাল্টা গুলি চালালে শুরু হয় সংঘর্ষ।শুক্রবার রাত থেকে শনিবার ভোর পর্যন্ত অভিযানে নিকেশ হয়েছে ৩ জন জঙ্গি। তবে, জঙ্গিদের গুলিতে গুরুতর জখম হয়েছিলেন একজন সেনা জওয়ান। তাঁকে চিকিৎসার জন্য ৯২ বেস হাসপাতালে ভর্তি করা হলে, চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি।

শনিবার আগরতলায় মুখ্যমন্ত্রীর পৌরহিত্যে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

আনন্দনগরে বেআইনী স মিল উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট।। সদর বনদপ্তর এর উদ্যোগে শনিবার আনন্দ নগরের শ্যামাপ্রসাদ কলোনিতে হানা দিয়ে একটি বেআইনি সমিল উদ্ধার করা হয়েছে।সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণ কাঠ এবং গাছের লগ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বল দপ্তরের কর্মকর্তারা সেখান থেকে দুটি গাড়ি আটক করেছেন। সমিল , কাঠ গাছের লগ এবং ২ টি গাড়ি আটক করা সম্ভব হলেও এ ব্যাপারে কাউকে আটক করতে পারেননি বনদপ্তরের কর্মকর্তারা।সদর দপ্তর সূত্রে জানা গেছে আনন্দনগরের শ্যামাপ্রসাদ কলোনিতে সমিল দিয়ে বেআইনিভাবে গাছ কেটে কাঠ তৈরি করা হচ্ছে বলে তাদের কাছে সুনির্দিষ্ট খবর ছিল। সেই খবরের ভিত্তিতে শনিবার অভিযান চালিয়ে সাফল্য পেয়েছে বনদপ্তর। এ ব্যাপারে একটি সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। উল্লেখ্য শুধু আনন্দ নগরের শ্যামাপ্রসাদ কলোনি নয় রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বনদস্যুরা বনাঞ্চল ধ্বংস করে এভাবেই বেআইনিভাবে বসিয়ে কাঠ তৈরি করে বিক্রি করে চলেছে। এ ধরনের প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে রাজ্যের সংরক্ষিত বনাঞ্চল ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। বনাঞ্চল ধ্বংস হওয়ার ফলে পরিবেশের ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে।সে কারণেই বনদপ্তর এ ধরনের বনদস্যুদের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করে ধরপাকড় শুরু করেছে।গত কিছুদিনের মধ্যে বেশ কয়েকটি সমিল উদ্ধার এবং প্রচুর পরিমাণ গাছের লগ ও কাঠ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

ক্যান্সার কেড়ে নিল প্রাণ, প্রয়াত প্রখ্যাত মার্কিন অভিনেতা চ্যাডউইক বসম্যান

নিউইয়র্ক, ২৯ আগস্ট (হি.স.): মারণ ক্যান্সারের কাছে হার মানলেন ”ব্ল্যাক প্যান্থার’ খ্যাত প্রখ্যাত মার্কিন অভিনেতা চ্যাডউইক বসম্যান। বিগত চার-বছর ধরে কোলন ক্যান্সারে ভুগছিলেন চ্যাডউইক বসম্যান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৩ বছর। বসম্যানের মৃত্যুর খবর জানানো হয়েছে তাঁর পরিবারের তরফে। মৃত্যুর সময় স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যরা তাঁর পাশেই উপস্থিত ছিলেন। পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, “চার-বছর ধরে কোলন ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করেছেন বসম্যান। নিজের অসুস্থতা সম্পর্কে কখনও প্রকাশ্যে কিছু বলেননি তিনি। অগণিত অস্ত্রোপচার ও কেমোথেরাপির মধ্যেও কাজ করে গিয়েছেন তিনি। চ্যাডউইক বসম্যানের মৃত্যুতে আমরা শোকাহত।’

২০১৬-তে চ্যাডউইকের কোলন ক্যানসার ধরা পড়ে। তখন তা স্টেজ ৩-এ পৌঁছে গিয়েছিল। তার পর শুরু হয়েছিল চিকিৎসা। অনেক বার কেমোথেরাপির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল তাঁকে। সম্প্রতি তাঁর ক্যানসার চতুর্থ স্টেজে পৌঁছে যায়। ২০১৩ সালে বেসবল তারকা ‘জ্যাকি রবিনসন’ ছবির মধ্য দিয়ে তিনি প্রথম নিজের উপস্থিতি বুঝিয়ে দেন সকলকে। মার্ভেল সিরিজের ‘ব্ল্যাক প্যান্থার’ ব্লকবাস্টার হিট হয়েছিল। এছাড়াও ”ক্যাপ্টেন আমেরিকা: সিভিল ওয়ার’, ‘অ্যাভেঞ্জার্স’ সিরিজের কিছু ছবিতেও অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে।

রেনাল মাপকাঠির উন্নতি, প্রণব মুখোপাধ্যায়ের রক্ত সঞ্চালন স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট (হি.স.): ফুসফুস সংক্রমণের চিকিৎসা চলছে, তবে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের রেনাল মাপকাঠির উন্নতি হয়েছে। রক্ত সঞ্চালনও স্বাভাবিক রয়েছে। যদিও, জ্ঞান এখনও ফেরেনি। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি গভীর কোমাতেই রয়েছেন। শনিবার সকালে দিল্লি ক্যান্টনমেন্টের আর্মি রিসার্চ এন্ড রেফারেল হাসপাতালে পক্ষ থেকে মেডিক্যাল বুলেটিনে জানানো হয়েছে, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় গভীর কোমায় রয়েছেন এবং ভেন্টিলেটর সাপোর্টে রয়েছেন। ফুসফুস সংক্রমণের চিকিৎসা চলছে ও কিডনির অকার্যকরিতার চিকিৎসার পর উন্নতি হয়েছে। প্রণববাবুর রক্তচাপ এবং হৃদস্পন্দন স্থিতিশীল (যাকে চিকিৎসা পরিভাষায় হিমোডিন্যামিক বলে) রয়েছে।

উল্লেখ্য, তিন-সপ্তাহ হতে চলল প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থায় এখনও উন্নতি হয়নি। গত ৯ আগস্ট দিল্লির রাজাজি মার্গের বাসভবনের শৌচাগারে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পান প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। তাঁর মস্তিষ্কে রক্ত জমাট বেঁধে যায়। ১০ আগস্ট তাঁকে সেনা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেই সময় অস্ত্রোপচার করে জমাট বাঁধা রক্ত বার করে দেওয়া হয়। ওই অস্ত্রোপচারের আগে শারীরিক পরীক্ষার সময় প্রণববাবুর করোনা-আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টিও জানা যায়। এর পর থেকে সেনা হাসপাতালেই রয়েছেন তিনি। অস্ত্রোপচারের পর থেকেই গভীর কোমায় আচ্ছন্ন প্রণববাবু। তখন থেকেই তাঁকে ভেন্টিলেটর সাপোর্টে রাখা হয়েছে।

নতুন করে আক্রান্ত ১৫১ জন, মহারাষ্ট্রে করোনায় মৃত্যু ১৫৩ জন পুলিশ কর্মীর

মুম্বই, ২৯ আগস্ট (হি.স.): মহারাষ্ট্রে করোনা-সংক্রমিত আরও ৫ জন পুলিশ কর্মী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। বিগত ২৪ ঘন্টায় আরও ৫ জন পুলিশ কর্মীর মৃত্যুর পর মহারাষ্ট্রে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১৫৩ জন পুলিশ কর্মীর। শনিবার পর্যন্ত মহারাষ্ট্রে মোট ১৪,৭৯২ জন পুলিশ কর্মী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১১,৮৬৭ জন পুলিশ কর্মী সুস্থ হয়েছেন এবং সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ২,৭৭২ জন।

মহারাষ্ট্র পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্যে মোট ১৫৩ জন পুলিশ কর্মীর প্রাণ কেড়েছে কোভিড-১৯। স্বস্তির বিষয় হল-মহারাষ্ট্রে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১১,৮৬৭ জন পুলিশ কর্মী এবং সক্রিয় রোগী ২, ৭৭২ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৫১ জন পুলিশ কর্মী এবং মৃত্যু হয়েছে ৫ জন পুলিশ কর্মীর। মৃত ১৫৩ জনের মধ্যে ১৫ জন অফিসার এবং ১৩৮ জন অন্যান্য পদমর্যাদার পুলিশ কর্মী।

ওড়িশায় মৃত্যু বেড়ে ৪৭০, করোনা-আক্রান্ত ৯৮ হাজার ছুঁইছুঁই

ভুবনেশ্বর, ২৯ আগস্ট (হি.স.): ওড়িশায় লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ওড়িশায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,২৫২ জন। ফলে ওড়িশায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৯৭,৯২০। রাজ্যে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে আরও ১৪ জনের, ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪৭০। শনিবার সকালে ওড়িশা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ৩,২৫২ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৯৭,৯২০।

বিগত ২৪ ঘন্টায় ওড়িশার খুরদা জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা ৭৬২, কটকে ৩২৩, রায়াগড়ে ৪৫০, গঞ্জামে ১৬৯, ময়ূরভঞ্জে ১২৩, সুন্দরগড়ে ৯৪ এবং ঢেঙ্কানালে ৯৪ জন প্রাণঘাতী ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। ওড়িশায় এই মুহূর্তে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ২৯,৫৭১ এবং করোনাকে পরাজিত করে সুস্থ হয়েছেন ৬৭,৮২৬ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ১২ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা ৪৭০-এ পৌঁছেছে।

৮ বেড়ে রাজস্থানে মৃত্যু ১,০২৫ জনের, করোনা-সংক্রমিত ৭৭,৯৬৫

জয়পুর, ২৯ আগস্ট (হি.স.): রাজস্থানে ফের বাড়ল কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। মরুরাজ্যে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৫৯৫ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৮ জনের। নতুন করে ৫৯৫ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৭৭,৯৬৫। শনিবার সকালে রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, রাজস্থানে নতুন করে ৫৯৫ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে এবং মৃত্যু হয়েছে ৮ জনের, বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ২৬২ জন।

আক্রান্ত ৫৯৫ জনের মধ্যে আজমের-এ ৪৭ জন, আলওয়ারে ৬১ জন, বারমের-এ ৭ জন, ভরতপুরে ১৩ জন, বিকানের-এ ২৯ জন, চিত্তরগড়ে ১৩ জন, দুঙ্গারপুরে ২৮ জন, জয়পুরে ১১০ জন, ঝালাওয়ারে ২০ জন, যোধপুরে ৩০ জন, কোটায় ৮৫ জন, নাগাউরে ২৩ জন, পালিতে ৪০ জন, প্রতাপগড়ে ৮ জন, সিকারে ১৩ জন, টোঙ্কতে ৫ জন এবং উদয়পুরে ৬৩ জন প্রাণঘাতী কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন। ফলে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৭৭,৯৬৫-এ পৌঁছেছে। স্বস্তির বিষয় হল, মরুরাজ্যে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৬২,২৪৩ জন। সক্রিয় করোনা রোগী ১৪,৬৯৭ এবং নতুন করে ৮ জনের মৃত্যুর পর মরুরাজ্যে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ১,০২৫ জনের।

ত্রিপুরা সরকার অন্যান্য পশ্চাদপদ জাতিভুক্ত মানুষের আর্থ-সামাজিক মানোন্নয়নে পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৯ আগস্ট (হি.স.)।। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের ওবিসি সম্প্রদায়ের জনগণকে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করার ওপর মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব গুরুত্ব দিয়েছেন। বর্তমান রাজ্য সরকার রাজ্যের অন্যান্য পশ্চাদপদ জাতিভুক্ত মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার মানোন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে। আজ শনিবার সচিবালয়ের কনফারেন্স হল-এ অন্যান্য পশ্চাদপদ জাতি কল্যাণ দফতরের পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এ কথা বলেন। সভায় ওবিসি কল্যাণ দফতরের বিভিন্ন কর্মসূচির পর্যালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ওবিসি সম্প্রদায়ের জনগণকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার ক্ষেত্রে ওবিসি কর্পোরেশন থেকে ভরতুকিতে ঋণ প্রদান করা হয়। ঋণগ্রহীতা কর্পোরেশন থেকে যে প্রকল্পে ঋণ নিয়েছেন তা সঠিক কাজে লাগানো হয়েছে কিনা তা দফতরকে পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। পাশাপাশি যারা বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ নিয়েছেন তা সময়মতো পরিশোধ করার ব্যাপারেও ঋণগ্রহীতাদের সচেতন করার কাজ করতে হবে দফতরকে। সভায় ওবিসি কল্যাণ দফতরের সচিব ভিএস যাদব বলেন, রাজ্যে ৪৩টি ওবিসি সম্প্রদায়ের মোট ৯ লক্ষ ৪ হাজার ১২০ জন বসবাস করছেন। তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার মানোন্নয়নে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণে দফতর গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে থাকে। সচিব আরও জানান, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে রাজ্যে মোট ৬৫ হাজার ৮৫৫ জন ওবিসি ছাত্রছাত্রী (প্রথম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি) প্রি-মেট্রিক স্কলারশিপ প্রদান করা হয়েছে। তাতে ব্যয় হয়েছে ৬ কোটি ৫৮ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা। ২০২০-২১ অর্থবর্ষে দফতর ৬৬ হাজার ওবিসি ছাত্রছাত্রী প্রি-মেট্রিক স্কলারশিপ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ১৩ হাজার ৬২২ জন ছাত্রছাত্রীকে (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি) পোস্ট-মেট্রিক স্কলারশিপ প্রদান করা হয়েছে। ব্যয় হয়েছে ২ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা। ২০২০-২১ অর্থবর্ষে ১৯ হাজার ছাত্রছাত্রীকে পোস্ট স্কলারশিপ প্রদান করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

সচিব জানান, ওবিসি সম্প্রদায়ের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জব ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামে ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে অন্যান্য পশ্চাদপদ জাতি কল্যাণ দফতরের মাধ্যমে ১৮০ জন ছাত্রছাত্রীকে বিএড, ডিএলএড কোর্সে প্রশিক্ষণের জন্য স্পনসর করা হয়েছে। এছাড়াও ২০১০-২০ অর্থবর্ষে ৬ জন ছাত্রছাত্রীকে নার্সিং কোর্সে এবং ৫০ জনকে প্যারামেডিক্যাল কোর্সের জন্য স্পনসর করা হয়েছে। তিনি জানান, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে দফতরের নিউক্লিয়াস বাজেট থেকে ওবিসি সম্প্রদায়ের ১৫৮ জন গরিব রোগীকে চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রকৃত সুবিধাভোগীরা যাতে বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ গ্রহণ করতে পারেন সে বিষয়ে দফতর এবং ওবিসি কর্পোরেশনকে গুরুত্ব দিতে হবে। সভায় ওবিসি কল্যাণ দফতরের সচিব আরও জানান, রাজ্যের হালাহালিতে ৭০ শয্যাবিশিষ্ট গার্লস হস্টেল এবং কুলাইতে ৫০ শয্যাবিশিষ্ট বয়েজ হস্টেল স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে দফতর। ইতিমধ্যেই দফতরের পক্ষ থেকে এই দুই হস্টেল নির্মাণের অনুমোদন পাওয়ার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ৩ কোটি ৮৬ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে বলে সচিব জানান। এছাড়া রাজ্যের অন্যান্য পশ্চাদপদ জাতিভুক্ত গরিব মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য দফতর একটি নতুন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবর্ষে ২০০ জন গরিব ছাত্রছাত্রীকে এককালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে দফতর।

সভায় ওবিসি কর্পোরেশন বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দফতরের সচিব বলেন, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ওবিসি কর্পোরেশন থেকে মোট ৭৬৮ জনকে শিক্ষা, পরিবহণ, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ২০২০-২১ অর্থবর্ষে এই সকল ক্ষেত্রগুলিতে ১,৭০০ জনকে ঋণ প্রদান করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে ওবিসি কর্পোরেশন। তিনি আরও জানান, ২০২০-২১ অর্থবর্ষে ২০০ জন ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত যুবক-যুবতীকে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনার বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ প্রদান করা হবে। সভায় এছাড়া পোস্ট-মেট্রিক স্কলারশিপ প্রদান ব্যবস্থাকে অনলাইনে যুক্ত করা, ঋণ পাওয়ার জন্য দরখাস্তকে আধার সংযুক্তিকরণ, ঋণ প্রদানের পূর্বে প্রি-কাউন্সেলিং করা ইত্যাদি নতুন উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা করেন দফতরের সচিব ভিএস যাদব।

মেজর ধ্যানচাঁদের হকি স্টিকের জাদু ভুলের যাওয়ার নয় : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট (হি.স.): হকির জাদুকর, কিংবদন্তি হকি খেলোয়াড় মেজর ধ্যানচাঁদকে জন্মদিনে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আবেগাপ্লুত হয়ে প্রধানমন্ত্রী শনিবার টুইটারে লেখেন, মেজর ধ্যানচাঁদের হকি স্টিকের জাদু কখনও ভুলের যাওয়ার নয়। ২৯ আগস্ট কিংবদন্তি হকি খেলোয়াড় মেজর ধ্যানচাঁদের জন্মদিনে ভারতে পালন করা হয় জাতীয় ক্রীড়া দিবস। এদিন সকালে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ”জাতীয় ক্রীড়া দিবসে, মেজর ধ্যানচাঁদকে ধ্যানচাঁদকে আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করছি, যাঁর হকি স্টিকের জাদু কখনও ভুলের যাওয়ার নয়। আমাদের প্রতিভাশালী খেলোয়াড়দের সাফল্যের জন্য তাঁদের পরিবার, কোচ এবং সাপোর্ট স্টাফদের প্রসংশা করারও দিন আজ।” মাত্র ১৬ বছর বয়সে ধ্যান সিং ভারতের সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। সেখানেই শুরু তাঁর হকি খেলা। সারা দিন কাজের শেষে রাতে প্র্যাকটিস করতেন তিনি। সেই জন্য তাঁর বন্ধুরা তাঁকে ‘চাঁদ’ বলে ডাকতে শুরু করেন। সেই থেকে তাঁর নাম হয়ে যায় ধ্যানচাঁদ। ১৯২২ থেকে ১৯২৬ অবধি সেনার হয়ে বিভিন্ন হকি টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত খেলতে থাকেন তিনি। ডাক আসে নিউজিল্যান্ড যাওয়া ভারতীয় সেনার হকি দলে। সেখানে ২১টি ম্যাচের মধ্যে ১৮টি জয় পায় ভারত, দু’টি ড্র হয়ে এবং একটিতে হেরে যায় তারা। ভারতে ফিরতেই তাঁকে ল্যান্স নায়েক পদে উন্নিত করা হয়। ধ্যানচাঁদকে পদ্মভূষণ দেওয়া হয় ১৯৫২ সালে। সেই বছর প্রকাশিত হয় তাঁর আত্মজীবনী ‘গোল’। অবসরের পর রাজস্থান হকি দলের কোচ হিসেবে দেখা যায় তাঁকে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঘূর্ণিঝড় ‘লরা’র তাণ্ডবে মৃত ১৪

ওয়াশিংটন ২৯ আগস্ট (হি. স.) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ‘লরা’র তাণ্ডবে প্রাণ হারিয়েছেন ১৪ জন। বিপর্যস্ত লুইজিয়ানা, টেক্সাস, আরকানসাস সহ তিন অঙ্গ রাজ্য। ইতিমধ্যেই ঘূর্ণিঝড়ের ধ্বংসলীলায় গাছ চাপা পড়ে এবং অন্যান্য কারণে গত ২৪ ঘন্টার বেশি বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন নয় লাখের বেশি বাসিন্দা। লাগাতার বৃষ্টিতে প্রায় ৮০ লক্ষ মানুষ বন্যার কবলে পড়তে চলেছেন বলে আশঙ্কা করছে প্রশাসন।

বৃহস্পতিবার লুইজিয়ানার দক্ষিণাঞ্চলে আছড়ে পড়েছে বিধ্বংসী সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ‘লরা’। ভয়াল তাণ্ডব চালাতে শুরু করে। স্থানীয় সময় রাত একটা নাগাদ বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘন্টায় ১৫০ মাইল। উপকূলে প্রবল জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়। কোথাও-কোথাও জলস্তর তিন ফুট বৃদ্ধি পেয়েছে। লেক চার্লস এলাকায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে। ওই এলাকার পানীয় জল সরবরাহের প্লান্টে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে কার্যত জল সরবরাহও বন্ধ হয়ে রয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।